প্রথম আলো

Prothom Alo North America

4 April 2024, Thursday, 8th Year, Issue 368, 40 Pages

৪ এপ্রিল ২০২৪, ২১ চৈত্র ১৪৩০, ২৫ রমজান ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ , সংখ্যা ৩৬৮, পৃষ্ঠা: ৪০

ফোর্বসের তালিকায় সামিটের আজিজ খান পৃষ্ঠা ১৪

মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা: সৌদি সুন্দরীর মিথ্যাচার! পৃষ্ঠা ৩০

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পানি-বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে বললেন প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা অফিস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, পানি ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সবাইকে সাশ্রয়ী হতে হবে। মনে রাখতে হবে, বিদ্যুৎ উৎপাদন অনেক ব্যয়সাপেক্ষ। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার সকালে কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের মেয়র এবং পাঁচ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদাও বাড়ছে। কাজেই অনাবাদি জমিকে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

কেনাকাটা শেষ মুহূর্তের ঈদের কেনাকাটা চলছে। বেশ কিছু প্রবাসী উদ্যোক্তা নিউইয়র্কের বিভিন্ন এলাকায় ঈদমেলার আয়োজন করেছেন। এসব মেলায় দেশি পোশাকের পাশাপাশি দেশীয় অলংকারও বিক্রি হচ্ছে। সম্প্রতি জ্যাকসন হাইটসের লিপি ফ্যাশনে। ছবি: প্রথম আলো

৮ম বর্ষে পদার্পণ

উত্তরের প্রথম আলো এগিয়ে চলছে আপন গতিতে

এইচ বি রিতা

২০১৬ এর শেষের দিকে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকারর যাত্রা নিয়ে ঘোষণা করা হয়। নিউইয়র্কের কুইন্সের ওয়ার্ল্ডস ফেয়ার মেরিনায় প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান এক ভিডিও বার্তায় প্রবাসীদের উদ্দেশে দেওয়া বক্তব্যে এ ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, 'প্রথম আলো সামনে এগোচ্ছে পাঠকের ভালোবাসায়। এরই অংশ হিসেবে উত্তর আমেরিকায় আগামী মার্চে সাপ্তাহিক হিসেবে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে প্রথম আলো।'

'তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেবো রে/ আমরা ক'জন নবীন মাঝি হাল ধরেছি, শক্ত করে রে'- বিখ্যাত এই গান দিয়েই কয়েক'শ প্রবাসীর উপস্থিতিতে প্রথম আলোর উত্তর আমেরিকার যাত্রা শুরু হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

ইফতার বর্জন কি বার্তা দিচ্ছে বাইডেনকে

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন ২০২৪

ইব্রাহীম চৌধুরী

হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আহুত ইফতার মাহফিল অনেকটাই ভণ্ডুল হয়ে গেছে। ঘটা করে ইফতার ডিনারের আয়োজনের পরিবর্তে ছোট আকারের আয়োজনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। গাজায় বিপন্ন মানুষের আহাজারির মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে ভোজে বসতে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

যুক্তরাষ্ট্রে টিকটক কি নিষিদ্ধ হতে যাচ্ছে?

শাহিদ মোবাশ্বের

সাম্প্রতিক মাসগুলিতে বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ টিকটকের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু রাজ্য সরকার এবং রাজধানী

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

ভারতের সঙ্গে বিএনপি'র আলোচনা কেন ব্যর্থ হয়

রাজনীতি

নির্বাচনের পর থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে 'ভারত' শব্দটি নানা কারণে আলোচিত। অবশ্য এই সময়ে অনেকগুলো অনাকাঙ্ক্ষিত এবং স্পর্শকাতর ঘটনা ঘটেছে। চোরাচালান দমন করতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে বিজিবি'র জওয়ান নিহত এবং স্বাধীনতা দিবসে সীমান্তে নিরীহ বাংলাদেশিকে হত্যা নির্বাচন পরবর্তী ঢাকায় ভারত বিরোধিতার আগুনকে উস্কে দিয়েছে। অভিন্ন নদীগুলোর পানির ন্যায্য হিস্যা না

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি
পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

বাড়ির মালিক হতে বছরে লাখ ডলার!

যুক্তরাষ্ট্র

যদিও আগের চেয়ে মজুরি বৃদ্ধি ঘটেছে তবুও এখন বাড়ির মালিক হওয়া অনেকটাই কঠিন।

বিশেষ প্রতিনিধি

চলমান বাস্তবতায় 'আমেরিকান ড্রিম' বা আমেরিকার স্বপ্ন ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। আমেরিকার ২২টি রাজ্যেই একটি বাড়ির মালিক হওয়ার জন্য ক্রেতাকে ছয় অঙ্কের বেশি আয় করতে হবে। অর্থাৎ বছরে এক লাখ ডলারের কম আয় করে এমন লোকজনের জন্য বাড়ির মালিক হওয়া এখন দুরূহ হয়ে উঠেছে !

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের কঠোর পরিশ্রম, সংকল্প এবং উদ্যোগের মাধ্যমে সাফল্য এবং সমৃদ্ধি অর্জনের সমান সুযোগ থাকাকে আমেরিকার স্বপ্ন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। আমেরিকার স্বপ্ন ধরার জন্য বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষের প্রবাহ এখনো অব্যাহত রয়েছে। যদিও নবাগতদের জন্য এ স্বপ্ন অনেকটাই এখন ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে।

ব্যাংকরেট ডট কম নামের সংস্থাটির বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, ২০২০ সাল থেকে বাড়ির মালিক হওয়া অনেকটাই কঠিন হয়ে পড়েছে। যদিও আমেরিকার কর্মজীবীদের মজুরি বৃদ্ধি ঘটেছে এ সময়ের মধ্যে। তারপরও আবাসনের উচ্চমূল্য অনেকটা যুক্তিহীন হয়ে পড়েছে। জেফ অস্ট্রোস্কি নামের বিশ্লেষক বলেছেন, কেন বাড়ির মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে গেলও হঠাৎ করে? তিনি বলেন এর উত্তরে প্রথমেই চাহিদা এবং সরবরাহের

অসামঞ্জস্যকে দায়ী করা যেতে পারে।

করোনা মহামারির শুরু হওয়ার কিছু আগে থেকেই আমেরিকায় নতুন গৃহ নির্মাণে ভাটা পড়তে দেখা যায়। ২০২০ সাল থেকে খুব কমই বাড়ি নির্মিত হয়েছে বা নির্মিত হচ্ছে। নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি, নির্মাণ শ্রমিকের অপ্রতুলতা, গৃহ ঋণ প্রাপ্তি কঠিন হয়ে ওঠাকে এ অবস্থার জন্য দায়ী করা হচ্ছে। বাড়ি ক্রেতাদের জন্য মর্টগেজ পাওয়া এখন আগের চেয়ে অনেক কঠিন এবং উচ্চ সুদের হার অনেক নতুন ক্রেতার জন্য সহনীয় ক্ষমতার হয়ে উঠছে না।

আমেরিকায় বাড়ি ক্রয় যোগ্যতার জন্য শুধু ব্যক্তিবিশেষের আয়ের হিসেব দেখলেই হবে না। এ হিসেবে প্রতিজনের জন্য আলাদা আলাদা। আয়ের সাথে একজনের সঞ্চিত অর্থ, চলমান ব্যয় নির্বাহ, বাড়ি ক্রয়ের পর এর মর্টগেজ পরিশোধসহ অন্যান্য বিল পরিশোধের নিশ্চিত অর্থ প্রবাহ না থাকলে বাড়ি ক্রয় এখন দুঃসাধ্য।

বাড়ি ক্রয়ের বিশ্লেষণে দেখা হয়েছে একজন বাড়ি ক্রেতা বাড়ির কয় মূল্যের ২০ শতাংশ নগদ পরিশোধ করবে। ৩০ বছরের জন্য মর্টগেজ গ্রহণ করলে হিসেব করে দেখতে হবে সুদ সহ বাড়ির মাসিক মর্টগেজ পেমেন্টের অঙ্ক। পাশাপাশি টেক্স , ইনস্যুরেন্স, ইউটিলিটি বিল সহ অন্যান্য ব্যয় সামাল দেয়ার নির্দিষ্ট আয় ক্রেতার রয়েছে কি না। আমেরিকার একজন বাড়ি ক্রেতার মর্টগেজ পেমেন্ট যেন বার্ষিক মোট আয়ের ২৮ শতাংশের বেশি না হয়ে থাকে।

রেডফিন নামের সংস্থাটির দেয়া তথ্য মনে আমেরিকার বাসযোগ্য শহরগুলোতে একটি মধ্যমানের বাড়ির গড় মূল্য এখন চার লাখ ডলারের উপরে। ফলে একজন ক্রেতাকে বাড়ি ক্রয়ের জন্য কমপক্ষে বার্ষিক এক লাখ দশ হাজার ডলারের বেশী আয় করতে হবে। ব্যংকরেট ডট কমের বিশ্লেষক অনুযায়ী রাজ্য ও নগর অনুযায়ী এ মূল্যমান ও আয়ের কিছুটা হেরফের হতে পারে। মিসিসিপি, ওহায়ো, ইন্ডিয়ানা, কেন্টাকি - এসব রাজ্যে এখনো বাড়ি ক্রয় করা যাচ্ছে বছরে ষাট থেকে সত্তর হাজার ডলারের আয় থাকলে। ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি বাড়ি ক্রয়ের জন্য ক্রেতার আয় বছরে এখন এক লাখ ৯৭ হাজার ডলার হলে পর্যাপ্ত মনে করা হচ্ছে। ওয়াশিংটন ডিসিতে এক লাখ ৬৭, নিউইয়র্কে এক লাখ ৪৮ হাজার এবং নিউজার্সিতে বছরে এক লাখ ৫২ হাজার ডলার আয় থাকলেই একজন আমেরিকান এখন বাড়ি ক্রয়ের স্বপ্ন দেখতে পারে।

আমেরিকায় বাড়ি কেনা এখন একটি ফাঁদের মতো। বাড়ির মালিক হলে আমেরিকার একটি পরিবার তার সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু এখন বাড়ির মালিক হওয়ার আগেই একজন ক্রেতার কিছু পরিমাণ সম্পদ থাকতে হবে। হ্যারিস জরিপের তথ্য অনুযায়ী আমেরিকার ৭২ শতাংশ ভাড়াটে মনে করে এখন তাদের বাড়ির মালিক হওয়ার জন্য নিজের উপার্জনই যথেষ্ট নয়। তাদের মতে উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়া সম্পদ বা কারো দানের অর্থ লাগবে বাড়ির মালিক হতে হলে।

ঋণ নিয়ে ঋণ পরিশোধ করছে সরকার: সিপিডি

ঢাকা অফিস

তিন বছরের ব্যবধানে দেশের মানুষের মাথাপিছু ঋণ এক লাখ টাকা থেকে বেড়ে দেড় লাখ টাকা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ এবং তা পরিশোধের বাধ্যবাধকতা ক্রমশ বাড়ছে। এতে সরকারকে অপর্যাপ্ত রাজস্ব আদায়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধের জন্য ক্রমাগত নতুন ঋণ নিতে বাধ্য করছে। গতকাল ‘বাংলাদেশ এক্সটারনাল পাবলিক বরোইংস অ্যান্ড ডেবট সার্ভিসিং ক্যাপাসিটি; আর দেয়ার রিজন ফর কনসার্ন?’- শীর্ষক আলোচনা সভায় এসব তথ্য দিয়েছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। সিপিডি ও এশিয়া ফাউন্ডেশন যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সিপিডি’র নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুনের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে সিপিডি’র সম্মানীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, প্রকৃতপক্ষে আমরা পাবলিক ও পাবলিকলি গ্যারান্টিযুক্ত ঋণের দায়বদ্ধতার একটি বড় অংশ পরিশোধের জন্য আবার ঋণ নিচ্ছি। তাই দ্রুত অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ বাড়ানো ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৈদেশিক ঋণ এবং ঋণ পরিশোধের বাধ্যবাধকতার হার বেড়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, গত ২০২৩ সালের জুন শেষে বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি বিদেশি ঋণ ছিল ৯৮ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার, যা গত সেপ্টেম্বরে ১০০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে।

CENTERLIGHT Healthcare PACE

55+ বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
অল-ইনক্লুসিভ কেয়ার কর্মসূচি

Medicare ও Medicaid-এর কভার করা সব পরিষেবা ও প্রেসক্রিপশনের ওষুধের জন্য একটি পরিকল্পনা:

- চিকিৎসা সেবা
- ভিজিটিং নার্স
- দাঁত, দৃষ্টি, শ্রবণ
- প্রেসক্রিপশনের ওষুধ
- ওভার-দ্যা-কাউন্টার (OTC)
- শারীরিক ও অকুপেশনাল থেরাপি
- বাড়িতে স্বাস্থ্য সহায়তাকারী
- প্রাপ্তবয়স্কদের ডে সেন্টার
- বিনোদন ও আহার
- পরিবহন এবং অন্যান্য!

*সেইসাথে - প্রাত্যহিক জিনিসপত্র যেমন মুদি এবং প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের জন্য আমাদের My Needs Card নিন***

আরো তথ্যের জন্য, ফোন করুন:

1-877-286-PACE (7223) | TTY 711 MON-FRI 8AM-8PM

centerlighthealthcare.org

*পরিষেবা, প্রেসক্রিপশনের ওষুধ এবং IDT দ্বারা নির্ধারিত OTC-এর জন্য চিকিৎসাগত আবশ্যকতা।
**My Needs Card, PACE স্ট্যান্ডার্ড বেনিফিট প্যাকেজের অধীনে প্রয়োজনীয় বা ইতোমধ্যে সরবরাহ করা Medicare এবং/অথবা Medicaid-এর কভার করা পরিষেবাগুলির বিকল্প নয়।

H3329_KeepingPACE2022_Newspaper_Approved 10132022 Bengali

বার্ধক্যের গতির সাথে
তাল মিলিয়ে চলা

আপনাকেই বলছি!!!

আপনি কি, ভিজিট ভিসা, স্টুডেন্ট ভিসা, অথবা অন্য কোন নন-ইমিগ্রেন্ট ভিসা নিয়ে আমেরিকায় এসেছেন? কাজ খুঁজে পাচ্ছেন না? সঠিক কাগজপত্র নেই, ইতোমধ্যে ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে?

- অসম্ভব বিরক্ত লাগছে, মানসিক অস্থিরতে আছেন?
- কাউকে কিছু বলতে পারছেন না?
- কথায়, কাজে, সম্পর্কে, কোথাও কোন দিশ খুঁজে পাচ্ছেন না?
- ওয়ার্ক পারমিট নেই?
- সোশ্যাল সিকিউরিটি নেই?
- গ্রীন কার্ড নেই?

তাহলে দেরী না করে, ফোনে অথবা নিজে কোন বাছাই করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে দিন এক চলে আসুন, সেন্টার ফর ইমিগ্রেশন এন্ড ভিসা এসিসটেন্স (CIVA শিভা) তে।

আপনার সকল ধরনের ওয়ান স্টপ সার্ভিসের জন্য: বিশেষ করে উপরোক্ত বিষয়গুলোর সমাধান ছাড়াও, কিভাবে একটি ভ্যালিড স্ট্যাটাস বজায় রাখবেন, ভিজিট ভিসা থেকে স্টুডেন্ট ভিসায় কনভার্শন এবং ভিসার মেয়াদ না থাকলে কিভাবে সেটিকে এক্সটেনশন করা যায়, বিভিন্ন ধরনের কেস ফাইল করেছেন কিন্তু অনেকদিন কোন আপডেট নেই তার জন্য, এছাড়াও বাংলাদেশ অথবা পৃথিবীর অন্য যেকোনো দেশ থেকে আপনার আত্মীয়-স্বজনের জন্য আমেরিকায়/ কানাডাতে ইমিগ্রেশন অথবা নন ইমিগ্রেশন প্রসেসিং করতে।

সকল বিষয়ে আলোচনা এবং পরামর্শের জন্য প্রথম বিশ (২০) মিনিট সময় ফ্রি। পরবর্তীতে চার্জ প্রযোজ্য!!! আমাদের পরামর্শ আপনাদেরকে সবকিছুতে এগিয়ে রাখবে।

37-22 73rd Street, Suit-1D, Jackson Heights, NY 11372. +1 347 507 1209, +1 347 279 8366, +1 347 476 7522, +1 347 476 3393, +1 929 867 3735, +1 929 393 9061 & write2civa@gmail.com

CENTRE FOR IMMIGRATION AND VISA ASSISTANCE (CIVA)

Dhaka Office: 87 New Circular Road (1st Floor), Malibag Dhaka 1217

bangladesh2civa@gmail.com

Bring your Product from Bangladesh to USA with Very affordable Price

37-22 73rd Street, Jackson Heights, NY 11372, USA
+1 716 617 0050, +1 347 507 1209, +1 347 279 8366

We care for and budget on your goods

তাজউদ্দিন, সিপিএ পি.সি
TAJUDDIN CPA P.C

TAX AUDIT BUSINESS

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ :

- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ এম্প্লয়েড (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভার)
- একাউন্টিং বুককিপিং, পেরোল, ডব্লিও টু,
- করপোরেশন ওপেন।

Phone:
917-353-9026
646-744-4292

আবুনাসের তাজউদ্দিন
সিপিএ এমএস

37-11 74Th Street Floor 2, Suite R1
Jackson Heights NY 11372
Email: atajuddincpa@gmail.com
Web : tajuddincpa.com

আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে

ABRAMS
LAW GROUP
ABRAMS LAW GROUP
আব্রামস আইন গ্রুপ
INJURED?
WE CAN HELP!!
FREE
Accident
Consulation
PERSONAL INJURY
TOP 10
LAW FIRM
Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?
Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.
WE ALSO HANDLE
CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
DEPORTATIONS | নির্বাসন
ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ
ATTORNEY AT LAW
MELANIE ABRAMS, ESQ.
RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.
GET HELP TODAY!
718-997-9797
104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 502
FOREST HILLS, NY 11375
abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc
প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

সম্পাদকীয়

ঈদের সেকাল-একাল

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে বহু শতাব্দী ধরেই ঈদ এক প্রধান উৎসব হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে। এই উৎসবের ধরন-ধারণ সময়ের সাথে সাথে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এর মূল প্রকৃতি অপরিবর্তীত রয়ে গেছে। সকালের নামাজের সমাবেশ খুশি ও আনন্দে ভরপুর এক পুনর্মিলনীর প্রতীক। নামাজের পর আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধুদের বাড়িতে যাওয়া এবং আপ্যায়িত হওয়া দিনটিকে নতুন করে সৌহার্দ্য, সখ্য ও বন্ধুত্বের আবহে মুখর করে তোলে।

নতুন জামাকাপড়, জুতা ও অলঙ্কার সবার জন্যই বিশেষত শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য যেন এই দিন উপলক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিস হিসেবে গণ্য করা হয়। সব কিছুই এই দিনে হয়ে ওঠে এক নতুন আনন্দময় সূচনার প্রতীক। যে চিরঞ্জীব আনন্দের ধারা ঈদ উৎসবের মৌলিক উপাদান তারই নবায়ন ঘটে এই দিনে।

ঈদের আনন্দ সবসময়ই একই ধারায় বহমান। বিশেষ করে, শৈশবের ঈদ মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায় বহন করে। সময়ের পরিবর্তনে উৎসবের আমেজে হয়তো রঙ বদলায়, আনন্দ নয়। আবার একেক এলাকায় উদযাপনে হয়তো ভিন্ন ভিন্ন ধারা থাকে, মাত্রা থাকে, ধারাবাহিকতা থাকে। ঈদের আনন্দ, সবার জন্য এক নতুন বার্তা নিয়ে আসে। ঈদের দিন মানেই ঝরঝরে নতুন সময়ের শুরু।

আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা পরিবারগুলোয় সে সময়ে ঈদের কেনাকাটায় তেমন বাহুল্য ছিল না। তখন বাইরে গিয়ে ঈদের বাজার করার মতো তেমন একটা চলও ছিল না। বাড়িতে গজ কাপড় এনে, ঘরের সেলাই মেশিনেই একাধারে ভাইবোন সবার জন্য ফ্রক, পাঞ্জাবি, কামিজ আর ব্লাউজ তৈরি করতেন বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলারা।

নতুন শাড়ি আনা হলে তাতে সুই সুতায় হাতে নকশা তুলতো সবাই মিলে। তবে সারা বছর যে শাড়ি লাগে তেমন শাড়িই আনা হতো। ছেলেদের জন্য সাদা পাঞ্জাবি আর পায়জামাই ছিল সহজ চল। ঈদের দিন নতুন জুতার বাহানা সব ঘরেই শিশুদের আগ্রহের কেন্দ্রস্থল হিসেবে বরাবরের মতোই ছিল খুব বেশি। মধ্যবিত্তের আগামী দু'বছর জুতা আর কেনা হবে না, এই ভাবনায়, শিশুদের পায়ের মাপ থেকে একটু বড় কেনা জুতায় তুলো ভরে চালিয়ে নিতেন। সেই সময়ে চাকচিক্যের বাহুল্য নয়, একতায় সহজ সাধারণ আনন্দের মাঝেই ঈদের দিন যাপিত হতো। অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল নয় এমন আত্মীয় স্বজনদের ঈদের দিন বাটি ভরে রান্না করা খাবার পাঠানো হতো। সারা বছরই এমন পরিবারগুলোর জন্য আর্থিক সাহায্যের চল সবসময়ই থাকতো।

ঈদের একালে বাহ্যিক চাকচিক্য বেড়েছে বহু গুণ। সময়ের গতিধারা বহন করে এনেছে প্রচুর অনুষঙ্গ। আকাশ তরঙ্গ নির্ভর সাংস্কৃতিক চর্চায় সাজগোজ আর আতিথেয়তায় বদল এসেছে অনেক। প্রতি বছরই তাই নতুন আদলে ঈদের চেহারা বদলাতে থাকে। কখনো কোনো সিনেমার নায়িকার শাড়ি ভর করে নারীদের মাঝে, আবার কখনো লাখ টাকার লেহেঙ্গা। অনেকে হালফ্যাশনের কাপড় অলংকার কিনতে দেশের বাইরেও চলে যায় আজকাল। এই সময়ের ঈদ, কেনাকাটা নির্ভর হয়ে গেছে। আবার দেখা যায়, অনেকে ঈদের দিনে রান্নাবান্না, আত্মীয়স্বজন আপ্যায়নকে ঝামেলা মনে করে সেই সময়ে ছুটি কাটাতে দেশের বাইরে চলে যায়। আয়োজন, উদযাপনে এতশত বদল হওয়ার পরও ঈদের নতুনত্ব সবার জন্যই পৃথক অর্থে হলেও হাসিমাখা সময়ের কথাই বলে চলে এখনো।

সাম্প্রতিককালের বাংলাদেশে ঈদুল ফিতর যেন এক নতুন মাত্রায় ভূষিত হয়েছে। যা অতীতে ছিল পুরো সমাজের সার্বিক আনন্দের এক অনাড়ম্বর এবং সরল বহিঃপ্রকাশ, তা বর্তমানে লাভ করেছে বহু বিচিত্র মাত্রা। এখনকার ঈদে দেখতে পাওয়া যায় সংশ্লিষ্ট সবার ব্যাপক এবং আরো সক্রিয় অংশগ্রহণ। সন্দেহ নেই, বেড়ে ওঠা জনসংখ্যা এর পেছনে ক্রিয়াশীল একটি কারণ। যেখানে ষাটের দশকে জনসংখ্যা ছিল চার কোটি এবং ১৯৭০ দশকে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের জনসংখ্যা ছিল সাত কোটি তা এখন পৌঁছেছে ১৮ কোটির কোঠায়। কেবল জনসংখ্যা বৃদ্ধিই এই উৎসবের রূপ পরিবর্তনের মূল বা একমাত্র কারণ নয়। নাগরিকদের এক অংশ যা তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় কম অথচ বিত্তে ও সম্পদে গুরুত্বপূর্ণ, তারা এই পরিবর্তনের প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। এদের অর্জিত যে নয়া অর্থ ও সম্পদ এসেছে, ফলে বেড়েছে টাকার সরবরাহ। এই অর্থ সাম্প্রতিককালের ঈদের সময় এদের নতুন এবং দামি জামাকাপড়, গয়না, জুতা, অন্যান্য উপহারসামগ্রী যথেষ্ট কেনার সামর্থ্য এনে দিয়েছে। এসবই এখনকার ঈদকে সঞ্জীবিত করেছে। কয়েক লাখ লোকের হাতে যে বাড়তি অর্থ জমা হয়েছে, উৎসব উপলক্ষে তার অংশ, যার পরিমাণও কয়েক শ' কোটি খরচ করার ফলে কেনাকাটা সারা দেশেই এক নতুন বিশাল মাত্রা পায়। আজকের বাংলাদেশে ঈদ মাত্র এক দিনের ব্যাপার নয়, বরং এই উৎসব এখন যেন মূলত এবং কার্যত এক মাসব্যাপী বা তার চেয়েও বেশি দিন ধরে স্থায়ী আনন্দের ঋতুর রূপ লাভ করেছে। যারা সচ্ছল ও সম্পদশালী, তাদের জন্য কেনাকাটার পর্ব শুরু হয় প্রথম রমজান থেকেই। রমজানের মাসব্যাপী সংযম ও ত্যাগের সময়ের সাথে যেন তাল মিলিয়ে চলে নতুন ভোগ্যসামগ্রী ও উপহার সংগ্রহের পালা।

> ১৯৭০ দশকে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের জনসংখ্যা ছিল সাত কোটি তা এখন পৌঁছেছে ১৮ কোটির কোঠায়। কেবল জনসংখ্যা বৃদ্ধিই এই উৎসবের রূপ পরিবর্তনের মূল বা একমাত্র কারণ নয়। নাগরিকদের এক অংশ যা তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় কম অথচ বিত্তে ও সম্পদে গুরুত্বপূর্ণ, তারা এই পরিবর্তনের প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

যাদের তেমন কোনো সঙ্গতি নেই, যাদের আয়-উপার্জন তুলনামূলক অনেক কম, তারাও ঈদ উপলক্ষে ব্যস্ত থাকে সেসব উপহার কেনাকাটায়, যার দাম তাদের আয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ঈদ তার আগমনের বার্তা সবখানে রেখে যায় : মহানগর ও শহরে জনাকীর্ণ ও ব্যস্ত সরণিতে, যুগপ্রাচীন গ্রামীণ বাজারে, পরাক্রমশালী ও বিত্তবান ব্যক্তিদের প্রাসাদে এমনকি দরিদ্র ও বঞ্চিতদের কুঁড়েঘরের আঙিনায়।

প্রবীণ প্রজন্মের সদস্যদের মনে পড়তে পারে তাদের প্রথম কৈশোরের কলকাতায় উদযাপিত ঈদের কথা। অবিভক্ত বাংলার রাজধানীতে সেই ঈদ ছিল এমন এক সংখ্যালগিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উৎসব, যা ছিল বিশেষ করে সেই সংখ্যালঘু কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মানবগোষ্ঠীর আনন্দ ও খুশির সময়। সে সম্প্রদায়ের আদিবাস ছিল এমন এক উপমহাদেশে, যা ছিল তখনো অবিভক্ত এক বহুজাতিক, বহু ধর্মানুসারী, বহু ভাষাভাষী বিশাল মানবগোষ্ঠীর বাসভূমি। মূলত ধর্মীয় এই উৎসব এমন এক বিচিত্র সমাজে পালনের যে আনন্দ তা ছিল অনাড়ম্বর অথচ সখ্যের প্রীতিতে উজ্জ্বল। বিশেষ এক ধর্মের উৎসব হয়েও তা সহাবস্থানকারী অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের বোধ এবং অনুভবের বাইরে ছিল না, তারাও এই উৎসবে অভিনন্দন এবং আনন্দ দেয়া-নেয়ায় ব্যস্ত হয়ে উঠত। আজকের মতোই সেদিনও নতুন জামাকাপড়, জুতা এবং সুস্বাদু খাবারের সমারোহ ছিল। সব উপহারের মধ্যেই ছিল মা-বাবার স্নেহ ও ভালোবাসার মায়াময় পরশ। ধন ও ঐশ্বর্য এবং আরম্ভর সব কিছুকে ছাপিয়ে যেত না। সব অমূল্য উপহারই ছিল সেই ভালোবাসায় দীপ্ত, যা ছিল মহামূল্যবান মণিমুক্তার মতোই উজ্জ্বল।

গ্রামে ঈদ উদযাপনের স্মৃতি। ছায়াময় গাছের নিচে সেই ছোট মসজিদ, সরল ও সহজ এবং পরিচ্ছন্ন জামাকাপড়ে ভূষিত গ্রামীণ জনসাধারণের ভিড় রঙ-বেরঙের জামাকাপড়ে সজ্জিত হাসিখুশি শিশুর সমাবেশ এবং সুস্বাদু অথচ তুলনামূলক কমমূল্যের খাদ্যসামগ্রী এবং অনিঃশ্বেস আনন্দ। এই ছিল সেই গ্রামীণ ঈদের জীবন্ত রূপ। মসজিদে ঈদের জামাত ছিল বহু জাতি ও বর্ণের এক বিচিত্র ও বর্ণিল মিলনমেলা। তারা পরস্পর অবদ্ধ ছিল একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী সখ্যে এবং একই আনন্দ উৎসবের অংশীদারের প্রীতি ও ভালোবাসায়। সহজ ভাষায় ঈদের অর্থ হচ্ছে নতুনকে পাওয়া, দিনটি আনন্দ-উচ্ছ্বাসে কাটিয়ে দেওয়া। যেখানে থাকবে না কোনো দুঃখ-দুর্দশা। প্রাণ খুলে আমরা শান্তি ও পরকালীন মুক্তির অন্বেষণে ঈদ উদযাপন করতে পারি। ঈদের দিন মানুষে মানুষে মিলনের অঙ্গীকার। কিন্তু বর্তমান সমাজের বাস্তবতায় এই অঙ্গীকার যেন আগের মতো থাকছে না। ধনী-গরিবের বৈষম্য এতো বেড়ে গেছে যে, ঈদের দিনের মিলনটা একটা প্রথাগত মিলনে পরিণত হতে যাচ্ছে।

ঈদের দিনে আত্মীয়তার একটি বন্ধন নির্মিত হয়। এ আত্মীয়তা হচ্ছে কাছের ও দূরের সকলের সাথে আত্মীয়তা। আমরা ঈদের দিনে সমাজের নানাবিধ বৈষম্য থাকা সত্বেও একে অন্যের কাছে আসি। কর্মক্ষেত্রে মিলনের মধ্যে অনেক সময় স্বার্থের সম্পর্ক বড় হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু ঈদের দিনের মিলনে একটি সুন্দর অভিব্যক্তি আছে। এই মিলনে স্বার্থের সম্পর্ক নেই, আছে কেবল ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার তাগিদ।

ঈদ আনন্দ বয়ে আনুক সবার চিত্তে। সবাই হেসে উঠুক ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, অর্থের বিভেদের উর্ধ্বে উঠে।

সিরাজউদ্দৌলার বাংলা ও আজকের ব্যবসায়ী

মামুনুর রশীদ

রমজান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মূল্যবৃদ্ধির অত্যাচার গা সওয়া হয়ে গেছে। কিছুতেই জিনিসপত্রের দাম কমল না এবং এই দাম ঈদের পরেও বলবৎ থাকবে। এভাবেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ডলারের দাম বাড়া, তেল-গ্যাসের দাম বাড়ার সঙ্গে এখানকার মূল্যবৃদ্ধির কোনো সম্পর্ক নেই। দাম কেন বাড়ে? এর কোনো কারণ কোনো অর্থনীতিবিদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। শুধু অসাধু ব্যবসায়ীদের মুনাফার লোভ এবং লুণ্ঠন ছাড়া কোনো কারণ নেই।

এ দেশে ব্রিটিশরা আসার আগে দীর্ঘদিন দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল থাকত। শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। আর ১৭৫৫ সালে টাকায় তিন মণ চাল পাওয়া যেত। সেই চালের মূল্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মাত্র ১৯ বছরে এমন বাড়িয়ে দিল যে টাকায় তখন ছয় সের চাল পাওয়া যেত। এ সময়েই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয় এবং বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায়। কী ভয়াবহ অবস্থা! এই ব্রিটিশ বণিকেরা এমন উন্মাদ হয়ে গেল যে গ্রামেগঞ্জে কৃষকের গোলা থেকে নামমাত্র মূল্যে ধান, চাল, গম নিয়ে যেত এবং ভারতের অন্যান্য জায়গায় বিক্রি করে বিপুল মুনাফা করত।

এরপর তারা জুলুম চালায় কাপড়ের ওপর। নামমাত্র মূল্যে ঢাকার মসলিন এবং উন্নত কাপড়গুলো নিয়ে যায়। এই কাপড়গুলো ঢাকা থেকে শুধু ভারত নয়, পৃথিবীর সব জায়গায় পাঠিয়ে একটা বিশাল বাজার তৈরি হয়েছিল। সেই বাজারগুলোতে এই সব লুণ্ঠনের সামগ্রী রপ্তানি করে তারা বিশাল ধনী হয়ে যায়। সবচেয়ে বড় চাপটা পড়ে মসলার ওপর। এ দেশে উৎপাদিত মসলার একটা বড় অংশ, কোনো ক্ষেত্রে পুরোটাই চালান করে দেয় ইউরোপীয় দেশে।

১৭০০ সালে যে ঢাকার লোকসংখ্যা ছিল ১০ লাখ, তা ১৮০২ সালে দাঁড়ায় ৫০ হাজার। দ্রব্যমূল্য আর স্থিতিশীল থাকে না। নবাব সিরাজউদ্দৌলা এটা বুঝতে পেরেছিলেন খুব অল্প বয়সেই। ফরাসি, ওলন্দাজ, আর্মেনীয়সহ অন্য ব্যবসায়ীরা রাষ্ট্রের শুল্কের নিয়ম মেনেই ব্যবসা করত। কিন্তু ব্রিটিশরা এটা মানতই না। কারণ মোগল দরবারে গিয়ে ব্যবসার অনুমতি তারা নিতে পেরেছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্যবসার ব্যাপারে ছিল ভীষণ নিষ্ঠুর। ফরাসিদের সঙ্গে তাদের ঝগড়া লেগেই থাকত। চর দখলের মতো প্রবণতা তাদের মজ্জাগত।

অন্যদিকে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব হয়ে গেছে। কাঁচামাল চাই। ভারতের রেশম সুতা থেকে শুরু করে প্রচুর পরিমাণ খনিজ পদার্থও চাই। তাই ভারতকে লুণ্ঠন করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। দেশীয় নবাব, রাজা, মহারাজারা আবার ব্যবসায়ীনির্ভর। সিরাজউদ্দৌলার মন্ত্রী-আমত্তদের ব্যবসায়ীরা খুবই প্রভাবশালী। তাদের সঙ্গে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের আঁতাত স্বাভাবিক। তাই তাদের একমাত্র পথের কাঁটা সিরাজউদ্দৌলাকে হঠাতেই হবে! ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হলো মীরজাফর, ব্যবসায়ী জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ এবং অন্যরা। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় এবং ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একটা সমঝোতা হলো। বাংলা দখলের পথ ধরে পুরো ভারতটাই খেয়ে ফেলল একটা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়।

আজকের দিনে বিশ্বাস করা কঠিন যে নবাব আলিবর্দী খানের সময় বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় 'তালা' বলতে কোনো বস্তু ছিল না। তালা আবিষ্কারই হয়নি। কারণ কোথাও চুরি হলে থানার দারোগার বেতন থেকে ভুক্তভোগীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হতো। ইংরেজরা আসার পর থেকেই তালার প্রয়োজন হয়। কারণ তাদের দেশেও চুরিচামারি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। যা-ই হোক, তারা আসার পর ধীরে ধীরে ব্যবসায়ীদের একটা সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে ভারতে। দ্রুত তার প্রভাব পড়ে এই বাংলায়। কিন্তু বাংলার মূল্যবোধ তখনো জাগ্রত। এখানকার সমাজটা তখনো আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁ এসে একটা ঝাপটা দেয় তাতে। মানুষ আলোকিত হতে থাকে। মানুষের জাগরণের কালে আবার ব্যবসায়ীরা তাদের সন্ত্রাসী লোভটাকে কিছুটা সংযত করে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জায়গায় যখন ব্রিটিশ সরকারের শাসন চলে, তখন বুদ্ধিমান ইংরেজ নিজেদের কিছুটা সংযত করে, কারণ এর মধ্যে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব হয়ে গেছে। এবারে ইংরেজরা তাদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির মানবিক দিকটা চালান করতে শুরু করে। এ দেশেও বিংশ শতাব্দীর মূল্যবোধগুলো জাগ্রত হতে থাকে। কিন্তু ব্যবসায়ীদের লোভ কিছুতেই কমে না। এভাবেই ভারতবর্ষকে লুণ্ঠন করে একসময় ব্রিটিশরা চলে যায়।

> সত্তর-একাত্তর সালে এক কেজি গরুর মাংসের দাম ছিল এক টাকা, যা এখন ৮০০ টাকা! হ্যাঁ, জানি ডলারের মূল্য বেড়েছে, মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে কিন্তু অনেক দেশেই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য এত বাড়েনি। অথচ এ দেশে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়েও ব্যবসায়ীদের লোভ কমেনি।

এর মধ্যে ব্রিটিশরা অনেকগুলো দুর্ভিক্ষ-বন্যা তৈরি করে যায়। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ একেবারেই মজুতদারদের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ। কারণ সে বছর সবচেয়ে বেশি ফসল ফলেছিল। প্রকৃতিতে ছিল সবুজের সমারোহ। সত্যজিৎ রায়ের 'অশনিসংকেত' দেখলেই তা বোঝা যাবে। এই ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য কিন্তু দেশভাগের পরও কমল না।

আমাদের পূর্ব বাংলা বন্যাপীড়িত দেশ। যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলে তখনই চালের দাম বেড়ে যায়। চালের দাম কমাতে পারলেই যেন শাসকের একটা বড় সাফল্য। যখন চালের দাম মাত্র ৪০ টাকা হলো, তখনই আইয়ুব খানের 'মার্শাল ল' এল। তিনি ব্যবসায়ীদের কিছুটা ভয় দেখিয়ে কিছুটা রাজনীতি করলেন। দাম কমে গেল। মানুষ খুশি হলো। আইয়ুবকে মানুষ জিন্দাবাদ করতে শুরু করল। তাই এ সময় থেকেই দ্রব্যমূল্যের রাজনীতিটা শুরু হলো। কিন্তু শেষ অবধি এটা আর রক্ষা করা গেল না। অবশ্য উনসত্তর সাল থেকে একাত্তর পর্যন্ত আবার দ্রব্যমূল্য মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকল। এখন কি বিশ্বাস করা যায় যে সত্তর-একাত্তর সালে এক কেজি গরুর মাংসের দাম ছিল এক টাকা, যা এখন ৮০০ টাকা! হ্যাঁ, জানি ডলারের মূল্য বেড়েছে, মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে কিন্তু অনেক দেশেই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য এত বাড়েনি। অথচ এ দেশে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়েও ব্যবসায়ীদের লোভ কমেনি। প্রতিটি খাদ্যদ্রব্যে তারা ভেজাল দিচ্ছে। ভোজ্যতেল, শিশুখাদ্য, এমনকি ওষুধেও তারা ভেজাল মেশাচ্ছে। এমন অমানবিক মুনাফালোভী কি পৃথিবীর অন্য দেশে আছে? খুঁজে পাওয়া যাবে না।

থাইল্যান্ডের কোনো একটি ভ্রমণকেন্দ্রে ছিলাম। সেটি সমুদ্রের ওপরে, শহর থেকে অনেক দূরে, পুলিশি প্রহরা নেই। একদিন সকালে দেখছি নাশতার বিলম্ব হচ্ছে। ভীষণ খিদে পেয়েছে। বিরক্ত হয়ে পায়চারি করতে করতে পৌঁছালাম সমুদ্রের ওপরে কটেজটির খাবার ঘরে। দেখলাম কয়েকজন কর্মী দ্রুত পাউরুটিগুলোকে ছিঁড়ে পানিতে ফেলে দিচ্ছে। আমি তখনো উত্তেজিত—আমাদের নাশতা কোথায়? কিছুটা থাই, কিছুটা ইংরেজিতে তারা জানাল, 'সকালে আমরা দেখলাম আপনাদের জন্য রাখা পাউরুটিগুলো গত রাত ১২টায় এক্সপায়ার হয়ে গেছে। তাই এগুলো আপনাদের দেওয়া যাবে না। নতুন পাউরুটি আসছে। কিছুক্ষণ আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে। আমরা দুঃখিত।' থাই ছেলেমেয়েদের চেহারা এমনিতেই খুব মায়াবী। তাদের কথায় গলে গেলাম। যা-ই হোক, রুটি এল, নাশতা খেলাম এবং তাদের ব্যবসার ধরনের শিক্ষাটাও পেলাম।

বাংলাদেশ এখন একটা সর্বব্যাপী দোকান হয়ে গেছে। এই দোকানটার মালিকদের মধ্যে সেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতোই মুনাফার লোভ। তা ছাড়া সেই কোম্পানির মতোই দখল করার একটা মনোবৃত্তি গড়ে উঠেছে তাদের। তাই সংসদের বৃহদাংশ তাদের দখলে। লুটপাটের জন্য তাদের আর বাধা নেই। তাদের বড় বড় সংগঠন আছে, যারা রাষ্ট্রের বড় বড় সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত হয়। যে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জন্য বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল, তারা আজ নিপীড়নের শেষ পর্যায়ে চলে গেছে।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা ব্যবসায়ীদের মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু আজকের শাসকেরা কি বুঝতে পারছেন?

শবে কদর কখন এবং চেনার উপায়

ধর্ম

আমজাদ ইউনুস

বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ ও মাহাত্ম্যপূর্ণ রাত শবে কদর। একে লাইলাতুল কদর বা কদরের রজনীও বলা হয়। এ রাতে মহান আল্লাহ বান্দার রিজিক বণ্টন করেন। আল্লাহর আদেশে ফেরেশতারা রহমত, কল্যাণ ও বরকত নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। এ রাতেই প্রথম পবিত্র মক্কার হেরা পর্বতের গুহায় মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (সা.)-এর কাছে পবিত্র কোরআন নাজিল করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি একে নাজিল করেছি কদরের রাতে। তুমি কি জানো, কদরের রাত কী? কদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।' (সুরা কদর: ১-৩)

পবিত্র কোরআনের কারণেই আল্লাহ তাআলা এ রাতের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন। এ রাতের ইবাদত অন্য হাজার মাসের ইবাদতের চেয়ে উত্তম ঘোষণা করেছেন। এ রাতে মহান আল্লাহ নিজ বান্দাদের হাজার মাসের ইবাদত-বন্দেগির সমান সওয়াব দান করেন। পবিত্র কোরআনের অন্য স্থানে এ রাতকে বরকতময় রাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইমানের সঙ্গে সওয়াবের নিয়তে কদরের রাতে ইবাদত করবে; তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।' (বুখারি: ১৯০১)

মহিমান্বিত এ রাতকে আল্লাহ তাআলা রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে সুপ্ত রেখেছেন। তিনি এটাকে সুনির্দিষ্ট করেননি। রাসুল (সা.) রমজানের শেষ দশকে এ রাতের অনুসন্ধান করতে বলেছেন। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, 'তোমরা রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে শবে কদর অনুসন্ধান করো।' (বুখারি: ২০১৭)

শবে কদর নির্দিষ্টকরণে ৪০ টির অধিক মতামত রয়েছে। কিছু বর্ণনার ভিত্তিতে এ রাত রমজানের শেষ সাত দিনে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। রাসুল (সা.) এক হাদিসে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শবে কদর অন্বেষণ করতে চায়, সে যেন রমজানের শেষ সাত রাতের মধ্য তা অন্বেষণ করে।' (বুখারি: ২০১৫; মুসলিম: ১১৬৫)

শবে কদর সম্পর্কে বেশির ভাগ আলেম বলেছেন, ২৭ তম রাতই শবে কদর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে মতামত দিয়েছেন। উবাই ইবনে কাব (রা.) বলেন, 'আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যতদূর জানি রাসুল (সা.) আমাদের যে রাতকে শবে কদর হিসেবে কিয়ামুল্লাইল করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা হলো রমজানের ২৭ তম রাত।' (মুসলিম: ৭৬২)

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কদরের রাত অর্জন করতে ইচ্ছুক, সে যেন তা রমজানের ২৭ তম রাতে অনুসন্ধান করে।' (আহমাদ: ২ / ১৫৭)

আবার কোনো কোনো বর্ণনা মতে ২৩ রমজানের রাতে শবে কদর হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ ইবনে উনায়স (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমাকে কদরের রাত দেখানো হয়েছিল। এরপর তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাকে ওই রাতের ভোর সম্পর্কে স্বপ্নে আরও দেখানো হয়েছে, আমি পানি ও কাদার মধ্যে সিজদা করছি। বর্ণনাকারী বলেন, অতএব ২৩ তম রাতে বৃষ্টি হলো এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের সঙ্গে (ফজরের) নামাজ আদায় করে যখন ফিরলেন, তখন আমরা তার কপাল ও নাকের ডগায় কাদা ও পানির চিহ্ন দেখতে পেলাম। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে উনায়স (রা.) বলতেন, তা ছিল ২৩ তম রাত।' (মুসলিম: ২৬৬৫)

সুতরাং শবে কদর কবে, তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা না গেলেও রাতটির কিছু আলামত হাদিসে বর্ণিত আছে। তা হলো—রাতটি গভীর অন্ধকারে ছেয়ে যাবে না, নাতিশীতোষ্ণ হবে অর্থাৎ গরম বা শীতের তীব্রতা থাকবে না, মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হতে থাকবে, সে রাতে ইবাদত করে মানুষ অপেক্ষাকৃত অধিক তৃপ্তিবোধ করবে, কোনো ইমানদার ব্যক্তিকে আল্লাহ স্বপ্নে হয়তো তা জানিয়েও দিতে পারেন, ওই রাতে বৃষ্টি বর্ষণ হতে পারে, সকালে হালকা আলোকরশ্মিসহ সূর্যোদয় হবে। (সহিহ্ ইবনে খুযাইমা: ২১৯২; বুখারি: ২০২১; মুসলিম: ৭৬২)

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট্য

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

NYS
Department of
Health CDPAP

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

আনন্দধ্বনি- TBN 24
নিউইয়র্ক
প্রভাতী বর্ষবরণ ১৪৩১
Adity Mohsin
LIVE IN NEW YORK
Live Telecast: TBN 24 Television
SUNDAY
APRIL 14, 2024 | 8:15 AM
THE MARY LOUIS ACADEMY
176-21 Wexford Terrace
Jamaica, Queens, NY 11432
FREE Admission
Breakfast (7AM - 8:30 AM)
Boishaki Aahar (12 PM)
Powered by:
GB GROUP
TOWN-MD
ROCK RIOT
ALTERNATIVE FASHION DESIGN STUDIO
Respectable Patrons:
Syed Zaki & Rahat Hossain
HILLS PEDIATRIC CARE
Santa Paul, MD
Grand Sponsor:
Shah GROUP
Akash Medical Care
PG Home Care Inc.
হোম কেয়ার
আনন্দধ্বনি
Aanondodhwoni Inc.
• 347 772 6385 • 917 443 0810
• 347 962 2879 • 929 278 0554
সহযোগিতায়:
Jamaica Bangladesh Friends Society Inc.

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

দ্বাদশ সংসদে আ.লীগের ব্যয় ২ কোটি ৭৬ লাখ টাকা

ঢাকা অফিস

গত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয়ভাবে ২ কোটি ৭৬ লাখ ৭৮ হাজার ১২০ টাকা খরচ করেছে। সোমবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব মো. জাহাংগীর আলমের কাছে দলের ব্যয় জমা দেওয়া দলটির কোষাধ্যক্ষ এইচ এন আশিকুর রহমান সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান।

জানা যায়, একাদশ সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১ কোটি ৫ লাখ টাকা খরচ করেছিল।

আশিকুর রহমান বলেন, 'আমরা সাড়ে চার কোটি টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারতাম। কিন্তু আমরা সীমিত ব্যয় করেছি। এই বছরে নির্বাচনী খরচ হয়েছে সারা বাংলাদেশজুড়ে দলীয় ২ কোটি ৭৬ লাখ ৭৮ হাজার ১২০ টাকা।'

আশিকুর রহমান বলেন, 'যখন কোনো জেলায় কোনো জনসভা হয়, তখন ওই জেলায় যারা যান, নেতৃবৃন্দ আছেন, ক্যান্ডিডেট আছেন। তাঁরাও কিছু দেন বলেই খরচটা কম হয়। অন্য দলের যেখানে ১০ টাকা লাগে। আমাদের সেখানে ২ টাকা লাগে। কারণ, দলের যে আনুগত্য আছে, বিভিন্ন মহল থেকে খরচ করা হয় বলে এই খরচ কম হয়। ব্যয়ের হিসাব ৯০ দিনের মধ্যে দিতে হয়। আওয়ামী লীগ সব সময় বিধি মোতাবেক চলে। বিধি মোতাবেক খরচ করি এবং আইন মোতাবেক সময়মতো তা জমা দিই।'

কোন কোন খাতে ব্যয় হয়েছে— জানতে চাইলে আশিকুর রহমান বলেন, জনসভা, প্রচারণা, পোস্টার, নির্বাচনী ইশতেহার প্রভৃতি।

আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজী জাফর উল্যাহর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলে প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবদুস সোবহান গোলাপ, উপদপ্তর সম্পাদক সায়েম খান, অর্থ পরিকল্পনা উপকমিটির সদস্য জাফরুল্ল শাহরিয়ার জুয়েল, সংস্কৃতি উপকমিটির সদস্য নুরুল আলম পাঠান উপস্থিত ছিলেন।

৭ জানুয়ারি দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৬৬ জন প্রার্থী দেয়। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী, দলটি সর্বোচ্চ সাড়ে ৪ কোটি টাকা ব্যয় করার সুযোগ ছিল। ভোট শেষে ৯০ দিনের মধ্যে দলীয় ব্যয় বিবরণী জমা দেওয়ার বিধান রয়েছে।

৭ জানুয়ারি ভোটের পর আগামী ৭ এপ্রিলের মধ্যে দলীয় নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ব্যয়ের হিসাব জমা দিতে ২১ মার্চ নির্বাচনে অংশ নেওয়া ২৮ দলকে চিঠি দিয়েছিল কমিশন।

থানচিতে পুলিশের সঙ্গে কেএনএফের ১ ঘণ্টা গোলাগুলি

ঢাকা ডেস্ক

বান্দরবানের থানচি বাজার এলাকায় পুলিশের সঙ্গে কেএনএফ সদস্যদের প্রায় এক ঘণ্টা গোলাগুলি হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে বাজার ও আশেপাশের এলাকায় গোলাগুলি শুরু হয় এবং রাত প্রায় সাড়ে ৯টার দিকে গোলাগুলি থামে। পুলিশের চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি নূরে আলম মিনা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত আছে। তবে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে আছে।

ডিআইজি নূরে আলম মিনা বলেন, 'রাত সাড়ে ৮টার দিকে থানচি পাহাড়ের পূর্ব ও দক্ষিণ পাশের পাহাড় থেকে থানা লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে কেএনএফ সন্ত্রাসীরা।'

'পরে পুলিশ থানা থেকে গুলি করে। বাজারে আমাদের টহল টিম ছিল। তারাও গুলি করেছে,' বলেন তিনি। তিনি আরও বলেন, 'পরে আমরা বিজিবি ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করি। তারাও পুলিশের সঙ্গে গোলাগুলিতে যোগ দেয়। এখন পরিস্থিতি শান্ত আছে। তবে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আমরা সতর্ক অবস্থায় আছি।'

এর আগে, গতকাল বুধবার দুপুরে থানচি বাজারে গুলি চালিয়ে সোনালী ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংকে ডাকাতি করে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা। সকাল ১১টা থেকে সাড়ে ১১টার দিকে থানচি বাজার ঘিরে ফেলে ডাকাতরা। তারা ব্যাংক ও এর আশপাশের এলাকায় অস্ত্রের মুখে সবার কাছ থেকে মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। এরপর তারা ব্যাংক দুটির ভেতরে ঢুকে পড়ে।

মানুষ ভালো নেই, দুর্যোগ বাড়বে: আইনুন নিশাত

শরীফ জামিল, ঢাকা

"মানুষ ভালো নেই, দুর্যোগ বাড়বে, প্রস্তুতি বাড়াতে হবে। কম্যুনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ছাড়া উপায় নেই।" ৩০ মার্চ শনিবার পরিবেশ সংগঠন ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) এর জাতীয় সংলাপে এই কথা বলেন পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত।

৩০ মার্চ, শনিবার সকাল ১০:৩০ মিনিটে পরিবেশ সংগঠন ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) এর আয়োজনে জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে "উপকূলের জীবন-জীবিকাঃ সংকট ও করণীয়"-শীর্ষক এই জাতীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) এর উপদেষ্টা কমিটির অন্যতম সদস্য এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চ ঢাকা-এর আর্চবিশপ বিজয় নিসফরাস ডি'ক্রুজ, ওএমআই এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জাতীয় সংলাপে সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপকূলীয় অঞ্চল খুলনার সাবেক সংসদ সদস্য (সংরক্ষিত নারী আসন) এডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালান করেন ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) এর সদস্য সচিব জনাব শরীফ জামিল।

সংলাপে সম্মানিত বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত, ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) এর সহ-আহ্বায়ক শারমীন মুরশিদ, এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের বেসরকারি উপদেষ্টা, ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) এর সহ-আহ্বায়ক এমএস সিদ্দিকী। সংলাপে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন উপকূল রক্ষায় আমরা এর সমন্বয়ক জনাব নিখিল চন্দ্র ভদ্র।

সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একুয়াকালচার বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যান জনাব মীর মোহাম্মদ আলী এবং বেসরকারি সংস্থা ব্লু প্ল্যানেট ইনিশিয়েটিভের গবেষণা এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ ইকবাল ফারুক।

এসময় আরো বক্তব্য রাখেন সুন্দরবন রক্ষায় আমরা এর সমন্বয়ক নূর আলম শেখ, চুনতি রক্ষায় আমরা এর সমন্বয়ক সানজিদা রহমান এবং উপকূল অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতিনিধিবৃন্দ। জাতীয় সংলাপে উপকূল অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বরগুনার তালতলীর কৃষক রফিকুল ইসলাম, বরগুনার পরিবেশ কর্মী শফিকুল ইসলাম খোকন, কক্সবাজারের পরিবেশ কর্মী ফরিদুল আলম শাহিন এবং তৌহিদ বেলাল, পটুয়াখালীর কলাপাড়ার মোহাম্মদ আল ইমরান, বাগেরহাটের ক্ষতিগ্রস্ত নারী কমলা সরকার, বনজীবী ইসরাফিল বয়াতি, বরগুনার তালতলী উপজেলার টেংবাগিরির আরিফুর রহমান, স্কুল শিক্ষার্থী প্রজ্ঞা নূর প্রমূখ।

সভাপতির আলোচনায় আর্চবিশপ বিজয় নিসফরাস ডি'ক্রুজ, ওএমআই বলেন, উপকূলের মানুষের কান্না আমরা শুনতে পাই। তাদের কান্না যেন আমাদের হৃদয়েও বাজে। সৃষ্টিকর্তার এই পৃথিবীর সকল মানুষ ভাই ভাই। আমরা সংঘাতে না জড়িয়ে আমাদের নিজেদের রক্ষা করতে পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে। জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলায় একসাথে কাজ করতে হবে আমাদের সকলকে।

এসময় শরীফ জামিল বলেন, দেশের অন্যতম পরিবেশ সংগঠন ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) খুব অল্প সময় আগে এর কার্যক্রম শুরু করলেও সারাদেশের বিভিন্ন এলাকার জলবায়ু, পরিবেশ ইত্যাদির সমস্যাসমূহ নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের অন্যান্য পরিবেশ সংবেদনশীল এলাকাগুলোর মধ্যে উপকূল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর যে কয়েকটি দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হুমকির মুখে রয়েছে বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম আর এই জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির ফলে বাংলাদেশের উপকূলের মানুষ এবং বাস্তুসংস্থান আজ সংকটে নিপতিত। জলবায়ু পরিবর্তন ও নানাবিধ অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফলে উপকূলীয় মানুষের ভালোভাবে টিকে থাকা এখন অন্যতম চ্যালেঞ্জ হয়ে পড়েছে।

জাতীয় সংলাপে এডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার বলেন, যারা নদী ধ্বংস করছেন, যারা খাল দখল করছেন তারা এই সমাজেরই, আমাদেরই পরিবারের, সমাজের। এরা সবসময় ক্ষমতার আশেপাশেই থাকেন, এরা ব্যবসায়ী। নদী এবং পরিবেশ রক্ষায় সুধীজন এবং সমাজের সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার বলেন, নদীর দখল করে প্রস্তুত করা স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। নদী দখল করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র করা যাবে না। নদী বাঁচাতে হবে। পরিবেশ বাঁচাতে আমাদের একসাথে কাজ করতে হবে।

ড. আইনুন নিশাত বলেন, প্রকৃতি বদলাচ্ছে। আমাদেরকে অবশ্যই প্রকৃতিকে বুঝতে হবে। ষড়ঋতুর দেশে বাংলাদে আজ চার ঋতুতে পরিণত হয়েছে। আষাঢ়েও এখন আর বৃষ্টির দেখা পাওয়া যায় না। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল সমুদ্রগর্ভে বিলীন হবে আর লবণাক্ততা বেড়ে ঢুকে যাবে আরো ভেতরে। রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং এর বিকল্প নেই। মানুষকে সচেতন হতে হবে। কম্যুনিটি বেজড অ্যাডাপটেশন নিয়ে কাজ করতে হবে, বাড়াতে হবে কম্যুনিটির অংশগ্রহণ।

মৌসুমীর 'অর্ধাঙ্গিনী' ছবির প্রি-স্ক্রিনিং শো অনুষ্ঠিত

জলি আহমেদ

বাংলাদেশ চলচ্চিত্রের প্রিয়দর্শিনী খ্যাত অভিনেত্রী মৌসুমী অভিনীত "অর্ধাঙ্গিনী" নামের একটি ছবির প্রি-স্ক্রিনিং শো হয়ে গেলো নিউইয়র্ক কুইন্সের সেন্ট্রাল পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চিএ নায়িকা মৌসুমি নিজে।

সম্প্রতি নির্মিত এই ছবিটি সম্পুর্ণরূপে আমেরিকায় চিত্রিত। আমেরিকায় বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশীদের দৈনন্দিন এবং পারিবারিক জীবনের ছোট ছোট ঘটনা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই ছবিতে। প্রি-স্ক্রিনিং শোতে ছবির পরিচালক, প্রযোজক, শিল্পী-কলাকুশলী ছাড়াও বাংলাদেশী কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের গুণী মানুষেরা উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এই ছবির প্রধান পৃষ্ঠপোষাক জ্যামাইকা সোস্যাল এডাল্ড ডেকেয়ার এর পরিচালক তানজির। তিনি বলেন, " অর্ধাঙ্গিনী"ছবির গল্পে প্রবাস জীবনের করুন বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে ,যার মাধ্যমে আমারা একটা দারুণ মেসেজ পাই, এমন কাজের সঙ্গে থাকতে পেরে জ্যামাইকা সোস্যাল এডাল্ড ডেকেয়ার আনন্দিত।

ছবির পরিচালক সাইয়েদ আর ইমন জানান, প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান BDFILMS USA এর ব্যানারে ছবিটি নির্মিত হয়েছে। এখানে তিনি বাংলাদেশী কমিউনিটির মানুষদের জন্য কিছু মেসেজ দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

৩ হাজার ৬০০ বাংলাদেশির সেকেন্ড হোম মালয়েশিয়ায়

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোম বানিয়েছেন অন্তত ৩ হাজার ৬০০ জনের বেশি বাংলাদেশি। মালয়েশিয়ার পর্যটন, শিল্প ও সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী দাতুক সেরি তিওং কিং সিং গত ১১ মার্চ দেওয়া এক ভাষণে এ তথ্য জানিয়েছেন। মালয়েশিয়ার সংবাদমাধ্যম মালয় মেইলের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

মন্ত্রী জানিয়েছেন, চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোম (মালয়েশিয়া মাই সেকেন্ড হোম) পাসধারী বিদেশি নাগরিকের সংখ্যা ছিল ৫৬ হাজার ৬৬ জন। তাঁদের মধ্যে মূল আবেদনকারীর পাশাপাশি তাঁদের ওপর নির্ভরশীল পাসধারীও আছেন এই তালিকায়।

ব্যারিস্টার সুমনকে ফ্রাংকলিন টাউনশীপের সম্মাননা

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্র সফররত ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন এমপিকে নিউজার্সির ফ্রাঙ্কলিন টাউনশীপের পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। ৩ এপ্রিল কাউন্সিলওম্যান শিফা উদ্দিন আনুষ্ঠানিকভাবে এ সম্মাননা স্বারক হস্তান্তর করেন।

অনাড়ম্বর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে শিফা উদ্দিন তাঁর মন্তব্যে বলেছেন, সাহসী কণ্ঠস্বর দিয়ে ব্যারিস্টার সুমন সারা বিশ্বের মানুষের কাছে কণ্ঠহীনদের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছেন। মানুষের পাশে নিঃস্বার্থভাবে দাঁড়ানোর এ মহান কাজের জন্য তাঁকে এ সম্মাননা জানানো হচ্ছে। সম্মাননা গ্রহণ করে ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন বলেছেন, তিনি এ সম্মাননা গ্রহণ করছেন কৃতজ্ঞচিত্তে। একই সাথে স্মরণ করে দেশের বাইরে অবস্থান করেও শিফা উদ্দিনের মতো আমেরিকান বাংলাদেশি প্রজন্ম নিজের দেশকে ভুলে যাননি। শিফা উদ্দিনের অনুদানে একটি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে বলে তিনি স্মরণ করেন।

কাউন্সিলওম্যান শিফা উদ্দিনের কাছ থেকে সম্মাননা স্মারক নিচ্ছেন সায়েদুল হক সুমন

সম্মাননা হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, কমিউনিটি সংগঠক মোহাম্মদ এন মজুমদার, আব্দুল হাই, আবু সলমান চৌধুরী প্রমুখ।

যুক্তরাষ্ট্রে কবি মুক্তাদির চৌধুরী তরুণ মারা গেছেন

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা কবি ও সংগঠক মুক্তাদির চৌধুরী তরুণ ২৬ মার্চ মঙ্গলবার লসএঞ্জেলেসের সিডার সাইনাই হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি একমাত্র পুত্র এবং অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানি ডিপার্টমেন্টের মেধাবি ছাত্র তরুণ যুক্তরাষ্ট্রে আসার আগে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইন্সটিটিউটের সিনিয়র সায়েন্টিস্ট ছিলেন। তিনি যুক্তরাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রপ সায়েন্সে উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণ করেছিলেন।

তরুণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বীর মুক্তিযোদ্ধা ও একুশে পদকপ্রাপ্ত খ্যাতনামা রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী কাদেরি কিবরিয়া জানান,

২৮ মার্চ লসএঞ্জেলেসে মসজিদে জানাজা শেষে সেখানকার মুসলিম গোরস্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয়।

বিক্রমপুরের সন্তান মুক্তাদির চৌধুরী তরুণ ৩২ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে বসতি গড়েন।

তিনি লসএঞ্জেলেসস্থ বাংলাদেশ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা ছিলেন।

নিউইয়র্কে আমেরিকা বাংলাদেশ সাংবাদিক ফোরামের ইফতার ও দোয়া মাহফিল

শরীফ সন্দ্বীপি

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিক সংগঠন (এবিএসএফ) এর উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে অংশগ্রহণ করেছে কমিউনিটির প্রায় সব রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মী । ১ এপ্রিল সোমবার বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে ব্রুকলিনের লিটল বাংলাদেশে মো: ইয়াসের আরাফাতের ৫০৪ নম্বর বাড়ির ওযা সেফটি এন্ড কনষ্ট্রাকশন স্কুলে এই দোয়া ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আমেরিকা বাংলাদেশ সাংবাদিক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক আউয়াল চৌধুরী ও কোষাধ্যক্ষ আলমগীর কবিরের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শরীফ উদ্দীন সন্দ্বীপি । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টার জামে মসজিদের সভাপতি মোহাম্মদ আবুল হাশেম , এছাড়া অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সন্দ্বীপ সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ ফিরোজ আহম্মেদ , ব্রুকলিন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নজরুল , যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মঈনুল আলম বাপ্পি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ পারভেজ , ব্যবসায়ী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম সহ আরো অনেকে। সভাপতির বক্তব্যে আমেরিকা বাংলাদেশ সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি, শরীফ উদ্দীন সন্দ্বীপি বলেন, (এবিএসএফ) যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিটির ন্যায় ও সমস্যা সম্ভাবনা সহ প্রবাসীদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে সবসময় কলম হাতে লড়ে গেছে। অনেকেই এই সংগঠনকে বিতর্কিত করতে, দমিয়ে দিতে বারবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এই সংগঠন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেক-হোল্ডার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রমজানের শিক্ষা: প্রবাসীদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা' বিষয়ক আলোচনায় বাংলাদেশ মোসলিম সেন্টাারের সভাপতি মোহাম্মদ আবুল হাশেম বলেন, সাংবাদিকতা করার সময় আমরা যেন মিথ্যার আশ্রয় না নিই, এটাই আমাদের দায়বদ্ধতা।

ইয়েলো সোসাইটির ইফতার ও দোয়া মাহফিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রবাসের অন্যতম পেশাজীবি সংগঠন ইয়েলো সোসাইটির ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৬ মার্চ মঙ্গলবার গুলশান টেরেসে। সোসাইটির সভাপতি মাসুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মো: মাসুদ রানার পরিচালনায় মাহফিলে দোয়া পরিচালনা করেন উডসাইড জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা হেলালুর রহমান। দোয়ার পূর্বে তিনি পবিত্র কুরআন হাদীসের আলোকে রমজানের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা করেন। মাহফিলে সোসাইটির সাবেক সভাপতি শাহ আলম, ইসলাম, আলী আক্কাস, আব্দুল আউয়াল ভূইয়া, মো: জহিরুল ইসলাম, আব্দুস সালাম, আখলাকুর রহমান আপন, গোলাম মহিউদ্দিন, সালমান জাহিদ জুয়েল, শেখ ইলিয়াস হাবিব সহ কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে সভাপতি মাসুদ চৌধুরী আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের শেষ করেন।

শোক প্রকাশ: সোসাইটির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ রেজা খান ডালুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সংগঠনের সভাপতি মাসুদ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মাসুন রানা। শোক বার্তাতে তারা মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। উল্লেখ্য যে, রেজা খান ডালু গত ২৯ মার্চ শুক্রবার মারা গিয়েছেন।

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

---

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance

TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য টপিক প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোনো ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, কোমরের ব্যাথা, পায়ের ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইটিকা টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে আস্থার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন: +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

উইন রোজারিওর মৃত্যুর প্রতিবাদে প্রবাসীদের বিক্ষোভ সমাবেশ

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্ক পুলিশের গুলিতে বাংলাদেশি যুবক উইন রোজারিওর মৃত্যুর প্রতিবাদে ২৯ মার্চ শুক্রবার বিকেলে জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সমাবেশে উইন রোজারিওকে হত্যার সুষ্ঠু বিচার ও দোষী পুলিশ কর্মকর্তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান প্রবাসীরা।

যুক্তরাষ্ট্রস্থ প্রবাসী বেঙ্গলি খ্রিষ্টান অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে উক্ত প্রতিবাদ র‍্যালিতে জড়ো হয়েছিলেন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্বকারীরা। ছিলেন পেশাজীবী এবং ডেমক্র্যাটিক পার্টির নেতৃবৃন্দ ও স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরাও। এ হত্যাকাণ্ডে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তারা।

বেঙ্গলি খ্রিষ্টান অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম সদস্য রোজান রোজারিও এ সমাবেশে বক্তব্য দেন। উইন রোজারিওকে পুলিশ কীভাবে হত্যা করেছেন তার বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরেন তিনি। উইন রোজারিও হত্যাকাণ্ডের জন্য পুলিশসহ নিউইয়র্ক সিটি মেয়রকেও দোষারোপ করেন তিনি।

গত ২৭ মার্চ নিউইয়র্কে বাংলাদেশি অধ্যুষিত কুইন্সের ওজোন পার্ক এলাকায় নিজ বাড়ির ভেতর মা আর ছোট ভাইয়ের সামনেই মানসিক ভারসাম্যহীন বাংলাদেশি যুবক উইন রোজারিওকে গুলি করে হত্যা করে পুলিশ। তার বয়স ছিল মাত্র ১৯ বছর। এ নিয়ে প্রবাসীদের মাঝে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

খালেদা জিয়ার মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে সরকার: গয়েশ্বর

ঢাকা অফিস

গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে সরকার তিলে তিলে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়।

সন্ত্রাসী হামলায় আহত নাটোর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক দেওয়ান শাহীনকে দেখতে আজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে যান গয়েশ্বর। পরে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন।

গয়েশ্বর বলেছেন, সরকার তাঁর (খালেদা জিয়া) মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে। যেদিন তাঁর মৃত্যু হবে, সেদিন আর কোথাও না হলেও গণভবনে মিষ্টি বিতরণ করা হবে।

এ সময় বুয়েটের উত্তপ্ত পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বিএনপির এই নেতা বলেন, বুয়েটকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেখানে ছাত্ররাজনীতি চলবে কি না। বিএনপি ছাত্ররাজনীতি চায় কিন্তু একদলীয় ছাত্র সংগঠন নয়।

বুয়েটে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের নির্যাতনে এক সাধারণ ছাত্র মারা গেছেন। তাই জোর করে সেখানে ছাত্ররাজনীতির অনুমতি দেওয়া ঠিক হবে না।

গয়েশ্বর বলেন, সারা দেশে বিএনপির নেতা-কর্মীদের দমন-পীড়ন চলছে, স্বাভাবিক রাজনীতি করা যাচ্ছে না। দমন-পীড়ন করেই সরকার ক্ষমতা ধরে রাখতে চায়।

মসজিদ নামিরাহ্’য় ইফতার অনুষ্ঠানে শেখর কৃষ্ণান

উত্তর আমেরিকা অফিস

মুনা সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটস পরিচালিত মসজিদ নামিরাহ্’য় ২৭ মার্চ বুধবার বিশেষ আলোচনা ও ইফতার অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছিলেন জয় বাংলাদেশ এ দ্য বে ওয়েভ সাময়িকীর সম্পাদক প্রকাশক, বীর মুক্তিযোদ্ধা স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। তার আমন্ত্রণে মসজিদে মসুল্লিদের সঙ্গে ইফতারে অংশগ্রহণ করেন নিউইয়র্ক সিটির ডিস্ট্রিক্ট ২৫ এর কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান। অনুষ্ঠানে আবু জাফর মাহমুদ সম্পাদিত বাংলা সাময়িকী জয় বাংলাদেশ ও ইংরেজি সাময়িকী দ্য বে ওয়েভ এর সদ্য প্রকাশিত দ্বিতীয় সংখ্যা সুধীবৃন্দের সামনে প্রদর্শন করা করা হয়।

ইফতারের আগে স্যার আবু জাফর মাহমুদ মানুষের জীবন, রাজনীতি, বিশ্বরাজনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান বিষয়ে উপস্থিত মুসলল্লিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। তিনি মসজিদ নামিরাহ্’র উন্নয়ন প্রকল্পে তার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সর্বাত্মকভাবে সম্পৃক্ত থাকার কথা জানান।

একইভাবে বাংলাদেশি কমিউনিটি তথা ২৫ ডিস্ট্রিক্ট এর আওতাধীন বাঙালি মুসলিম সমাজের প্রতি বরাবরের আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরেন কাউন্সিলম্যান শেখর। তিনি সবসময় বাংলাদেশি মুসলিমদের পাশে থাকার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

মুনা সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটস এর সভাপতি মমিনুল ইসলাম মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা রফিকুল্লাহসহ মুনা’র দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দসহ পৃথক কক্ষে সর্বস্তরের নারী পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

আ.লীগ মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়েছে: মির্জা ফখরুল

ঢাকা অফিস

মির্জা ফখরুল

ক্ষমতাসীন দল সংবিধান কাটছাঁট করে মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বুধবার ইফতারের আগে ঠাকুরগাঁও জেলা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের আইনজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় ও ইফতার মাহফিলে বক্তব্যে এ কথা বলেন।

ঠাকুরগাঁও জেলা শহরের পৌর কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত এ মতবিনিময় ও ইফতার মাহফিলে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রধান অতিথি ছিলেন।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘আওয়ামী লীগ সংবিধান কাটছাঁট করে মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। বস্ত্রের অধিকার, বেঁচে থাকবার অধিকার এবং একটা মুক্ত পরিবেশের অধিকারকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।’

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আজকে শাসকগোষ্ঠী এই আওয়ামী লীগ, তারা অতীতেও যখন ক্ষমতায় ছিল তখন এককভাবে সমস্ত দলগুলোকে নিষিদ্ধ করে দিয়ে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। আজকে আবার একই কায়দায় নতুনভাবে বাংলাদেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা করার চেষ্টা করে চলেছে। আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে সবাই সংগ্রাম করছি, লড়াই করছি। আমরা এই দেশে ১৯৭১ সালের যে স্বাধীনতার চেতনা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক একটা সমাজব্যবস্থা, সেটা প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সংগ্রাম করছি-লড়াই করছি।’

ফখরুল আরও বলেন, ‘আমাদের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া, তিনি আজকে অত্যন্ত অসুস্থ। অসুস্থ অবস্থায় তিনি বন্দি জীবনযাপন করছেন। আমাদের ৩০ হাজারের বেশি মানুষকে অর্থাৎ নেতাকর্মীকে বন্দি করা হয়েছে। বিভিন্ন মামলায় প্রায় দেড় হাজারের বেশি নেতাকর্মী সাজাপ্রাপ্ত হয়েছে।’

এ সময় ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল হালিম, সাধারণ সম্পাদক মির্জা ফয়সল আমীনসহ জেলা আইনজীবী ফোরামের নেতারাসহ বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিল।

ফোর্বসের তালিকায় সামিটের আজিজ খান

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিশ্বের এই বৈরী অবস্থাতেই শতকোটি টাকার ধনীর সংখ্যা আরও বেড়েছে। ২০২৪ সালে বিশ্বে শতকোটিপতিদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৭৮১–তে। প্রখ্যাত বিজনেস ম্যাগাজিন ফোর্বস মঙ্গলবার এ তালিকা প্রকাশ করে। সেই তালিকায় স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ খান।

ফোর্বসের ওই তালিকায় স্থান পাওয়ার বিষয়ে ম্যাগাজিনটিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে জন্ম হওয়া সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ খান বেড়ে উঠেছেন সিঙ্গাপুরে। মোহাম্মদ আজিজ খানের সামিট গ্রুপের পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবসা, বন্দর কেন্দ্রিক ব্যবসা, ক্যাবল ব্যবসা (ফাইবার ক্যাবল) এবং আবাসন ব্যবসা রয়েছে। ফোর্বসের ২০২৪ সালের শতকোটিপতির তালিকায় ২৫৪৫তম স্থানে রয়েছেন ৬৯ বছর বয়সী মোহাম্মদ আজিজ খান। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ১১০ কোটি মার্কিন ডলার।

ফোর্বস ম্যাগাজিন বলছে, ২০১৯ সালে আজিজ খান সামিট পাওয়ারের ২২ শতাংশ শেয়ার জাপানের একটি কোম্পানির কাছে ৩৩ কোটি মার্কিন ডলারে বিক্রি করেন। এর মাধ্যমে তাঁর কোম্পানির মূলধন দাঁড়ায় ১৫০ কোটি মার্কিন ডলারে। বর্তমানে তাঁর মেয়ে আয়েশা সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনালের পরিচালনায় রয়েছেন।

বর্তমানে সিঙ্গাপুরে বসবাস করা মোহাম্মদ আজিজ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন।

উল্লাপাড়া সোসাইটির ইফতার ও দোয়া মাহফিল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সংগঠন উল্লাপাড়া সোসাইটি অফ ইউএসএ ইনক এর উদ্যোগে ২৫ মার্চ সোমবার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলো পবিত্র মাহে রমজানের ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ইফতার মাহফিলে সংগঠনের সদস্যরা সপরিবারে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলওয়াত করেন মোঃ শফিকুল ইসলাম শফি। হাদিস ও কোরআন থেকে নেয়া রমজান মাসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন ইমাম কাজী কাইয়ুম। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে নিউইয়র্কের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশী কমিউনিটির গণ্যমান্য শিক্ষক, সাংবাদিক, ডাক্তার, আলেম-ওলামাসহ সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপিকা হোসনেয়ারা বেগম, প্রধান উপদেষ্টা মোঃ রাকিবুজ্জামান খান (তনু), উপদেষ্টা আবু সেলিম রেজা, জুলফিকুর রহমান, অধ্যাপক সেলিম রেজা, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি ডাঃ আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক মোজাক্কির হোসেন। রূপসি চাদপুর ফাউন্ডেশন এর সভাপতি মু. ফকরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম মনির, সাবেক সভাপতি মামুন মিয়াজি, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির এ, বি সিদ্দিক পাটোয়ারী, উল্লাপাড়া সোসাইটির জাফর ইমাম, একেএম ফজলুর রহমান, সাহাদৎ হোসেন, আলহাজ আব্দুল হালিম ও মো: শফিকুল ইসলাম (রাজ্জাক)। ইফতার পূর্ব আলোচনায় বক্তারা ইসলামে রোজার গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। সিয়াম সাধনার মাধ্যমে সংসম ও আত্মশুদ্ধি ও তা বাস্তব জীবনে প্রতিফলন ঘটনার মাধ্যমে হয় ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গল সাধনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার আহবান জানান। ইফতারের পূর্ব মুহূর্তের মোনাজাতে উল্লাপাড়ার কৃতি সন্তান সদ্যপ্রয়াত উপদেষ্টা ও আন্তর্জাতিক পানি বিশেষজ্ঞ ডক্টর আবু সুফিয়ান খন্দকারের আত্মার শান্তি কামনায় ও সকল ধর্ম, বর্ণ ও বিশ্ব মানবতার কল্যান ও শান্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত করেন। এ ছাড়াও মোনজাতে পরলোক গত পূর্বপুরুষ আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবদের দেশবাসী এবং প্রবাসের স্বজনদের ইহলৌকিক পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করে দোয়া করা হয়। এরপর দেশীয় ঐতিহ্যবাহী ইফতার সামগ্রীর সাথে এদেশীয় ফল-মূল ও খাবারের সমন্বয়ে ইফতার পরিবেশন করা হয়। মাগরিব নামাজের পরে সংগঠনের সভাপতি ইঞ্জিঃ মোঃ শামসুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সিনিয়র সাভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ মোঃ শফিউল আলম এর উপস্থাপনায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশের উল্লাপাড়ার সন্তান মাহমুদুল ইসলামের কনকের কিডনি প্রতিস্থাপন বাবদ অনুদান সংগৃহীত হয়।

ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজনের দায়িত্বে ছিলেন মো: শফিকুল ইসলাম শফি আহ্বায়ক, মোঃ এলাহী তালুকদার সদসসচিব, মো: রফিকুল ইসলাম প্রধান সমন্বয়ক।

নিউইয়র্কে চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই’র স্বাধীনতা দিবস উদযাপন ও ইফতার মাহফিল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এর আয়েজনে নিউইর্য়কের জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে ২৬ মার্চ মঙ্গলবার ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপন এবং ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

চবি এলামনাইয়ের সভাপতি প্রফেসর সোলায়মানের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক বদিউল আলমের পরিচালনায় ইফতার পূর্ব আলোচনায় এলামনাইয়ের সাবেক সভাপতিবৃন্দ, সিনিয়র এলামনাই ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে অংশগ্রহন করেন সাবেক সভাপতি শামসুল ইসলাম মজনু, ড.আবুল কাসেম, প্রফেসর কাজী ইসমাইল, এমলাক হোসেন ফয়সাল, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তোফায়েল আহমেদ, এটর্নী আজিজ , এম এম মাওলা সুজন, মাকসুদুল হক চৌধুরী, মোঃ খালিদ এবং জিয়াউন নুজুম শীতক প্রমুখ। আলেচনায় বক্তারা বলেন স্বাধীনতার ৫৩ বছরেও বাংলাদেশের মানুষ আজও পরাধীন। দেশের মানুষের অর্থনৈতিক সামাজিক নিরাপত্তা আজও হুমকির মূখে। বাংলাদেশের এমন শোচনীয় অবস্হার জন্য দেশের

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার জন্য দেশের রাজনৈতিক দলগুলোকেই দায়ী করেন বক্তারা। সাধারন মানুষের দেশপ্রেম নিয়ে কোনো প্রশ্ন না থাকলেও রাজনিতীবিদদের ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন আজ মানুষের মুখমুখে।

রাজনৈতিক দলগুলোকেই দায়ী করেন বক্তারা। সাধারন মানুষের দেশপ্রেম নিঁয়ে কোনো প্রশ্ন না থাকলেও রাজনিতীবিদদের ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন আজ মানুষের মুখমুখে। দেশের এমন পরিস্থিতিতে সর্বস্তরের মানুষকে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ।

সভাপতি প্রফেসর সোলায়মান উপস্হিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামি ৭ জুলাই এলামনাইএর বার্ষিক বনভোজন ২০২৪ এ অংশগ্রহন করার আমন্ত্রন জানিয়ে অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাধীনতা দিবস পালন ও খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি

২৭ মার্চ বুধবার জ্যাকসন হাইটসে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষ্যে দোয়া ও ইফতার মাহফিল আয়োজন করেছে ২৭ মার্চ বুধবার জ্যাকসন হাইটসের একটি হলে। মাহফিলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান (বীরোত্তম) এর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং দলের চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতায় বিশেষ দোয়া করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতায় জিয়ার অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে এবং স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃত করে ক্ষমতার জোরে নিজেদের মতো করে ইতিহাস তৈরী করছে। দেশপ্রেমিক জনগন এই ইতিহাস মানবে না এবং একদিন প্রকৃত ইতিহাস সবার সামনে উঠে আসবে। বক্তারা বলেন, আওয়ামী লীগ নয়, বিএনপি-ই দেশপ্রেমিক দল। বক্তারা দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থেকে দলকে আরো শক্তিশালী করে শেখ হাসিনা সরকারের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার আনেন্দালন জোরদার করার আহ্বান জানান।

এই ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ, গেষ্ট অব অনার ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির অপর সদস্য মিজানুর রহমান ভূইয়া (মিল্টন) এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক ছাত্রনেতা মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, কেন্দ্রীয় জাসাসের আহ্বায়ক চিত্রনায়ক হেলাল খান ও বিএনপি নেত্রী রিটা রহমান। প্রথম পর্বে ইফতার মাহফিলে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাবেক নেতা মওলানা ইব্রাহীম। যৌথভাবে এই পর্ব পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন ও মোশাররফ হোসেন সবুজ।

ইফতার ও মাগরিবের নামাজ শেষে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মোশাররফ হোসেন সবুজ। উপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, খন্দকার ফরহাদ, মোহাম্মদ সুরুজ্জামান ও মোহাম্মদ সেলিমকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সাবেক ছাত্রনেতা ডা. আব্দুস সবুর, এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি, আনোয়ার হোসেন, কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, ফিরোজ আহমেদ, আব্দুস সবুর, সৈয়দ আকিকুর রহমান ফরুক, ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার শেখ শাহজাহান, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এম এ বাতেন, যুবদল নেতা শাহ আলম, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী, যুক্তরাষ্ট্র জিয়া পরিষদের সদস্য সচিব জাকির হাওলাদার, সাবেক ছাত্রনেতা জীবন শফিক, ছাত্রদল নেতা মাজহারুল ইসলাম মিরর, মোহাম্মদ জসিম মৃধা, কাজি মনির হোসেন, রাশেদ রহমান, সোহেল আহমেদ, মোহাম্মদ মাসুদ, মোহাম্মদনাজমুল হোসাইন মুন্সী, আজিজুল বারী তিতাস, হুমায়ুন কবীর, মিল্টন হোসেন, মোহাম্মদ শেখ সিদ্দিক, মাষ্টার মুসতাক আহম্মদ, জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জব জবহেল্প জব
JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১.পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২.সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ.এস.এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম.টি.এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই.টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম:
১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্পতিবার)---------- (স:১০টা --বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট ----------------------রবিবার ----------(বি: ২টা --বি: ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট ----------------------মঙ্গলবার ----------(দু :১২টা --বি: ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার ---------------- ------শনিবার------------(বি:৩ টা --বি: ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)--------------(স: ১০টা --বি: ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(নায়াগ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):
১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্টান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd Fl), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন বুলবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন বুলভার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫
ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

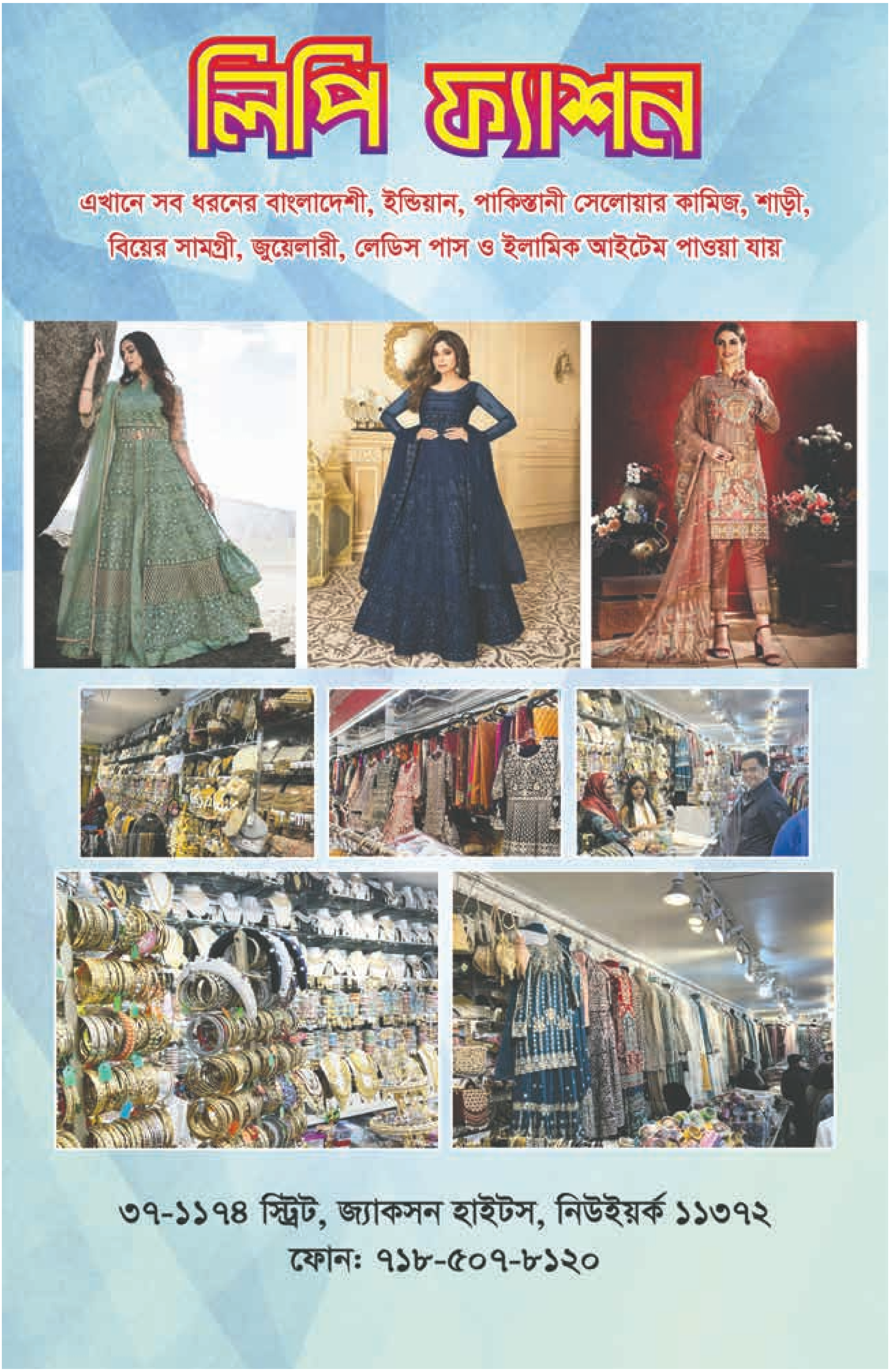
লিপি ফ্যাশন
এখানে সব ধরনের বাংলাদেশী, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানী সেলোয়ার কামিজ, শাড়ী, বিয়ের সামগ্রী, জুয়েলারী, লেডিস পাস ও ইলামিক আইটেম পাওয়া যায়
৩৭-১১৭৪ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৭১৮-৫০৭-৮১২০

প্রধান বিচারপতির সঙ্গে ফোবানা নেতৃবৃন্দের মতবিনিময়

জুয়েল সাদত

বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান এবং এটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দীনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় এক সফরে যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন। এই প্রতিনিধি দলে আরো যারা যোগ দিয়েছেন, তারা হলেন- বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর হাই কোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ এবং বাংলাদেশের আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মাননীয় সচিব মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার। এছাড়াও ব্যক্তিগত সফরে আগত এবং ওয়াশিংটনে অবস্থানরত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর হাই কোর্ট বিভাগের বিচারপতি ফাহমিদা কাদেরও এই আয়োজনে যোগ দিয়ে অনুষ্ঠানটিকে আরো অর্থবহ করে তোলেন। বিগত কয়েকদিনে এই প্রতিনিধি দল ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের হিয়ারিং এবং বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান আমেরিকার প্রধান বিচারপতি জন রবার্টসের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ও দুই দেশের বিচার ব্যাবস্থা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলাপ আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে বাংলাদেশের কোন প্রধান বিচারপতির এটিই প্রথম আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎ।

বাংলাদেশ থেকে আগত এই বিশেষ প্রতিনিধি দলের সম্মানে ২৮ মার্চ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভির্জিনিয়ার ফেয়ারফ্যাক্সে ফোবানার কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলমগীরের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। এই আয়োজনে বিশেষ অতিথিবৃন্দ ছাড়াও যোগ দিয়েছিলেন ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ (কমার্স মিনিস্টার এবং ফার্স্ট সেক্রেটারী), স্বনামধন্য মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং ফোবানা হোস্ট কমিটির প্রধান উপদেষ্টা রোকেয়া হায়দার, ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির চ্যান্সেলর এবং চেয়ারম্যান আবুবকর হানিপ, টেকনাফ টেকনোলজির প্রেসিডেন্ট ফয়সল কাদের, ৩৮তম ফোবানা সম্মেলনের হোস্ট কমিটির মেম্বার সেক্রেটারী আবু রুমী, ফোবানা হোস্ট কমিটির চীফ কোঅর্ডিনেটর এন্থনি পিউস গোমেজ, ফোবানা হোস্ট কমিটির কালচারাল চেয়ারম্যান তাসকিন বিন্তে সিদ্দিকী, ফোবানা এক্সেকিউটিভ কমিটির সদস্য টিএম আলম, ফোবানা হোস্ট কমিটির কো-কনভেনর শামছুদ্দিন মাহমুদ, ধ্রুপদের কর্ণধার হিরণ চৌধিরী, বাই এর প্রেসিডেন্ট শফিকুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলামনি ফোরামের প্রেসিডেন্ট কাইয়ুম খান, সুরবিতানের কর্ণধার বুলবুল ইসলাম, ফোবানা হোস্ট কমিটির উপদেষ্টা মাহমুদুন নবী বাকী, মোহাম্মদ সফিকুল আজম আজাদ, এডভোকেট অমর ইসলাম, এডভোকেট কাজী স্বপন, এটর্নি রাশেদা হক নীপু , এটর্নি ক্রিস্টফার জেনেরাস, বাংলাদেশস্থ মার্কিন দূতাবাসের লিগ্যাল এডভাইজার নূরান চৌধুরী, ফোবানা হোস্ট কমিটির আইটি কন্সালট্যান্ট শাহাদত হোসেন সহ ওয়াশিংটন মেট্রো এলাকার আরো বেশ কিছু গন্যমান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।

প্রথমেই বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন অনুষ্ঠানের সঞ্চালক এন্থনি পিউস গোমেজ। এর পর ফুল দিয়ে সম্মানিত অতিথিদের অভ্যর্থনা ও স্বাগত জানানো হয়ে। অতঃপর অনুষ্ঠানের আয়োজক ফোবানা কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান এটর্নি মোহাম্মদ আলমগীর আগত অতিথীদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং তার বক্তব্যে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বাংলাদেশের জাতীয় প্রেক্ষাপটে বলিষ্ঠ ভূমিকা ও অবদানের কথা উল্লেখ করে তাদের অভিনন্দন জানান এবং ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন আয়োজনে যোগ দেবার জন্য। এছাড়া ওয়াশিংটনে লেবার ডে উইকেন্ডে অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন ৩৮তম ফোবানা সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেবার জন্য মাননীয় প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানকে আমন্ত্রণপত্র প্রদান করেন, এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেবার জন্য মাননীয় এটর্নি জেনারেল আমিন উদ্দিনকে ফোবানা সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণপত্র প্রদান করেন।

এর পর বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় এটর্নী জেনারেল এ এম আমিন উদ্দীন সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রথমেই সকল প্রবাসীদের বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে তুলে ধরার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান। তিনি বাংলাদেশের উন্নয়নধারার উপর আলোকপাত করে উল্লেখ করেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন আর আগের বাংলাদেশ নেই, এগিয়ে গিয়েছে অনেক দূর।

এর পর বক্তব্য রাখেন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান। তিনি প্রবাসীদের অবস্থান, কাজ ও ভূমিকার প্রশংসা করে উল্লেখ করেন যে, সকল প্রবাসীই বাংলাদেশের সম্পদ। জীবিকার তাগিদে প্রবাসী হলেও শেকড়কে ভূলে না গিয়ে প্রবাসের মাটিতে বাংলাদেশকে এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে আরো ব্যাপকভাবে তুলে ধরার অনুরোধ জানান তিনি। তিনি বলেন, প্রবাসী হলেও দেশকে কিভাবে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সেবিষয়ে প্রবাসীদের ভাবতে হবে এবং যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ অনেক দূর এগিয়েছে, তাই প্রবাহমান উন্নয়নধারায় প্রবাসীদের ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। এছাড়া প্রবাসীদের ভূমিকা দুই দিকেই গুরুত্বপূর্ণ- একদিকে যেমন দেশের সন্তান হিসেবে দেশের প্রতি রয়েছে দায়িত্ব এবং কর্তব্য, তেমনি এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা বা নাগরিক হিসেবে এদেশের প্রতিও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, কারণ এই দেশ প্রবাসীদের দিয়েছে একটি উন্নত জীবন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, তরুণ প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে হবে, তরুণ প্রজন্মকে আমাদের ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার গৌরবান্বিত ইতিহাস সম্পর্কে জানাতে হবে, যেন শেকড়ের সাথে তাদের এক দৃঢ় বন্ধন গড়ে উঠে। সবশেষে তিনি উপস্থিত সবাইকে এবং আয়োজক ফোবানা কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান এটর্নি মোহাম্মদ আলমগীরকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সবার মঙ্গল কামনা করে তার মূল্যবান বক্তব্যের সমাপ্তি টানেন।

নিউইয়র্কে কিংসমেন প্রিন্টিং অ্যান্ড অ্যাকসেসরিজের যাত্রা শুরু

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে কিংসমেন প্রিন্টিং অ্যান্ড অ্যাকসেসরিজের যাত্রা শুরু, ৩৫% ছাড়ে মিলছে সেবা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে কিংসমেন প্রিন্টিং অ্যান্ড অ্যাকসেসরিজ এলএলসি নামে বহুমুখী সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের গ্র্যান্ড ওপেনিং উপলক্ষে সব ধরনের সার্ভিসে ৩৫ শতাংশ ছাড় ঘোষণা করা হয়েছে। এই ছাড় পুরো এপ্রিল মাসজুড়ে চলবে। গত সপ্তাহে ব্রুকলিনের ৪৯০ ম্যাকডোনাল্ড অ্যাভিনিউতে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। যেখানে স্বল্প খরচে ডিজাইন, প্রিন্টিং, ওয়েবসাইট ডিজাইনসহ সকল প্রকার সেবা অফলাইনের পাশাপাশি অনলাইনেও প্রদান করা হয়।

সাধারণ পর্যায়ের সেবাসমূহ- ম্যাগাজিন ও রেস্টুরেন্ট মেনু ডিজাইন, ভিজিটিং কার্ড ও ফ্লায়ারস্ ডিজাইন এবং প্রিন্টিং, বড় সাইজের ব্যানার-পোস্টার ডিজাইন ও প্রিন্টিং, টি-শার্ট, মগ ও হ্যাট প্রিন্টিং, সাইডওয়াক সাইন ও কনস্ট্রাকশন জোনের সাইনবোর্ড, ওয়েবসাইট ও লোগো ডিজাইন। একাউন্টিং সেবাসমূহ হলো-কনস্ট্রাকশন কোম্পানিদের জন্য বুককিপিং, নানান রকমের এলিগ্যান্ট প্রপোজাল লেটার প্রস্তুত ও অনলাইনে পাঠিয়ে দেওয়া, করপোরেশন ও এল.এল.সির জন্য সঠিক ইন্সুরেন্স খুজে দেওয়া ও রক্ষণাবেক্ষণ, ইন্সুরেন্স পলিসি রিভাইস ও নবায়ন করা, কমার্শিয়াল ও রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টির লিজ ও সাবলিজ প্রস্তুত করা, মোটরসাইকেল, স্কুটার এবং গাড়ির জন্য ইন্সুরেন্স করা ইস্ট ব্রুকলিনে প্রথমবারের মতো ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ও ফটোশুট: যেকোনো প্রকার স্পেশাল ইভেন্টকে (বিয়ে, গায়ে হলুদ, বেবি সাওয়ার, আকিকা, জন্মদিন) আরও স্পেশাল করে তুলতে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ফটো ও ভিডিওশুটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ভিডিওগ্রাফার দ্বারা ফটো ও ভিডিওশ্যুট, সিনেমাটোগ্রাফি এবং পছন্দের ছবির অ্যালবামড বুক, সবকিছু এক প্যাকেজের মাধ্যমে করা হয়। বিস্তারিত এই ওয়েবসাইটে জানা যাবে www.kingsmenprinting.com। অনলাইনে সেবা পেতে এই নম্বরে কল (347)-616-6411 অথবার ইমেইল Kingsmenprinting@gmail.com করলেই মুহূর্তেই সেবা পাওয়া যাবে। স্টোরের নম্বর - 347-240-5225

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএ ব্রঙ্কস শাখার ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে ২৭ মার্চ বুধবার আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএ ব্রঙ্কস শাখার উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। নর্থ ব্রঙ্কস ইসলামী সেন্টারে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে এনওয়াইপিডির ৫২ পুলিশ প্রিসেনক্টের পুলিশ অফিসার, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএ ব্রঙ্কস শাখার সদস্য সহ বিপুল সংখ্যক মুসল্লী যোগ দেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএ'র ব্রঙ্কস শাখার সভাপতি মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইনের সভাপতিত্বে এবং ব্রঙ্কস শাখার সাধারণ সম্পাদক শাহ জাকারিয়ার পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএ'র সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ জুবায়ের আহমদ, ক্যাশিয়ার আরিফ চৌধুরী, সহ সভাপতি মাওলানা শাহান শাহ এহিয়া, সৈয়দ গসুল ইসলাম, মো. মাহাবুব হোসেন, আব্দুল হক হেলাল, আলহাজ্ব আব্দুল মোছাব্বির, এনওয়াইপিডির পুলিশ অফিসার মাহবুব জুয়েল, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএ'র ব্রঙ্কস শাখার সহ সভাপতি নাজমুল আলম খান, সৈয়দ ইসহাক আলী, বদরুল হক, তানিম চৌধুরী প্রমুখ।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন নর্থ ব্রঙ্কস ইসলামিক সেন্টার অ্যান্ড জামে মসজিদের ইমাম হাফিজ মোসাদ্দিক আহমেদ ও হাফিজ কামরান শাহ। ইফতারের পূর্বে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা সৈয়দ জুবায়ের আহমদ।

বক্তারা পবিত্র কোরআন-হাদীসের আলোকে রমজান মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, এ মাস সিয়াম সাধনা ও তাকওয়ার মাস, কল্যাণ ও বরকতের মাস, রহমত, মাগফিরাত এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি লাভের মাস। রোজার সওয়াবের পুরস্কার স্বয়ং আল্লাহ পাক প্রদান করবেন। এ মাসে যারা সঠিকভাবে সিয়াম পালন বা রোজা রাখবেন তাদের মর্যাদাও হবে অনেক।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএ'র ব্রঙ্কস শাখার সভাপতি মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন এবং সাধারণ সম্পাদক শাহ জাকারিয়া ইফতারে অংশ গ্রহণ করার জন্য সকল অতিথি ও মুসল্লীবৃন্দকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ট্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

রিয়েলটর ইনভেস্টর নুরুল আজিমের ইফতার পার্টি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে পরিচিত মুখ নুরুল আজিম। চট্রগ্রামের সন্তান নুরুল আজিম ব্যক্তিগত জীবনে একজন রিয়েল স্টেট ইনভেস্টর।

২৯ মার্চ শুক্রবার নুরুল আজিম কমিউনিটির বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের সন্মানে ইফতারের আয়োজন করেছিলেন উডসাইডের গুলশান ট্যারেসে।

ইফতার পার্টিতে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন ইমাম আবু জাফর বেগ ও মাওলানা শহিদুল্লাহ।

ইফতার পার্টিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শাহ নেওয়াজ, গিয়াস আহমেদ, বেবি নাজনীন, ফাহাদ সোলায়মান, কাজি আজম, ফিরোজ আহমেদ,আকাশ রহমান. এম এন মজুমদার, শেফ খলিলুর রহমান, নুরে আলম জিকু, আহসান হাবিব, মাকসুদ চৌধুরী,আতাউর রহমান সেলিম,তারেক হাসান খান,রকি আলিয়ান, জেএফএম রাসেল, সেলিম ইব্রাহিম, হাসান জিলানী, আব্দুল বাতেন, মোহাম্মদ কাশেম, সাইফুল ইসলাম, মোহাম্মদ আকন্দ, সুনীল শুভ রায় প্রমুখ।

৩.৫% অতিরিক্ত ইনসেনটিভ দিচ্ছে সোনালী এক্সচেঞ্জ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে সাড়ে তিন শতাংশ অতিরিক্ত ইনসেনটিভ বোনাস দিচ্ছে সোনালী এক্সচেঞ্জ। সোনালী ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) দেবশ্রী মিত্র জানান, সোনালী ব্যাংক এখন বাংলাদেশে সুবিধাভোগীদের তিন দশমিক ৫০ শতাংশ অতিরিক্ত ইনসেনটিভ বোনাস দিচ্ছে। তিনি বলেন, 'প্রতি মার্কিন ডলারে মোট বোনাস ছয় টাকা। এটি এখন সেরা অফার যে, প্রেরক প্রতি মার্কিন ডলারে ১১৬.০৭ টাকা পাচ্ছেন। দেবশ্রী মিত্র আরো জানান, সোনালী এক্সচেঞ্জ গ্রাহকদের কাছ থেকে কোন ফি নেয় না। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশিদের বিনা খরচে, তাৎক্ষণিক ও নিরাপদভাবে রেমিট্যান্স পাঠাতে সোনালী এক্সচেঞ্জ একটি মোবাইল অ্যাপও চালু করেছে, গ্রাহকরা এটি ঘরে বসে ব্যবহার করতে পারবেন।

কমিউনিটির সেবায় এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি

উত্তর আমেরিকা অফিস

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অব ইউএসএ এর উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ৩১ মার্চ রোববার এস্টোরিয়ার আল আমিন জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমেদ এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো. জাবেদ উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে বক্তারা কমিউনিটির স্বার্থ সংরক্ষণ ও আর্ত মানবতার কল্যাণে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অব ইউএসএ এর অব্যাহত তৎপরতার প্রসংশা করেন। তারা বলেন, কমিউনিটির সেবায় এ সংগঠন যুগান্তকারী কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে, যা সবার জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক। সংগঠনের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক মানুষ সপরিবারে এতে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মো. নাজমুল হুদা। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বাংলাদেশী মুসলিম বিচারক কুইন্স কাউন্টি সিভিল কোর্টের বিচারক সুমা সাঈদ, নিউইয়র্ক মেয়রের উপদেষ্ঠা কাউন্সিলের সদস্য ফাহাদ সোলায়মান, আল আমিন জামে মসজিদের সভাপতি মো. শাহাবুদ্দীন, সংগঠনের উপদেষ্ঠা এমাদ আহমদ, চৌধুরী সালেহ, আব্দুর রহমান, সৈয়দ মামুন। অনুষ্ঠানে আরো অংশগ্রহন করেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিসবাহ মজিদ, সহ-সভাপতি বশির খাঁন, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সভাপতি তজম্মুল হোসেন, সাবেক সভাপতি সোহান আহমেদ টুটুল প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা নেছার আহমদ ও হাফিজ মাওলানা ইশরাক আহমদ।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান সভাপতি সোহেল আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক মো. জাবেদ উদ্দিন।

Eid Mubarak
ঈদ মোবারক
Eid Special Sale
PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462
WhatsApp Number 347-658-0134
Sales Promotion Valid from Monday to Friday (April 08 - 12, 2024) | Promo Code : PSP62
SALE CUT OFF $2.89/LB FROZEN GOAT
SALE $2.79/LB CHICKEN BREAST
SALE NO CUT NO CLEAN 79¢/LB CHICKEN QUATER LEG
SALE 1000/1200 $22.99/EA HILSHA
SALE 3 KG $13.99/EA ROHU
SALE $2.99/LB GOLDEN POMPANO
SALE $2.99/LB TILAPIA FILLET
SALE 2 LB $18.99/EA GOLDA SHRIMP
SALE $8.99/EA BLUE SEA SHELL ON - EZ-PEEL 31/40-2 LB BAG RAW SHRIMP
SALE 100/120-4 LB BOX $12.99/EA HEAD ON SHRIPM
SALE 2/$7.00 4 LB DOMINO SUGAR
SALE $3.49/EA REGULAR GALON MILK
SALE 20 LB $13.99/EA CAROLINA PARBOILED RICE
SALE 20 LB $20.99/EA ROYAL BASMATI RICE
SALE 20 LB $19.99/EA KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE 10 LB $12.99/EA PUTUL KALIJEERA
SALE 50 LB $24.99/EA RICELAND RICE EXTRA LONG GRAIN RICE
SALE 5 LTR $13.99/EA ZER CORN OIL
SALE $10.99/EA OLIO VILLA BLENDED POMACE OIL
SALE 35 LB $29.99/EA SUPER CHEF VEGETABLE / CANOLA OIL
SALE 5 LTR $10.99/EA ZER SUNFLOWER OIL
SALE 25 PCS 2/$13.00 FAMILY PACK KAWAN PARATHA
SALE 500 G $2.99/EA ALAUDDIN LACCHA SEMAI
SALE 150 G 3/$1.00 NATIONAL VERMICILLI
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.
ADI'S The Halal Supermarket
ADI'S SUPERMARKET
FOOD CERTIFIED 100% HALAL
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135
Sales Promotion Valid from Monday to Friday (April 08 - 12, 2024) | Promo Code : PSP26
WE ACCEPT EBT CARDS WE ACCEPT OTC CARDS
WE ACCEPT EBT
EVERY TUESDAY $100 PURCHASE GET $10 OFF
SALE CUT OFF $2.89/LB FROZEN GOAT
SALE $2.79/LB CHICKEN BREAST
SALE NO CUT NO CLEAN 79¢/LB CHICKEN QUATER LEG
SALE 1000/1200 $22.99/EA HILSHA
SALE 3 KG $13.99/EA ROHU
SALE $2.99/LB GOLDEN POMPANO
SALE $2.99/LB TILAPIA FILLET
SALE 2 LB $18.99/EA GOLDA SHRIMP
SALE $8.99/EA BLUE SEA SHELL ON - EZ-PEEL 31/40-2 LB BAG RAW SHRIMP
SALE 100/120-4 LB BOX $12.99/EA HEAD ON SHRIPM
SALE 2/$7.00 4 LB DOMINO SUGAR
SALE $3.49/EA REGULAR GALON MILK
SALE 20 LB $13.99/EA CAROLINA PARBOILED RICE
SALE 20 LB $20.99/EA ROYAL BASMATI RICE
SALE 20 LB $19.99/EA KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE 10 LB $12.99/EA PUTUL KALIJEERA
SALE 50 LB $24.99/EA RICELAND RICE EXTRA LONG GRAIN RICE
SALE 5 LTR $13.99/EA ZER CORN OIL
SALE $10.99/EA OLIO VILLA BLENDED POMACE OIL
SALE 35 LB $29.99/EA SUPER CHEF VEGETABLE / CANOLA OIL
SALE 5 LTR $10.99/EA ZER SUNFLOWER OIL
SALE 25 PCS 2/$13.00 FAMILY PACK KAWAN PARATHA
SALE 500 G $2.99/EA ALAUDDIN LACCHA SEMAI
SALE 150 G 3/$1.00 NATIONAL VERMICILLI
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

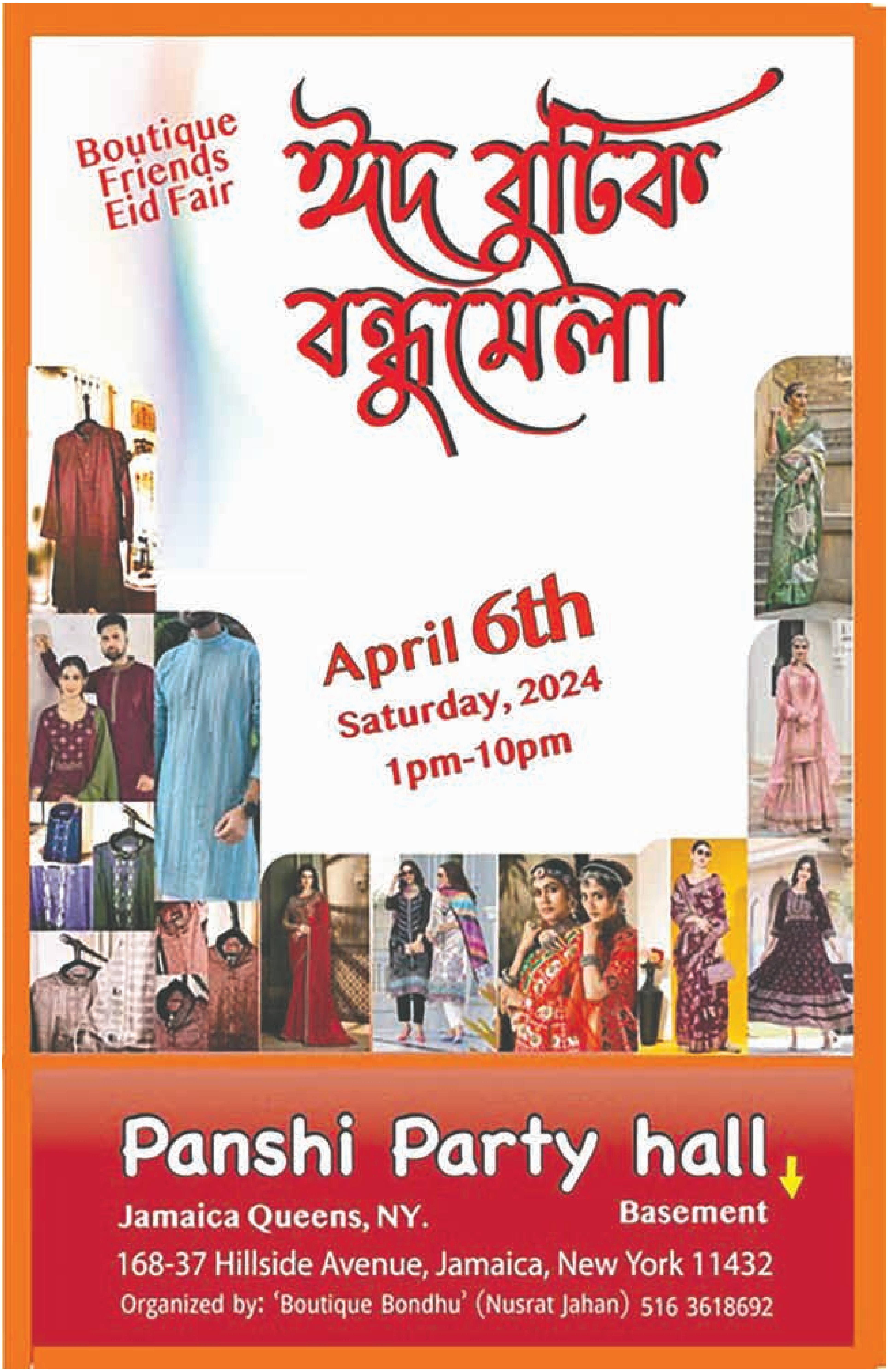
Boutique Friends Eid Fair
ঈদ বুটিক বন্ধুমেলা
April 6th
Saturday, 2024
1pm-10pm
Panshi Party hall
Jamaica Queens, NY.
Basement
168-37 Hillside Avenue, Jamaica, New York 11432
Organized by: 'Boutique Bondhu' (Nusrat Jahan) 516 3618692

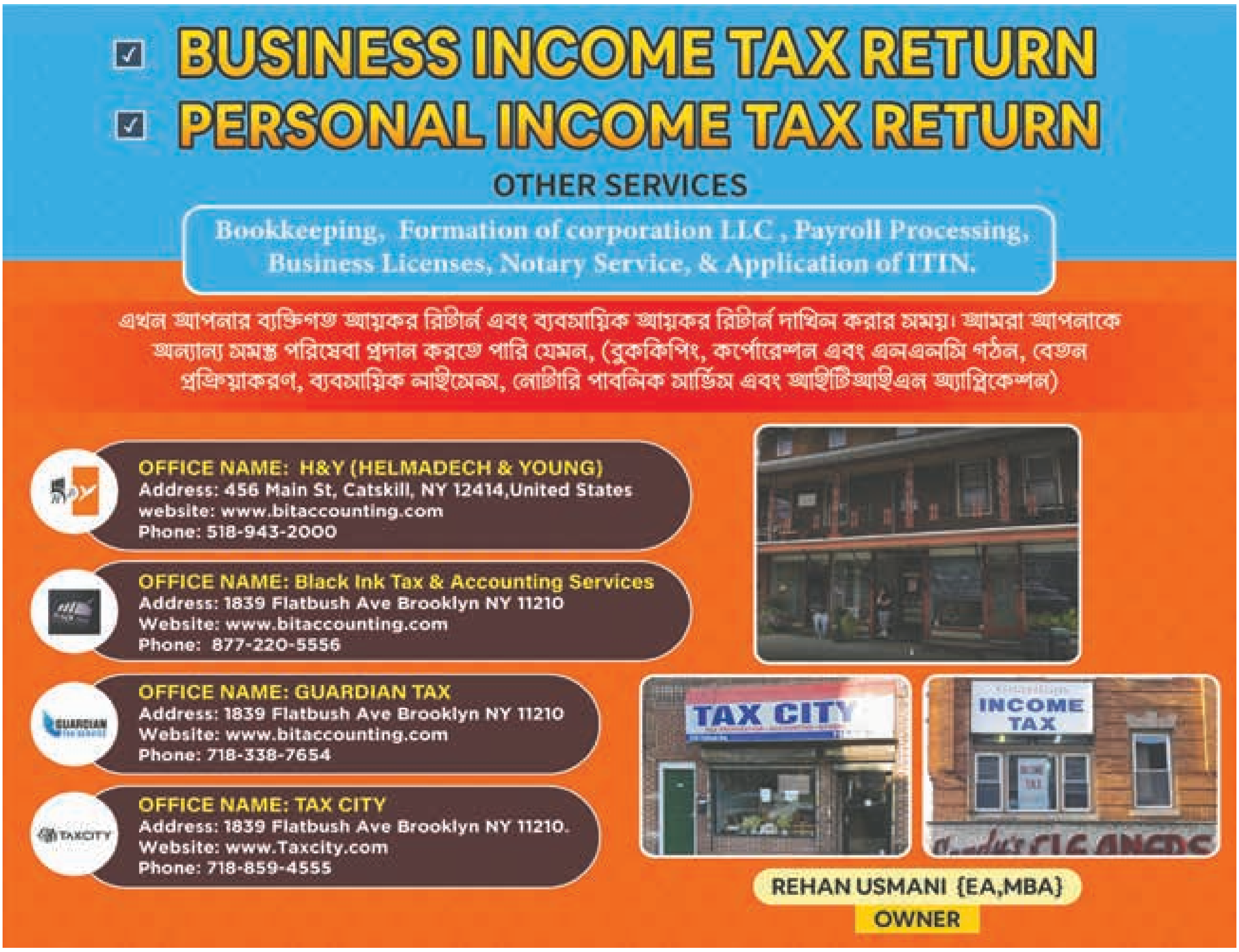
BUSINESS INCOME TAX RETURN
PERSONAL INCOME TAX RETURN
OTHER SERVICES
Bookkeeping, Formation of corporation LLC , Payroll Processing, Business Licenses, Notary Service, & Application of ITIN.
এখন আপনার ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্ন এবং ব্যবসায়িক আয়কর রিটার্ন দাখিল করার সময়। আমরা আপনাকে অন্যান্য সমস্ত পরিষেবা প্রদান করতে পারি যেমন, (বুককিপিং, কর্পোরেশন এবং এলএলসি গঠন, বেতন প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবসায়িক লাইসেন্স, নোটারি পাবলিক সার্ভিস এবং আইটিআইএন অ্যাপ্লিকেশন)
OFFICE NAME: H&Y (HELMADECH & YOUNG)
Address: 456 Main St, Catskill, NY 12414,United States
website: www.bitaccounting.com
Phone: 518-943-2000
OFFICE NAME: Black Ink Tax & Accounting Services
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210
Website: www.bitaccounting.com
Phone: 877-220-5556
OFFICE NAME: GUARDIAN TAX
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210
Website: www.bitaccounting.com
Phone: 718-338-7654
OFFICE NAME: TAX CITY
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210.
Website: www.Taxcity.com
Phone: 718-859-4555
TAX CITY
INCOME TAX
REHAN USMANI {EA,MBA}
OWNER

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS
MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
DHAKA BANK
bKash
UCB
JAMUNA BANK
aibl

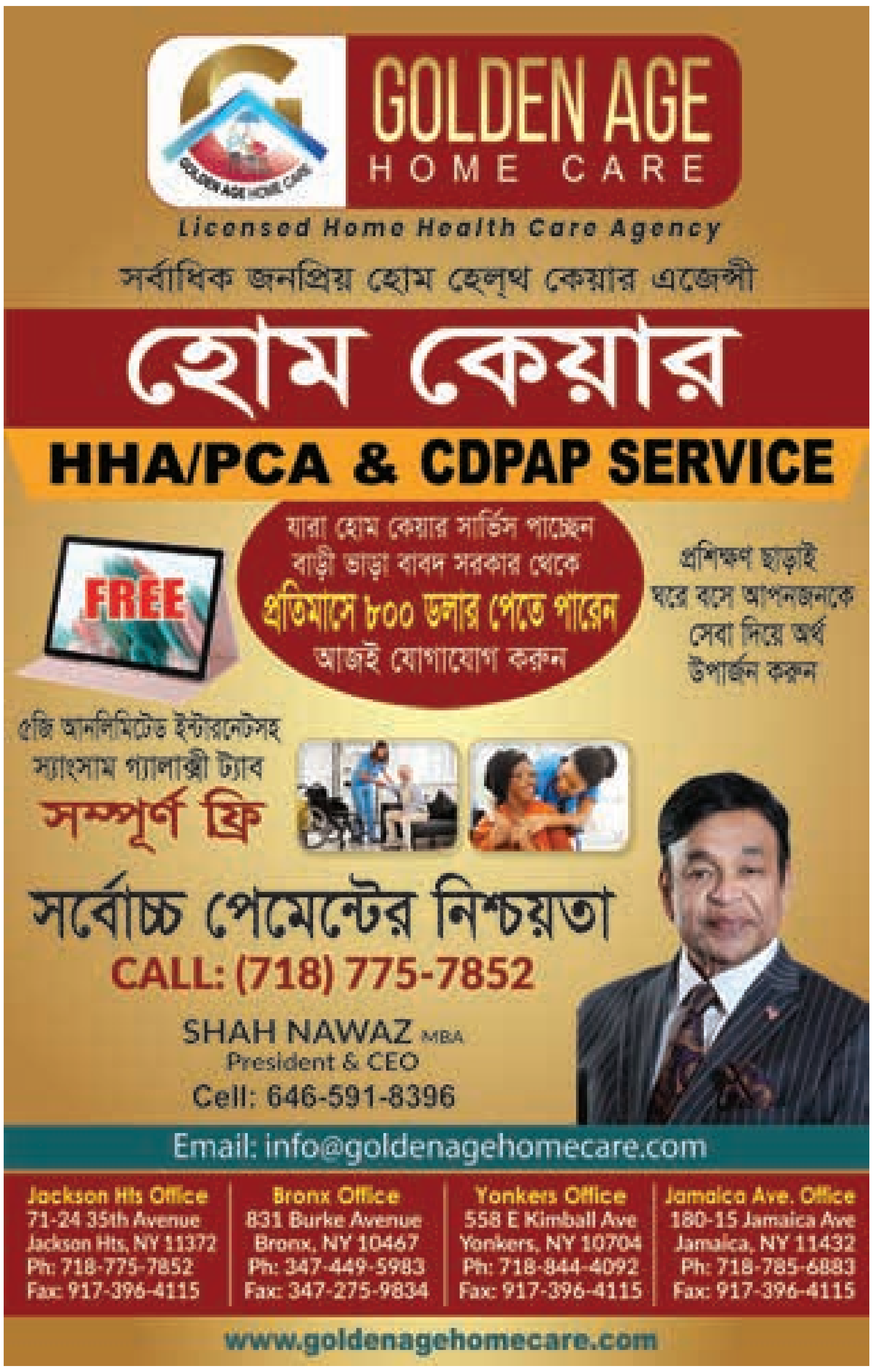
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
FREE
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center
সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
• প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
• অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
• ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
• জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
• যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

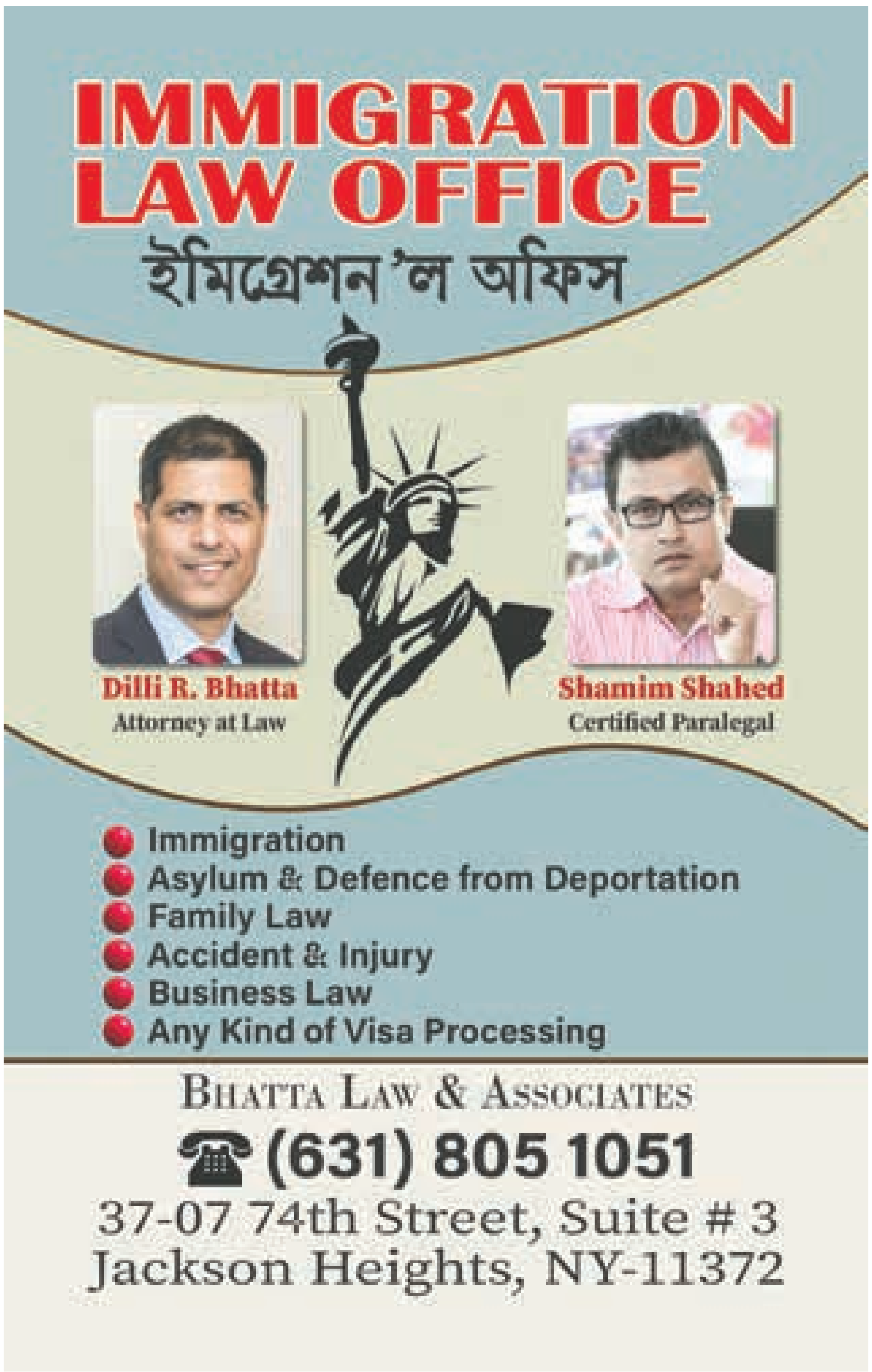
IMMIGRATION
LAW OFFICE
ইমিগ্রেশন ’ল অফিস
Dilli R. Bhatta
Attorney at Law
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Immigration
Asylum & Defence from Deportation
Family Law
Accident & Injury
Business Law
Any Kind of Visa Processing
BHATTA LAW & ASSOCIATES
(631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL
MEDICAID / MEDICARE
MOST INSURANCES
ACCEPTED INCLUDING
WORKERS COMP.
NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মি থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মি থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মি থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও
মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

সম্পাদক ও সাংবাদিকদের হাতে দ্য বে ওয়েভ ও জয় বাংলাদেশ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সম্মানে ইফতার ও দোয়া অনুষ্ঠানে ইংরেজি সাময়িকী দ্য বে ওয়েভ ও বাংলা সাময়িকী জয় বাংলাদেশ এর দ্বিতীয় সংখ্যার প্রকাশনা উদ্বোধন করা হয়েছে। মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জ্যাকসন হাইটস এর শেফস মহল রেস্তোরায় ওই ইফতার অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদক, ঢাকার বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, সিনিয়র সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে দ্য বে ওয়েভ ও জয় বাংলাদেশ সম্পাদক গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ সম্পাদক সাংবাদিকদের নজিরবিহীন আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশি কমিউনিটির সংবাদপত্রের প্রকাশক, সম্পাদক, টেলিভিশনের সত্ত্াধিকারী, সাংবাদিক আমরা সবাই একটি পরিবার। বহুদিন ধরে আমরা আমাদের অভিযাত্রা অব্যাহত রেখেছি। যারা অনেক আগেই এই যাত্রা শুরু করে অন্যান্যদের জন্য পথ তৈরি করেছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আমরা এখন একই সংগ্রামে হাতে হাত ধরে এগোচ্ছি। এটিই আমাদের সমাজ শক্তি। আমাদের কমিউনিটিকে সেবা দিচ্ছি ও আমেরিকার সেবায় অংশ নিয়েছি।

অনুষ্ঠানে অনেকের মধ্যে সাপ্তাহিক ঠিকানা সম্পাদক এম এম শাহীন, পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, টাইম টিভি'র সত্তাধিকারী আবু তাহের, লেখক সাংবাদিক আনোয়ার হোসেইন মনজু, চ্যানেল আই এর ব্যুরো প্রধান রাশেদ আহমেদ, এমসি টিভির সত্তাধিকারী কাজী শামসুল হক, দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, হককথা সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন, এনওয়াই কাগজের প্রদায়ক সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার, চ্যানেল টিটির সত্তাধিকারী শিবলী চৌধুরি কায়েস, সাংবাদিক অভিক সানোয়ার রহমান মোহাম্মদ হোসেন দিপু, কানু দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদক ও সাংবাদিকবৃন্দ স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদের সাংবাদিকতায় পেশাদারিত্ব ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রশংসা করে বলেন, তিনি বহু আগেই অসাধারণ এক কলমসৈনিকের সাক্ষর রেখেছেন। নতুন দুটি পত্রিকার মাধ্যমে তিনি মানব সেবা ও জীবন সংগ্রামের এক নতুন ধারার সূচনা করলেন।

প্রতিরোধ যুদ্ধটি ছিল পুরোপুরিভাবে সামরিক যুদ্ধ। রাজনীতিবিদরা তখন সিদ্ধান্তহীন ছিলেন, আমরা গোটা জাতিই তখন সিদ্ধন্তহীন ও কিংকর্তব্যবিমুঢ় ছিলাম। সেদিনের ক্যাপ্টেন রফিক ইপিআর-এ তার কমা-ারকে হত্যা করে এসে যুদ্ধে অংশ নিলেন।

আমরা গর্বিত আমাদের সেই বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ, আনসারের এর প্রতি। সেদিন তারা আমাদের যুদ্ধের পথ রচনা করেছেন, জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে গেছেন, প্রতিরোধ যুদ্ধ সৃষ্টি করেছেন। তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

দোয়া ও মোনাজাত করেন জহ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টারের খতিব মাওলানা আব্দুস সাদিক।

দোলযাত্রা, হোলি ও বসন্ত উৎসব পালন

মিশিগান

পার্থ সারথী দেব

মিশিগানের বিভিন্ন মন্দিরে গত ২৪ মার্চ তিথি মতো ও ৩১ মার্চ দোলযাত্রা, হোলি ও বসন্ত উৎসব পালন করা হয়। এতে পূজা, অঞ্জলি, আবির প্রদানসহ বিভিন্ন মাঙ্গলিক কর্মকাণ্ড করা হয়েছে।

দুর্গা মন্দির: ডেট্রয়েটে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতের দ্বারা পরিচালিত মিশিগানের সবচেয়ে পুরানো ও সর্বজনীন দুর্গা মন্দিরে গত ২৪মার্চ দুপুরে তিথি মতো শ্রীকৃষ্ণের পূজা, অর্চনা, অঞ্জলি, শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণের চরণে আবির প্রদান করা হয়। ভক্তদের সুবিধার্থে গত ৩১ মার্চ রোববার দুপুরে আবার পূজা, অর্চনা, অঞ্জলি, শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, চরণে আবির প্রদান করা হয়। বিকেলে কীর্তন, হরির লুট, হোলি, রংখেলা হয়। এতে সব বয়সের ভক্তরা অংশ গ্রহণ করেন।

শিব মন্দির : ওয়ারেন সিটির শিব মন্দিরে গত ৩১ মার্চ রোববার বিকেলে শ্রীকৃষ্ণের পূজা, অর্চনা, অঞ্জলি, শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, চরণে আবির প্রদান করা হয়। এরপর ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বসন্ত উৎসব, রংখেলা।

বাংলাদেশের ই-পাসপোর্টের অনলাইন আবেদন প্রসেস করা হয়
অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, বৃটেন, সেনজেন, চায়না, ইন্ডিয়া, আমিরাত (দুবাই)সহ সৌদী আরবের ভিসা আবেদনে সহায়তা করা হয়
SAUDI (UMRAH) | UAE (DUBAI) | Old Club Man (718) 724-9688 | EUROPE | BANGLADESH
16308 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
CANADA | AUSTRALIA | NEW ZEALAND | UK (LONDON) | BRAZIL | CHINA | THAILAND | INDIA

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 | EB3 | L1A | EB5 | SIJS | VAWA | POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

হৃদয়ে বাংলাদেশের ইফতার মাহফিল ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৬ মার্চ মঙ্গলবার সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন হৃদয়ে বাংলাদেশ এর আয়োজনে ইফতার মাহফিল ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ব্রঙ্কসের স্টার্লিং-বাংলাবাজার এলাকর এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুলের হল রুমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হৃদয়ে বাংলাদেশের সভাপতি সাইদুর রহমান লিংকনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান ফয়েজের উপস্থাপনায় সভায় বক্তব্য রাখেন ব্রঙ্কস কমুউনিটি বোর্ড ৯ এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এন মজুমদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী, বাংলাদেশী আমেরিকান ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্ট আব্দুস শহীদ, আওয়ামীলীগ নেতা আব্দুর রহিম বাদশা, বাংলাদেশ এথলেটিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রকিব মন্টু, ব্রঙ্কস বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এ ইসলাম মামুন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববাসীর শান্তি ও সংহতি কামনাসহ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। বক্তারা বলেন, বাঙালি জাতিকে বিশ্বসভায় উচ্চমর্যাদায় তুলে ধরতে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রবাস প্রজন্মে ছড়িয়ে দিতে হবে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে প্রবাসীদের কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।

ভারতের সঙ্গে বিএনপি'র আলোচনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পাওয়া, ফেলানীর মতো সীমান্তে নির্মম হত্যাকাণ্ড, তিস্তা চুক্তি ঝুলে থাকা অবস্থায় ফেনী নদীর পানি দিয়ে দেয়া এবং নানাভাবে বাংলাদেশকে 'নিয়ন্ত্রণ'-এর চেষ্টাসহ বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে ভারত বিরোধিতার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। এ নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে স্ট্রং ন্যারেটিভ বিদ্যমান। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাজনীতি, অর্থনীতি এবং কূটনীতিতে এটি প্রভাবকের ভূমিকায় ছিল না কখনোই। আওয়ামী লীগ ভারতের প্রতি 'নতজানু' আর বিএনপি 'ভারতবিরোধী' এমন স্লোগান রাজনীতিতে বর্তমান। কিন্তু বাস্তবতা সব সময় এক নয়। ঐতিহাসিকভাবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের সুসম্পর্ক, তাই বলে অন্যদের সঙ্গে বৈরিতা? এমনটি যে নয়, তা বিজেপি'র সঙ্গে বর্তমান সরকারের সম্পর্কই প্রমাণ।

বিএনপি'র বিরুদ্ধে অর্কেস্ট্রেইটেড ক্যাম্পেইনসহ আওয়ামী লীগের সব রকম প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বড় সময় ধরে জাতীয়তাবাদী দলটি ভারতের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করছে। সমালোচনা আছে- কেবল ভারতের মন পেতে মাঠের জোটবদ্ধ আন্দোলনের শক্তি হ্রাসের সমূহ ঝুঁকি মাথায় নিয়ে বিএনপি তাদের প্রধান জোটসঙ্গী জামায়াতকে একতরফাভাবে ত্যাগ করে।

শুধু তাই নয়, যুদ্ধাপরাধের দায়ে বিএনপি'র জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর (সাকা চৌধুরী) ফাঁসি হওয়ার পরও রহস্যজনক কারণে নীরব ছিল বিএনপি। যদিও ওই ফাঁসি ঠেকাতে না পেরে শাসক দলে থাকা সাকা চৌধুরীর অনেক বন্ধু সেদিন চোখের জল ফেলেছেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এটি ছিল ২০১৬ সালের ঘটনা। এর ঠিক দু'বছরের মাথায় জামায়াতকে বাদ দিয়ে প্রবীণ রাজনীতিবিদ সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বাধীন নির্বাচনী মোর্চা গঠন করে বিএনপি। বলাবলি আছে, ভারতের ত্রয়োদশ প্রেসিডেন্ট প্রণব মুখার্জির মধ্যস্থতায় সেই মোর্চা গঠিত হয়েছিল। আর এ কারণেই বিএনপি ২০১৪ সালের নির্বাচন বর্জন করলেও '১৮ সালের নির্বাচনে অংশ নেয়। কথা ছিল নির্বাচনে শাসক দল যতই প্রভাব বিস্তার করুক না কেন, বিএনপি ৭০-৮০ মতান্তরে 'সম্মানজনক আসন' নিয়ে সংসদের বিরোধী বেঞ্চে বসবে। কিন্তু সেই মধ্যস্থতা ভেস্তে যায়। চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরতে সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি এয়ারপোর্টে অপেক্ষমাণ ক্ষমতাসীন দলের এক প্রভাবশালী নেতা সেদিন আফসোস করে বলছিলেন, "রাজনীতি একতরফা বিষয় নয়। শেষ পর্যন্ত বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের সুপারিশ ছিল বিএনপিকে ৪০টি আসন ছেড়ে দেয়ার। কিন্তু উন্নয়ন অংশীদার চীনের কারণে তা-ও পারা গেল না।" ২০১৮ সালের ওই নির্বাচনের বড় বেনিফিসিয়ারি ছিলেন আওয়ামী লীগ থেকে ছিটকে পড়া কয়েকজন নেতা। আদতে ওই নির্বাচন ছিল বিএনপি'র লস প্রজেক্ট। ২০১৪ সালে দিল্লির বিদেশ সচিব সুজাতা সিংয়ের ঢাকা সফর বাংলাদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে (সরকার ও রাজনীতি বিভাগ) এখন গবেষণার বিষয়। সেই সময়কার ঘটনাবলী হজম করা এবং '১৮-র নির্বাচনের মাঠে নামিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরও ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করতে চায়নি বিএনপি। বরং দলের নেতারা দিল্লির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। দিল্লির গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিএনপি নেতৃত্বের বৈঠক হয়েছে দফায় দফায়, দেশে এবং দেশের বাইরে। এশিয়া-ইউরোপের বহু দেশে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক বৈঠক হয়েছে। পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের একটি দেশে দলের শীর্ষ নেতার সঙ্গে একটি বৈঠক হয়। আল্পস পর্বতমালা আর প্রশস্ত হ্রদের অনন্য সৌন্দর্যের ওই লীলাভূমিতে টু প্লাস টু ফরমেটে অনুষ্ঠিত বৈঠকটির মুখ্য আলোচ্য ছিল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। তবে সেখানে বিডিআর বিদ্রোহ, সীমান্ত হত্যা, সরকার দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার বিপরীতে বিএনপি প্রশ্নে ভারতের রিজারভেশন ইত্যাদি নানা বিষয়ে খোলামেলা কথা হয়। বৈঠকের পরিবেশ ছিল আন্তরিকতাপূর্ণ। পারস্পরিক শ্রদ্ধা-সম্মানের কমিটমেন্ট ছিল সেখানে। দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এই বৈঠকের কথা স্বীকার করেন। তবে তিনি বিস্তারিত জানাতে অস্বীকৃতি জানান। বিএনপি'র তরফে সেদিন ভারতকে কিছু বিষয় খোলাসা করা হয়। বিশেষ করে আলোচনায় আসে বিএনপি জমানায় (২০০৪ সালে) চট্টগ্রামে ধরা পড়া ১০ ট্রাক অস্ত্রের বিষয়টি। বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ অস্ত্র ও গোলাবারুদের চালান আটকের ঘটনা ছিল এটি। দু'টি বড় ট্রলারে করে এসব অস্ত্র সমুদ্রপথে চিটাগাংয়ের সিইউএফএল জেটিতে আনা হয়েছিল।

পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, ১০ ট্রাক অস্ত্রই ভারতের সঙ্গে আজ অবধি বিএনপি'র শীতল সম্পর্কের মূল কারণ। সমালোচনা রয়েছে ভারতের চাপে পড়ে বিএনপি সরকার সেসব অস্ত্র আটক করতে বাধ্য হয়, অন্যথায় তা ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে যেত। অবশ্য বিএনপি বরাবরই দাবি করে যে তখন সরকার তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিয়েছিল বলেই অস্ত্রের বিরাট ওই চালান আটক করা সম্ভব হয়। সরকার যদি চাইতো সেগুলো ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতেই যেতো। ২০ বছর পরও অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনাটি নিয়ে পাল্টাপাল্টি চলছে। বিএনপি'র সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে এটাকে গলার কাঁটা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

ভূরাজনীতি আর আমেরিকার সরব উপস্থিতির কারণে ভারত ভিন্ন কৌশল নেয় এমনটাই বলা হচ্ছে। বিএনপি এখানে পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। নিজস্ব কৌশলেও ভুল ছিল।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের বিষয়ে কথা বলতে বিএনপি'র আন্তর্জাতিক কমিটির চেয়ারম্যান আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমরা দলীয় ফোরামে আলাপ-আলোচনা করছি বিধায় এটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য প্রদান সমীচীন মনে করছি না।

যুক্তরাষ্ট্রে টিকটক কি নিষিদ্ধ হতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ক্যাপিটল হিলে বাইডেন প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তাদের মনোভাব কঠোর হয়েছে। সম্ভবত এখন থেকে প্রায় ছয় মাসের মধ্যে কংগ্রেসনাল আইন যুক্তরাষ্ট্রের টিকটক ব্যবহারকারীদের অ্যাক্সেস বন্ধ করে দেবে যা প্রাথমিকভাবে এর তরুণ দর্শকদের হতাশ করবে!

সম্প্রতি সিবিএস নিউজ এই মর্মে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যে, "আমেরিকানরা আগামী ছয় মাসের মধ্যে টিকটক-এ তাদের অ্যাক্সেস হারাতে পারে যদি বেইজিং-ভিত্তিক মূল কোম্পানি বাইটড্যান্সকে তার অংশীদারিত্ব বিক্রি করতে বাধ্য করতে চাওয়া সংক্রান্ত কোন বিল পাশ হয়। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রিয় ভিডিও-শেয়ারিং অ্যাপটির সম্ভাব্য মৃত্যু নির্ভর করছে এই আইনটি কংগ্রেসের বেশ কয়েকটি বাধা অতিক্রম করে আইনি পরীক্ষায় টিকে থাকতে পারে কিনা তার উপর। চীনের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে আইনপ্রণেতারা দীর্ঘদিন ধরে প্ল্যাটফর্মটিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন। তাদের যুক্তি - এটি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ! কারণ চীনা সরকার আমেরিকানদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য টিকটক ব্যবহার করতে পারে বা কোন বিষয়বস্তুকে প্রসারিত বা দমন করে গোপনে মার্কিন জনগণকে প্রভাবিত করার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। গত ১৩ই মার্চ কংগ্রেসের হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ স্বত:স্ফূর্তভাবে একটি ব্যবস্থা পাস করে বাইটড্যান্সকে একটি পছন্দ দিয়েছে: আগামী ছয় মাসের মধ্যে টিকটক বিক্রি করে দাও অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাপ স্টোর এবং ওয়েব-হোস্টিং পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস হারাও।

অন্যান্য উন্নত দেশগুলোতেও একই ধরনের আশঙ্কা রয়েছে। জার্মানির নেতারা টিকটক সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এটি নিষিদ্ধ করা যেতে পারে বলে পরামর্শ দিয়েছেন। অন্যান্য ইউরোপীয় নেতারা এই উদ্বেগগুলিই শেয়ার করেছেন। অনেকে সরকার প্রদত্ত মোবাইল ডিভাইস থেকে টিকটক নিষিদ্ধ করাসহ যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য সরকারগুলো ক্রমেই আরও বেশী শঙ্কা প্রকাশ করে আসছিল এবং মন্টানা রাজ্য থেকে টিকটক সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে - এটি একটি নিষেধাজ্ঞা যা ব্যবহারকারীদের প্রথম সংশোধনী অধিকার লঙ্ঘনের যুক্তি দেখিয়ে একজন ফেডারেল বিচারক কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়। (এই ফেডারেল নিষেধাজ্ঞা সম্ভবত আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হবে।)

অনেক নীতিনির্ধারকদের আশঙ্কা যে, টিকটক এর মূল সংস্থা বাইটড্যান্স, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, তার ব্যবহারকারীদের তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে পারে (এমনকি যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলো কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের চেয়েও বেশি) এবং বেইজিংয়ের সমালোচনামূলক মন্তব্যকে সেন্সর করতে পারে অথবা বিভ্রান্তি ছড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে।

বিষয়টি নিয়ে কতটা চিন্তিত হওয়া উচিত? যেমনটি আমি আমার চীনের তথ্য এবং প্রভাব প্রচেষ্টার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধিত সাম্প্রতিক বই "বেইজিংয়ের গ্লোবাল মিডিয়া অফেন্সিভ" - এ উল্লেখ করেছি, "টিকটক, যা ব্যবহারকারীদের বিপুল পরিমাণ ডেটা সংগ্রহ করে, যেমন দাবি করে যে, এটি বেইজিংকে কোনও ব্যবহারকারীর তথ্য দেয়নি; কিন্তু মার্কিন সরকার তদন্ত করছে যে কোম্পানিটি চীনের কাছে বিপুল পরিমাণ ডেটা পাঠিয়েছে কিনা। (বাইটড্যান্সের মালিকানাধীন আরেকটি অ্যাপ, ডুয়িন - যা মূলত টিকটকের চীনা সংস্করণ, স্পষ্টভাবে সেন্সরশিপ এবং ব্যবহারকারী পর্যবেক্ষণ নিয়োগ করে।)

ইতোমধ্যেই টিকটকের এমন উদাহরণ রয়েছে যে, এই অ্যাপ থেকে অনেক মন্তব্য সরিয়ে ফেলা হয়েছে। যেমন বেইজিংয়ের সমালোচনামূলক মন্তব্য যা চীনের বাইরে থেকে করা। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বেইজিং তার বিভ্রান্তিমূলক কৌশলগুলিতে আরও পরিশীলিত হওয়ার সাথে সাথে - তারা অতীতে খুব আনাড়ি ছিল - একটি সত্যিকারের এক উদ্বেগের বিষয় যে চীনা বিভ্রান্তির অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের পাশাপাশি টিকটক এখন আরও পরিশীলিত যার মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ার, কানাডা, ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশের ভোটারদের প্রভাবিত করতে ব্যবহার করা হতে পারে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, খুব সম্ভবত বেইজিং যদি আমেরিকার একটি ফার্মের কাছে টিকটক ইউএস সাবসিডিয়ারি বিক্রি না করে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে - কেননা টিকটককে চীনের একটি মুকুট রত্ন হিসেবে দেখা হয়, তবে বিশাল এই সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সত্যিই নিষিদ্ধ করা হচ্ছে যা শেষ হয়ে যেতে পারে এদেশে।

মূল-জোসুয়া কারলান্টজিক

উত্তরের প্রথম আলো এগিয়ে চলছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এরপর দায়িত্বে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। আজ ২০২৪। ৮ম বর্ষে পদার্পণ করেছে প্রথম আলো সেই একই গতিতে একই উদ্দেশ্য নিয়ে-সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরীর প্রচেষ্টায়।

গত ২৭ মার্চ, নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির উচ্ছ্বাস আর আনন্দে ভরপুর ছিল প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার ৮ম বর্ষে পদার্পণ অনুষ্ঠানটি। সাথে সিবিএন টিভির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতা, সিটি অফিসের কর্মকর্তা সংবাদপত্রসেবী, সম্পাদক, সাংবাদিক, লেখকসহ অগ্রসর জনসমাজের অনেকের অংশগ্রহণ উডসাইডের গুলশান টেরেসটিকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। উপস্থাপনা, পরিচিলনা, আপ্যায়ন ও আন্তরিকতায় অনুষ্ঠানে ঋদ্ধ হয়েছেন আগত সকল অতিথি।

২৭ মার্চ বুধবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকেই সিটি অফিসের কর্মকর্তাদের আগমন শুরু হয়। তবে ওজন পার্কে পুলিশের হাতে একজন বাংলাদেশি তরুণ গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ফলে সিটি মেয়র এর আসা হয়ে উঠেনি। মেয়র অফিসের এথনিক ও কমিউনিটি মিডিয়া বিষয়ক নির্বাহী পরিচালক হোজে বয়েনা, মেয়র অফিসের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর বাশার, কারেকশন অফিসারদের সাংগঠনিক প্রধান কাজী হাসান এই অনুষ্ঠানে মেয়রের প্রতিনিধিত্ব করেন ও তাঁর শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে দেন।

যাইহোক, এসবই আমার দায়িত্বে থাকা এবং অতিথিদের মুখে শোনা ও ভিডিওতে দেখা; দুঃখজনকভাবে সশরীরে অনুষ্ঠানে যোগদান করা হয়ে উঠেছি আমার। অনুষ্ঠানটির সবকিছুতে যুক্ত থাকলেও শারীরিক সঙ্কটের কারণে নির্দিষ্ট দিনটিতে যেতে পারিনি। আমি যুক্ত হতে না পারলেও পবিত্র রমজান এবং কর্মদিবসের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও অন্যরা ঠিকই সময়মতো অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। আমার অনুপস্থিতিতে অনেকেই আমাকে কল করেছেন, খোঁজ নিয়েছেন, স্মরণ করেছেন। আমি কৃতজ্ঞ তাদের কাছে।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নিয়মিত লেখক কর্মীরা পরেছিলেন একটি ভিন্ন ধাঁচের, 'প্রথম আলো' লগো সহ লাল-কালো পাড়ের শাড়ি। সারিবদ্ধ নারীদের কটোসেশন-এই শাড়িটির মাধ্যমে চমৎকার এক বৈচিত্রময় দৃশ্য তৈরি করেছিল। আমাদের সীমাবদ্ধতার কারণে সবার হাতে শাড়িটি পৌঁছায়নি। এজন্য কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

ফেসবুকে অনেকেই নিজ নিজ অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন বর্ষপূর্তি নিয়ে। শুনে ভালে লাগে ভালোবাসার কথা।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার অষ্টম বর্ষপূর্তিতে নিজ কাজ, নিষ্ঠা, শ্রম, একতা, সংবাদ পরিবেশন, সার্বিক কাজে পুরস্কৃত হয়েছেন দুইজন। রুদ্র মাসুদ ভাই এবং আমি এইচ বি রিতা।

রুদ্র মাসুদ ভাই, অতি বিনয়ী মানুষ, নীরবে কাজ করে যান। সাংবাদিকতার প্রতিটা অক্ষরের সাথে যার সম্পর্ক, নিরপেক্ষ নিঁখুত রিপোর্টিং-এ যার দক্ষতা প্রতীয়মান, তিনিই রুদ্র মাসুদ। পুরস্কৃত করার মুহূর্তে সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী বলেন, 'একজন সম্পাদক হিসাবে আমি মনে করি, রুদ্র মাসুদ মোনাজাত উদ্দিন - এর অনুসারী।' আমরা জানি মোনাজাত উদ্দিন-চারণ সাংবাদিক হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। আমি সে মুহূর্তে পাশে ছিলাম না, তবে আজ এ মুহূর্তে অন্তর থেকে অভিনন্দন জানাই রুদ্র মাসুদ ভাইকে।

আমার পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন মাহবুব রহমান ভাই। আমি চিরঋণী তাদের সবার কাছে যারা আমার সামান্য কাজের এতো বড়ো মূল্যায়ন করেছেন।

পত্রিকাটির সম্পদক ইব্রাহীম চৌধুরী যেমন বলেন 'বহু জঞ্জাল পেরুনো সময়, অপাংক্তেয়জনের বিদ্বেষ - সবই উবে যায় ভালোবাসার উল্লাসে।' চরম সত্য কথা। ভালোবাসায় জীবন হয় আনন্দের। উপভোগের।

ঐক্য একতা সাফল্য আনে-এই জিনিসটা শিখেছি সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরীর কাছ থেকে। তিনি প্রায় সময় বলেন, ভাইজান, 'আমি' থেকে বের হয়ে যান এবং 'আমরা' বলতে শিখেন। দেখবেন সব কিছু সুন্দর হবে।

তাদের ছোট ছোট বাক্যগুলি আমি যখন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে যাই, তখন বৃহৎ কিছু সামনে চলে আসে। জীবনকে অর্থবহ করে তোলার মতো কিছু পেয়ে যাই।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাথে ছিলাম। আছি। থাকবো। এটা আমার প্রতিশ্রুতি। জয় হোক সবার, যারা পাশে থাকেন, দূর দেশে থেকেও আপন করে হাতে হাত রেখে ভালোবাসার উষ্ণতা বিলিয়ে যান-প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জন্য।

পানি-বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আবাদি করে উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে। দেশের প্রতিটি গ্রামকে শহরের মতো উন্নত করা হবে। কেউ বাংলাদেশকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

বৃহস্পতিবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের নির্বাচিত মেয়র, ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলর এবং কুড়িগ্রাম, ঠাকুরগাঁও, সিরাজগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যানের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

আওয়ামী লীগ সব সময় জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়েই কাজ করে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সকলের আগে যেটা দরকার, জনগণের ভোটের অধিকার জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা। একমাত্র আওয়ামী লীগ যখন সরকার গঠন করেছে, তখন এ দেশের মানুষ অন্তত পক্ষে এটুকু পেয়েছে যে, সরকার জনগণের সেবক—সেবক হিসেবে কাজ করে। যে কারণে বাংলাদেশের উন্নয়নটা সম্ভব হয়েছে।'

বাংলাদেশের প্রত্যেকটা এলাকা উন্নত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'মেয়র, কাউন্সিল, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনগণের ভোটে যাতে নির্বাচিত হয় সেই ব্যবস্থা নিয়েছি। আমাদের প্রত্যেকটি উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা গ্রামকে লক্ষ্য করে। তৃণমূলকে লক্ষ্য করেই কিন্তু আমাদের সকল পরিকল্পনা নেই। কারণ আমি মনে করি যে, দেশের উন্নতি করতে হলে আমাদের সমস্ত গ্রামগুলোকে আগে উন্নত করতে হবে, গ্রামের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতি করতে হবে, তাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়াতে হবে, তাদের আর্থিক সচ্ছলতা আনতে হবে।

'আমরা যদি শিল্পায়ন করার কথাও চিন্তা করি, তাহলেও আমাদের এটা ভাবতে হবে যে, আমাদের দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করেই পণ্য উৎপাদন করা; যাতে আমাদের নিজস্ব বাজার তৈরি হয়। মানুষ যাতে সেই সক্ষমতা অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা কাজ করে যাচ্ছি,' বলেন শেখ হাসিনা।

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উদ্দেশে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, 'জনগণের উন্নত সেবা প্রদান, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও পরিকল্পিত নগরী গড়ে তোলা হলো সরকারের লক্ষ্য। ইতোমধ্যে আমরা ঘোষণা দিয়েছি আমার গ্রাম আমার শহর। অর্থাৎ গ্রামের মানুষ নাগরিক সকল সুবিধা পাবে।'

এ সময় কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশন এলাকায় আওয়ামী লীগ সরকারের নেওয়া নানা উন্নয়ন কর্মসূচির কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, 'আজকে গত ১৫ বছরে আমি অন্তত এটুকু দাবি করতে পারি, বাংলাদেশ এখন বদলে যাওয়া বাংলাদেশ। আজকে যার বয়স ১৫ বছর, সে হয়তো ভাবতেও পারবে না যে, ১৫ বছর আগে—অর্থাৎ ২০০৯ সালের আগের বাংলাদেশ কী অবস্থায় ছিল! আজকের বাংলাদেশে সেখান থেকে অনেক পরিবর্তন এসেছে।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'আমাদের প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে; পাঁচ গুণ আমরা বৃদ্ধি করেছি। সব থেকে বড় কথা দারিদ্র্যের হার আমরা পেয়েছিলাম ৪১ দশমিক ৫১ শতাংশ। আমরা তা কমিয়ে ১৮ দশমিক সাত শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের লক্ষ্য ছিল যে, অন্তত আমরা ১৬ বা ১৭ শতাংশের নামিয়ে আনব। যেটা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে একটি গ্রহণযোগ্য অবস্থান। আমরা সেটা করতে পারতাম, যদি কোভিড-১৯ এর অতিমারি না দেখা দিতো।

ইফতার বর্জন কি বার্তা দিচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজী হননি আমেরিকার মুসলমান নেতারা। ফলে প্রশাসনের মুসলমান কর্মকর্তাদের নিয়ে হোয়াইট হাউসে ২ এপ্রিল মঙ্গলবার ছোট আকারের ইফতার হয়েছে। হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, মুসলমান নেতাদের নিয়ে আলাদা একট বৈঠকে বসবেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

এবারে হোয়াইট হাউসে ইফতার ডিনারে মুসলমান নেতাদের আমন্ত্রণ জানানোর পরপরই বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। বিভিন্ন মুসলমান নাগরিক সংগঠন বলেছে, গাজায় ইসরাইলের গণহত্যা চলছে। ইসরাইলের আগ্রাসী নীতিকে ক্রমাগত সমর্থন করে আসছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বিপন্ন গাজায় ক্ষুধার জ্বালায় মারা গেছে ২৩ জন শিশু, এমন সংবাদ সামনে নিয়ে কেউ হোয়াইট হাউসের ভোজ সভায় যেতে পারে না বলে বহু বিবৃতি এসেছে। কেউ কেউ হোয়াইট হাউসের ইফতারে যোগ দিতে ইচ্ছুক হলেও মুসলিম এক্টিভিস্টরা তাদের বারণ করেছেন।

কাউন্সিল অন আমেরিকান ইসলামিক রিলেশনস(কেয়ার) নামের মুসলিম বৃহত্তম সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক রবার্ট ম্যাককেও বলেছেন, মুসলিম আমেরিকানদের দাবী অনুযায়ী গাজায় অবিলম্বে স্থায়ী সিজ ফায়ারে ইসরাইলকে বাধ্য করতে হোয়াইট হাউসের বর্তমান প্রশাসন ব্যর্থ হিয়েছে। ক্ষুব্ধ আমেরিকান মুসলমানদের হোয়াইট হাউসের ইফতার ডিনার বর্জনের আহ্বান করাটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলে তিনি মনে করেন।

বেশ কিছু মুসলমান ব্যক্তিত্ব এবং সংগঠনকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও তাদের পক্ষ থেকে হোয়াইট হাউসের ইফতার ডিনারে উপস্থিত থাকার অপারগতা জানিয়ে দেয়া হয়। ফলে পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যাপক আয়োজনে ইফতার ডিনার আয়োজনের পরিবর্তে ছোট আকারে প্রশাসনের মুসলিম কর্মকর্তাদের নিয়ে আয়োজনটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

ইসরাইল এবং ফিলিস্তিন ইস্যু প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জন্য শাঁখের করাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন রাজনীতিতে ইহুদি সমর্থন এতোই শক্তিশালী যে তাদের বিরুদ্ধে যাওয়ার চিন্তাই করতে পারেন না রাজনীতিবিদরা। নির্বাচনি তহবিল থেকে মার্কিন সমাজের সর্বত্র ইহুদিদের শক্ত অবস্থানকে বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা করে রাজনীতিতে তাদের অবস্থান অনেকটাই নড়বড়ে হওয়ার বিষয়টি প্রায় নিশ্চিত। পাশাপশি ডেমোক্র্যাটদের নিশ্চিত ভোট ছিল আমেরিকান মুসলমানদের ভোট। ইসরাইলের প্রতি হোয়াইট হাইসের টানা সমর্থন এবং স্থায়ী যুদ্ধ বিরতিতে ইসরাইলে রাজী না করাতে পারার জন্য মুসলমানরা মারাত্মকভাবে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের উপর। মিশিগান সহ বেশ কিছু সুইং রাজ্যে মুসলমানদের সামান্য ভোটই আসছে নভেম্বরের নির্বাচনি ফলাফল পাল্টে দিতে পারে। আমেরিকান মুসলমানরাও প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের উপর বিরক্তি প্রকাশ করলেও রিপাবলিকান প্রার্থী সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে তাদের যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। হয়তো মুসলমান ভোটাররা ভোট দিতেই যাবেন না। এর ফলেও ক্ষতির সম্মুখীন হবে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ডেমোক্র্যাটরা।

কুইন্সের আইন প্রতিষ্ঠানে বাংলাভাষী সিনিয়র ম্যানেজার আবশ্যক

"কুইন্সের খ্যাতনামা আইন প্রতিষ্ঠানে একজন সিনিয়র ম্যানেজার নিয়োগ দেয়া হবে। প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলায় পারদর্শী হতে হবে। ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং নিজস্ব গাড়ি থাকতে হবে। অত্যন্ত অরগেনাইজড, যোগাযোগে এবং জনসংযোগে চমৎকার দক্ষতা অপরিহার্য।

যোগ্য প্রার্থীকে ভালো বেতন দেয়া হবে। আইন প্রতিষ্ঠানটি থেকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। আগ্রহীদের অনুগ্রহ করে ravi@gehilaw.com ইমেইলে রিজুমি পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত অস্ত্রধারী!

লংআইল্যান্ড

কুলসুম আক্তার সুমী

লংআইল্যান্ড কাউন্টি অফিসার বৈধ বন্দুকের মালিকদের জরুরি অবস্থায় জনগণকে সাহায্য করতে, কাজে নিয়োগ করতে চাচ্ছেন। প্রাথমিকভাবে 'নাসাউ কাউন্টিতে' স্পেশাল ডেপুটি শেরিফ পদে লোক নিয়েগের একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই বিষয়টি আলোচনায় আসে। তবে এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনাও শুরু হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন এতে বিশৃঙ্খলা বাড়তে পারে।

কাউন্টি এক্সিকিউটিভ ব্রুজ ব্লাকম্যান বলেন, জরুরি অবস্থা ছাড়া ডেপুটি শেরিফদের কোন ক্ষমতা থাকবে না।

তিনি আরো বলেন, আমার হোমল্যান্ড সিকিউরিটিতে কাজের অভিজ্ঞতা আছে। তাই আমি জানি, জরুরি অবস্থার জন্য পরিকল্পনা করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি চান এমন একটি সেনাবাহিনী বা ডেপুটি শেরিফদের নিরাপত্তা বাহিনী গড়ে তুলবেন যারা কেবলমাত্র সুপারস্টর্ম 'স্যান্ডি'র মতো রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থায় কাজ করবে।

'তারা কোন নিয়মিত মহড়ায় অংশ নেবে না বরং তারা রাষ্ট্রিয় অবকাঠামো রক্ষা করবে' তিনি বলেন। এখানে অতীত অভিজ্ঞতা যাচাই সাপেক্ষে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ২১ থেকে ৭২ বছর বয়সীদের জন্য নানা রকমের কাজের সুযোগ রয়েছে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা সেনাবাহিনীর অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের আবেদনের জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

কোন পুলিশ বা শেরিফ ইউনিয়ন ২৭ মার্চ বুধবার পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করেনি। সাধারণ জনগণকে এভাবে ক্ষমতায়নের বিষয়ে অনেকের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। কারণ এই সংক্রান্ত আইন সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত হয়নি।

ডেমোক্রেটিক নেতা নাসাউ কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট লেজিসলেটোর ডেলিয়া ডেরিগি হুইটন বলেন, 'আমি যেন ওয়েস্টার্ন সিনেমার দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। আমরা নাসাউ কাউন্টিতে আছি। এখানে নিয়ন্ত্রক তদারকির অভাব বা অপর্যাপ্ত আইনি ব্যবস্থার কারণে আমরা উচ্ছৃঙ্খল হচ্ছি না। এই কাউন্টিতে বিলিয়ন ডলার বাজেটে ২৫০০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার রয়েছে। এই অতিরিক্ত শেরিফ সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়।'

তবে জনসাধারণের মধ্যে এ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতামত লক্ষ্য করা গেছে। বারবার শপের মালিক রুমানি চ্যাম্বার্স বলেন, 'একজন সু নাগরিক এবং একজন ব্যাবসায়ী হিসেবে আমার কম্যুউনিটির সবরকমের ভালো চাই। এবং সে জন্য কাজও করতে চাই। আমি যদি পিস্তল রাখার লাইসেন্স পাই যার জন্য দরখাস্ত করেছি, তবে আমি ব্রুজ ব্ল্যাকম্যানকে সাহায্য করবো।' প্যাট্রিশিয়া হারপার নামে একজন এর বিরোধিতা করে বলেন, 'আপনি যাকে তাকে প্রশিক্ষণ আর পিস্তল দিয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব দিতে পারেন না। এতে বিশৃঙ্খলা আরো বাড়বে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা সবসময় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতেই থাকা উচিত।'

ব্লাকম্যান বলেন, ডেপুটি শেরিফগণ তাদের কাজের জন্য দৈনিক ১৫০ ডলার করে পাবে। এরমধ্যেই ৭০ টি আবেদন জমা পড়েছে। ১ এপ্রিল ২০২৪ সোমবার আবেদন করার শেষ দিন।

বাসা ভাড়া

১০৯-১১ ২০৮ স্ট্রিট হলিসে এক বেডরুম লিভিং কিচেন বাথরুমসহ সম্পূর্ণ নুতন বেসমেন্ট ভাড়া হবে ১লা এপ্রিল হতে। Q2 ও Q77 বাস ২ মিনিট হাঁটার দূরত্বে। ফোন- ৯২৯-৪২১-২৬২৬ (সকাল ১০টা - রাত ১০টা)।

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় সেন্ট আলবিনে ১১২-১৯ ১৯৮ স্টিটে দুই বেড, লিভিং কিচেন বাথ, ডাইনিং ভাড়া হবে। কিউ ৩ ও কিউ ৮৩ বাস সংলগ্ন । গ্রোসারি স্কুল নিকটে। যোগাযোগ 347-599-5637

বাসা ভাড়া

৩ বেড রুম, ২ ফ্লোর এবং ১ ফ্লোর, ২ বেড রুম। নর্থ আম্বারলেন্ড এভিনিউ, বাফেলো নিউইয়র্ক। বাংলা গুসারী, মসজিদ, বাস স্টোপ সবকিছু অতি নিকটে। (929) 328-5042

বাসা ভাড়া

বেইজমেন্টে দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station ,মসজিদ,মাদ্রাসা,বাঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে।৯২৯৩২৮৫০৪২

অফিস সহকারি আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের একটি অফিসে কম্পিউটার এবং ইনস্যুরেন্সের কাজ জানা অফিস সহকারি আবশ্যক। যোগাযোগ: 929-395-3945

লাইভ ইন বেবিসিটার আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে সোমবার-শুক্রবার নবজাতক শিশুর যত্ন নেওয়ার জন্য লাইভ ইন বেবিসিটার খুঁজছেন। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে 917-280-7656 নম্বরে কল করুন।

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্ততার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.

Email: amrsolarllc@yahoo.com

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১০৪ এভিনিউ ও ১৭১ স্ট্রিটে অবস্থিত ২ বেড রুম বাথ কিচেন ভাড়া দেওয়া হবে। গ্রোসারি, মসজিদ, ট্রেন, স্কুল নিকটে।
ফোন: 347-535-2133, 347-553-8444

আবশ্যক

নিউইয়র্কে একটি স্বনামধন্য সাপ্তাহিক পেপারে ডেলিভারিতে শুক্রবার ব্রুকলিন, ওজন পার্ক, জ্যামাইকায় কাজ করার জন্য গাড়ি সহ ড্রাইভার আবশ্যক । 646-645-9830

ন্যানি আবশ্যক

কুইন্সের জ্যামাইকায় ছয়মাসের বাচ্চার যত্ন সহকারে দেখভালের জন্য একজন ন্যানি আবশ্যক। যোগাযোগ - 929-268-5801 স্থান - ব্রায়ারউড স্টেশানের পাশে.

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

বেইজমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৮৭ স্ট্রীট এবং ১০৪ এভিনিউতে এক বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। বাস, মসজিদ, গ্রোসারি নিকটে। যোগাযোগ 917-651-7188, 917-651-9528

ঢাকায় ফ্লাট বিক্রি

ঢাকায় ফ্লাট বিক্রি মোহাম্মদপুর চাঁন মিয়া হাউজিং এ ১২১৫ স্কয়ার ফিটের ফ্লাট ৩ বেড ৩ বাথ ২ বারন্দা আলাদা ড্রয়িং ডাইনিং লিভিং রুম ও পার্কিং সহ ৭ তলা বাড়ির ৬ তলায় লিফ্‌ট জেনারেটর সিসি ক্যামেরা, গ্যাস সংযোগ সহ যোগাযোগ What's App no +19174979508

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

সুখবর! সুখবর!!

আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন ।

571-830-9213

Email: rashid.ozonepark@gmail.com

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC.

KARNAFULLY TAX SERVICES INC
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস ইন্‌ক

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Tax Returns Amendment
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2s, Pay Checks,
- Pay stubs, Sales Tax, Quarterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership (LLC/SMLLC)

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | NOTARY PUBLIC | IRS ENROLLED AGENT | Tax Preparation fee pay by Cradit card

Office Hours: Monday - Saturday 10:00am - 8pm

Representation taxpayers IRS & State tax audit

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Members: NAIP | Member of AICPA | naea

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights
Ph: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

JAMAICA OFFICE
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY 11432
Ph: 929-399-2004
929-399-2007
Fax:929-399-2030

karnafullytax@yahoo.com | www.karnafullytax.com

Save Yourself
This Tax Season

Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)

ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT | Authorized e-file Provider

Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com

প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।

Tax **Immigration** **Real Estate**

- Income Tax and Accounting Services For: Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
- Sales and Payroll Tax
- Business Licenses and Setup
- FBAR and FATCA Filing
- Notary Public
- Immigration Form Fill-Up Services
- Credit Repair, Real State and much more...

Member of

NYSSEA | naea National Association of Enrolled Agents

184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

হোম কেয়ার

আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনজন ও অন্যান্যদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914

বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার জন্য আজই কল করুন

PROHEALTH HOMECARE

PROHEALTH HOMECARE

375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-633-1112, Fax : 718-633-1117

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যান্শিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

tax refund

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

MONEY TRANSFER
মানি ট্রান্সফার

বিদেশ থেকে বৈধ
পথে টাকা পাঠানোর
সহজ উপায়

2.5% Incentive
Highest Rate
No Fees
bKash

Notary Public

Fast, Secure &
Reliable Remittance

DHAKA BANK
abl
SBAC
Southeast Bank Limited
JAMUNA BANK
SIBL
Social Islami Bank Limited
UCB
PUBALI BANK LIMITED

Contact Us
718-406-9745
We Are Authorized Agents
World Tours & Travel
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA

UP TO 10% Discount
on Flight Booking

Special Fare Available
NEW YORK - DHAKA - NEW YORK

Emirates
QATAR
KUWAIT AIRWAYS
TURKISH AIRLINES

Book Online
www.globaltravelbd.com

- All domestic & international flights any country
- No extra charge for credit card
- No hidden charges
- 24/7 customer support

US: 718-406-9745
BD: 01810140650

World Tours & Travel

USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA

Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000

24/7 Hotline: 718-406-9745

ব্রুকলিন সিনাগগে আগুন-জানালা দিয়ে তিনজন উদ্ধার

ফরিদা ইয়াসমীন

২৯ মার্চ শুক্রবার ভোরে ব্রুকলিন সিনাগগে অগ্নিকাণ্ডে দু'জন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। অগ্নি নির্বাপক কর্মীরা ৬০ স্ট্রিটে এবং ১৯ এভিনিউয়ের কাছে সকাল ৬:৩০ কাছাকাছি সময়ে, একটি এলার্মে সাড়া দিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। সেখানে পৌঁছে তারা তীব্র ধোয়ার সম্মুখীন হন। এ সময় একটি বাকেট ট্রাক নিয়ে তারা দ্রুত বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করেন এবং তৃতীয় তলায় লোকেদের সুরক্ষার জন্য আটকে রাখেন। তারপর তৃতীয় তলার জানালা দিয়ে তিনজনকে উদ্ধার করতে সক্ষম হোন তারা।

ঘটনা স্থলটি ছিল একটি মিশ্র ব্যবহারিক বিল্ডিং, যেখানে নিচের দুটি তলা সিনাগগ দ্বারা ব্যাবহার করা হতো এবং উপরে একটি অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে।

দমকল বাহিনী কর্তৃপক্ষ বলছেন যে, মনে হচ্ছে দ্বিতীয় তলার রান্নাঘর থেকে আগুনের সূত্রপাত। এবং আগুন দ্বিতীয় তলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু প্রচণ্ড ধোঁয়া খুব দ্রুত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কর্মকর্তারা নিয্চিত করেন, তিনতলার জানালা থেকে তিনজন ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়েছে।

তবে এটা পরিষ্কার জানানো হয়নি যে উদ্ধারকৃত তিনজনকে, মারাত্মকভাবে আহত দুজনের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে কিনা। মোট পাঁচজনকে হাসপাতালে

অব্যবহারযোগ্য ৪ লাখ স্টারবাক্স হলিডে মগ প্রত্যাহার

এইচ বি রিতা

পোড়া এবং ক্ষত হওয়ার অভিযোগে অব্যবহারযোগ্য ৪ লাখ ৪০ হাজার স্টারবাকস-ব্র্যান্ডের মগ প্রত্যাহার করছে গ্রাহকরা।

মাইক্রোওয়েভ করার পর এবং অত্যন্ত গরম তরল পানি বা চা-কফি দিয়ে ভরা মগগুলো ঝলসে যাওয়ার-বারোটি ঘটনা রিপোর্ট করেছে ইউএস কনজিউমার প্রোডাক্ট সেফটি কমিশন। এর ১০টি আঘাতজনিত ঘটনার মধ্যে ৯টি ছিল গুরুতর পোড়া এবং আঙুল ও হাতে ফোসকা পড়া এবং একজন ভোক্তার আঙুল কেটে যাওয়া। এই আঘাতের জন্য ভোক্তার চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

বৃহস্পতিবার পোস্ট করা প্রত্যাহার বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, স্টারবাকস লোগো সহ ধাতব-লেপা সিরামিক মগগুলি ২০২৩ সালের ছুটির মরসুমে বিক্রি হওয়া চারটি মগের উপহার সেট ছিল। নভেম্বর ২০২৩ থেকে জানুয়ারী ২০২৪ পর্যন্ত টার্গেট, ওয়ালমার্ট এবং নেক্সকম, মিলিটারি খুচরা আউটলেটে দেশব্যাপী অনলাইন এবং স্টোরগুলিতে মগগুলি বিক্রি হয়েছিল। দাম $১০ থেকে $২০ পর্যন্ত এবং উপহার প্যাকেজের উপর নির্ভর করে মগগুলি ১১ বা ১৬ আউন্স আকারে পাওয়া যায়। উপহার সেটগুলি-২টি মগের সাথে স্টারবাকস হলিডে গিফট সেট; স্টারবাকস ক্লাসিক

হট কোকো এন্ড মগ, স্টারবাকস পিপারমিন্ট এন্ড ক্লাসিক হট কোকো এন্ড মগ; এবং স্টারবাকস হলিডে ব্লেন্ড কফি এন্ড মগ।

কনজিউমার প্রোডাক্ট সেফটি কমিশন অনুসারে, গ্রাহকদের অবিলম্বে প্রত্যাহার করা মগ ব্যবহার বন্ধ করা উচিত। তারা মগগুলোকে দোকানে ফেরত দিতে পারে বা সম্পূর্ণ অর্থ ফেরতের জন্য নেসলে ইউএসএ-তে যোগাযোগ করতে পারে।

নেসলে বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেছে, 'পণ্যের গুণমান, নিরাপত্তা এবং অখণ্ডতা আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার। আমাদের ভোক্তা এবং খুচরা গ্রাহকদের উভয়ের কাছে এই অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।'

তবে কোম্পানিটি জানিয়েছে যে, এই প্রত্যাহারে অন্য কোন নেসলে ইউএসএ বা স্টারবাকস-ব্র্যান্ডেড পণ্য

অবৈধ অভিবাসীরা 'পশু' ও 'অমানুষ' : ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ডোনাল্ড ট্রাম্প

অবৈধ অভিবাসীদের 'পশু' ও 'অমানুষ' বললেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মঙ্গলবার মিশিগান অঙ্গরাজ্যে নির্বাচনী প্রচার চালানোর সময় এমন মন্তব্য করেন তিনি। ক্ষমতায় থাকাকালেও অভিবাসীদের বিষয়ে এই ধরনের বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করেছিলেন ট্রাম্প।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে জানা যায়, এদিন অবৈধভাবে আমেরিকায় থাকা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বেশ কয়েকটি ফৌজদারি মামলায় জড়িত থাকার বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেন ট্রাম্প। এ সময় বেশ কয়েকজন আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। আগামী ৫ নভেম্বরের নির্বাচনে জয়ী না হলে সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলা আমেরিকাকে গ্রাস করবে বলেও সতর্ক করেন রিপাবলিকান এই প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী।

পরে উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের গ্রিন বে'তে নির্বাচনী বক্তৃতায় ট্রাম্প ২০২৪ সালের আসন্ন নির্বাচনকে জাতির 'চূড়ান্ত যুদ্ধ' হিসাবে বর্ণনা করেন। এ সময় জর্জিয়ায় ২২ বছর বয়সী নার্সিং শিক্ষার্থী ল্যাকেন রিলের অবৈধ এক অভিবাসীর হাতে খুন হওয়ার উদাহরণ দেন। তিনি বলেন, কিছু অভিবাসী 'অমানুষ'। মিশিগানের গ্র্যান্ড র‍্যাপিডসের বাসিন্দা ২৫ বছর বয়সী রুবি গার্সিয়া হত্যায় একজন সন্দেহভাজন অনুপ্রবেশকারী জড়িত বলেও উল্লেখ করেন সাবেক প্রেসিডেন্ট।

ট্রাম্প বরাবরই অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান জানিয়ে আসছেন। এর আগেও অনেকবার দাবি করেছেন, অবৈধভাবে মেক্সিকো সীমান্ত থেকে অনুপ্রবেশকারীরা আমেরিকায় বিভিন্ন সহিংস অপরাধে ইন্ধন দিচ্ছে।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
পারসনাল ট্যাক্স
বিজনেস ট্যাক্স
সেল্স ট্যাক্স
বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
ফ্যামিলি পিটিশন
সিটিজেনশীপ আবেদন
গ্রীণকার্ড নবায়ন
সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates -Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

সৌদি সুন্দরীর মিথ্যাচার!

মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা

নিউজ ডেস্ক

মাত্র এক সপ্তাহ আগেই বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন গণমাধ্যমে একজন সৌদি সুন্দরীর মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় যোগদান নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। বলা হয়েছিল রুমি আলকাহতানি নামে ২৭ বছর বয়সী ওই সুন্দরী পেশায় একজন মডেল। অনলাইন ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবেও খ্যাতি রয়েছে তাঁর। ইনস্টাগ্রামে ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্টে তাঁর ১০ লাখ অনুসারী রয়েছে। গত ২৫ মার্চ মিস ইউনিভার্স

কর্তৃপক্ষ এবারের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করেছে বলেও দাবি করা হয়েছিল।

তবে মিস ইউনিভার্স কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, এবারের প্রতিযোগিতায় সৌদি সুন্দরীর অংশগ্রহণ নিয়ে প্রকাশিত খবরটি ভুয়া। শুধু তাই নয়, প্রতিষ্ঠানটি দাবি করেছে সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য তারা সৌদি আরবে এবার কোনো বাছাই প্রক্রিয়াই পরিচালনা করেনি। তবে এ বিষয়ে দেশটিতে একটি 'কঠোর যাচাই প্রক্রিয়া' চলছে বলে উল্লেখ করেছে মিস ইউনিভার্স কর্তৃপক্ষ।

২ এপ্রিল মঙ্গলবার মিস ইউনিভার্স কর্তৃপক্ষের একটি বিবৃতির বরাত দিয়ে খবরটি জানিয়েছে সৌদি আরবের গণমাধ্যম আল-আরাবিয়া। মিস ইউনিভার্সের বিবৃতিতে বলা হয়েছে 'সৌদি আরব এখনো এই বছর অংশগ্রহণের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হওয়া দেশগুলোর মধ্যে নেই।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব
অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া
ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.
৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের উদ্যোগে জমজমাট ঈদ মেলা

সুব্রত চৌধুরী

নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে ২ এপ্রিল মঙ্গলবার 'ঈদ মেলা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। আটলান্টিক সিটির ফেয়ারমাউন্ট এভিনিউতে অবস্থিত প্রবাসীদের মিলনকেন্দ্র 'বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে এই 'ঈদ মেলা' অনুষ্ঠিত হয়।বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জারসি ও বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার এর উদ্যোগে আয়োজিত এই 'ঈদ মেলা' ওইদিন দুপুরে শুরু হয়ে রাতে শেষ হয়।

ওইদিন সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে প্রবাসীদের সব পথ এসে যেন মিশেছিল বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে।পবিত্র ঈদুল ফিতরের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত এই 'ঈদ মেলা'য় প্রবাসী বাংলাদেশি, ভারতীয় ও পাকিস্তানী ব্যবসায়ীরা তাদের বিভিন্ন ধরনের বাহারি পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসেছিল।তাদের ষ্টলগুলোতে শাড়ি, সালোয়ার কামিজ সহ মেয়েদের হাল ফ্যাশনের পোশাক- পরিচ্ছদ,পুরুষদের পাঞ্জাবি, ছোট শিশুদের বাহারি পোশাক,বিভিন্ন ডিজাইনের অলংকার ইত্যাদি দেদারসে বিক্রি হয়েছে।

ঈদ মেলায় অংশগ্রহনকারী প্রবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ী মিসেস মমতাজ জানান, তার স্টলে মহিলাদের বিভিন্ন ডিজাইনের অলংকারের বেশ ভালোই বিকিকিনি হয়েছে। পাকিস্তানী ব্যবসায়ী মোঃ আলী বলেন, তার স্টলে মেয়েদের শাড়ি, সালোয়ার কামিজ, পাঞ্জাবী বেশ ভালো বিকিয়েছে।

নিউইয়র্ক থেকে আগত আদর ফ্যাশন এর স্বত্বাধিকারী মজিদ আলী জানালেন, তার স্টলে মহিলা ও ছোটদের পোশাকের বিক্রি ভালো হয়েছে।

ঈদ মেলায় আগত কয়েকজন প্রবাসী বলেন, এই ঈদ মেলায় হাতের কাছে ঈদের প্রাক্কালে বিভিন্ন দেশের হাল ফ্যাশনের পোশাক পরিচ্ছদ, অলংকারাদি পেয়ে তারা যারপরনাই খুশি।তাঁরা আরো বলেন , 'বাড়ির কাছে আরশী নগর' এ ঈদ মেলা আয়োজিত হওয়ায় তাঁদেরকে আর কষ্ট করে ভিন রাজ্যে ছুটতে হবে না বলে তাঁরা খুশি। 'ঈদ মেলা' আয়োজনের জন্য তারা বিএএসজে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

এই 'ঈদ মেলা'র আয়োজক বিএএসজে সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল জানান, প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে বিদেশের মাটিতে দেশের ঈদের আমেজের 'একটুকু ছোঁয়া' দেওয়ার জন্যই তাদের এই প্রয়াস। বিএএসজে সাধারন সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা ঈদ মেলায় অংশগ্রহনের জন্য প্রবাসী ব্যবসায়ী ও প্রবাসীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

নিউইয়র্ক বিএনপি নেতা

শেষ পৃষ্ঠার পর

দুপুর ১ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত কাউন্সিল অধিবেশন চলবে। চিঠিতে বলা হয়, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি'র সদস্য জসীমউদ্দীন ওরফে ইমদাদুল ইসলাম সদস্য নাম্বার ৩৮, আজ অব্দি নিউইয়র্ক স্টেট তথা যুক্তরাষ্ট্রের বিএনপির কোন কার্যক্রমে তাকে দেখা যায়নি। শুধুমাত্র কারও ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে। ওনার বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সম্পৃক্ততা পাওয়া গিয়েছে। ওনার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আজ পর্যন্ত বিএনপির কোন কার্যক্রম পাওয়া যায়নি। চিঠিতে আরও বলা হয়, বিগত বুধবার ২৫ মার্চ নিউইয়র্কে একটি আওয়ামী লীগের অনুষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থিত থেকে ব্যারিস্টার সুমনের বক্তব্য তিনি লাইভ করেন। যার প্রমাণ সংযুক্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ কারীরা দাবি করেন।

নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির দুই সভাপতি প্রার্থী আনোয়ার হোসেন ও রিয়াজ মাহমুদ জসিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন, তার বিরুদ্ধ আমরা আ.লীগ সংশিষ্টতার তথ্য প্রমান পেয়েছি। সে নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই তাকে বাদ দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছি।

সম্মেলন কমিটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাওচার আহমেদ অভিযোগ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি কোন অভিযোগ পাননি বলে মন্তব্য করে। একই সাথে সম্মেলন করতে কোন প্রকার চাপে থাকার বিষয়ে বলেন আমার দায়িত্ব অবাধ সুষ্ঠ সম্মেলন সম্পন্ন করা। সেই চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। নির্বাচন কমিশনে আরো রয়েছেন মাহবুবুর রহমান মুকুল, নীরা রব্বানি, আমিনুল ইসলাম চৌধুরি।

বিএনপি নেতা বিদেশ থেকে অপপ্রচার চালায়: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা অফিস

বিএনপি দীর্ঘ সময় ধরে দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে অভিযোগ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেন, 'তাদের দলের নেতা বিদেশে থেকে পেইড এজেন্টের মাধ্যমে দেশ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার চালায়। আর দেশের মানুষ সেটি দেখে বিভ্রান্ত হয়।'

ড. হাছান মাহমুদ বলেন, 'বিএনপি পদ্মা সেতু নিয়ে গুজব ছড়িয়েছিল, করোনার টিকা নিয়ে অপপ্রচার চালিয়েছিল। এখন আবার শুরু করেছে ভারতীয় পণ্য বর্জন। এগুলোর বিরুদ্ধে মূলধারার গণমাধ্যমকে সোচ্চার হতে হবে।' এসময় বহির্বিশ্বে দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরতে সাংবাদিকসহ সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

বর্ষপূর্তি ছিল মন-মুগ্ধকর

শেষ পৃষ্ঠার পর

ও কমিউনিটি মিডিয়া বিষয়ক নির্বাহী পরিচালক হোজে বয়েনা, মেয়র অফিসের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর বাশার, কারেকশন অফিসারদের সাংগঠনিক প্রধান কাজী হাসান। এই অনুষ্ঠানে মেয়রের প্রতিনিধিত্ব করেন তারা।

এই অষ্টম অগ্রযাত্রা অভিনন্দিত, প্রশংসিত। এ কথা বলাবাহুল্য যে, গত সাতবছর ধরে সাপ্তাহিক প্রথম আলো তার সত্যনিষ্ঠ খবর আর সততা দিয়ে সামনে এগিয়ে গেছে এবং আরো সামনে এগিয়ে যাবে। একজন লেখক ও পাঠকের কাছে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার গ্রহণযোগ্যতা কতটা তা আমি ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করে আসছি। বিশেষত বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ তৈরিতে পত্রিকাটির অবদান অতুলনীয়।

নিজেকে লেখার মাধ্যমে প্রথম আলো পরিবারের একজন সব সময়ই মনে হয়। পত্রিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরীর আন্তরিকতা, ভালবাসা, সকলকে একসাথে নিয়ে কাজ করার যে দৃঢ় প্রত্যয়-তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তিনি একজন সৎ, নির্ভীক এবং একজন দেশপ্রেমিক মানুষ। এই মাধ্যমেই নতুন লেখকদের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান রাখা হয়, প্রতিটি লেখককে অনুপ্রেণিত করে লেখার জগতে আরো সমৃদ্ধ হতে সুযোগ করে দেয়া হয়।

৮ম বর্ষপূর্তিতে দায়িত্বে থাকা সুধীমন্ডলীরা সম্মানের সাথে সকলকে উপস্থাপন করেছেন। আমি অতি সাধারণ মানুষ। আমার মতামত বরাবরই সত্য পাঠ ও সত্য প্রকাশের প্রতি দারুণ এক দুর্বলতা কাজ করে। প্রথম আলো এমন একটি পত্রিকা কঠিন সত্য বলতে কার্পণ্য যেমন করেনি, তেমন ভীত হয় না কোন সত্য খবর প্রকাশে। তাই প্রথম আলো প্রবাসে সকলের কাছে প্রিয় পত্রিকা। সৎ, নির্ভীক মানবিক, নিষ্ঠাবান এবং একজন দেশপ্রেমিক সাংবাদিক যে একজন উপযুক্ত সম্পাদক হতে পারেন, তারই উৎকৃষ্ট প্রমান ইব্রাহীম চৌধুরী।

খুবই সুন্দর একটি অনুষ্ঠান উপভোগ করলাম যেখানে সকলে এক হয়ে ইফতার, আনন্দ, শুভেচ্ছা বিনিময়রে মাধ্যমে ভালবাসা, ছবি তোলা সবই ছিল মুগ্ধকর। আমি প্রথম আলোর সাফল্য কামনা করছি। পত্রিকাটি আরও এগিয়ে যাক এই প্রত্যাশা করি।

নিউইয়র্কে আর্থ

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রসঙ্গত, ১৯৭০ সালের ২২ এপ্রিল ইউসকনসিনের সেনেটর গেলর্ড নেলসন বিশ্ব পৃথিবী দিবস উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেন। তবে অনুষ্ঠানের পিছনে একটি বড় কারণ ছিল। ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টা বারবারাতে তৈল নিষ্কাশনের ফলে প্রবল দূষণের ঘটনা তাঁকে রীতিমতো নাড়া দেয়। গেলর্ড মনে করতেন মানুষের পরিবেশ সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়া উচিত। সেই পরিবেশকে সুরক্ষিত না রাখা গেলে মানুষের ভবিষ্যৎও অসুরক্ষিত। গেলর্ডের সেই অনুষ্ঠানে অভূতপূর্ব সাড়া এসেছিল। ২ কোটি মানুষ সেখানে যোগ দেয়। এরপর থেকে ওই দিনটিই বিশ্ব পৃথিবী দিবস হিসেবে পালন করা শুরু হয়। এখন সারা বিশ্বের ১৯৩টি দেশ এই বিশেষ দিন পালন করে। মূলত দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সচেতনতা বাড়াতেই দিনটি উদযাপিত হয়।

বদলে গেল শ্রুতিকটু

শেষ পৃষ্ঠার পর

পরিবর্তন করে উদয়ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা পাটাচোরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে ছায়াবিথী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নাটোরের লালপুর উপজেলার গোদাগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে সালামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার চোরমারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে মাতৃছায়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় করা হয়েছে।

গত বছরের ১৯ জানুয়ারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামকরণ ও বিদ্যমান নাম পরিবর্তন নীতিমালা-২০২৩ জারি করেছে মন্ত্রণালয়।

ওই সময় প্রাথমিক ও গণশিক্ষাসচিব ফরিদ আহাম্মদ জানান, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অনেকগুলোর নাম শ্রুতিকটু ও নেতিবাচক ভাবার্থসংবলিত, যা শিশুর রুচি, মনন, বোধ ও পরিশীলিতভাবে বেড়ে ওঠার অন্তরায়। এ জন্য মন্ত্রণালয় এসব বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে সুন্দর, রুচিশীল, শ্রুতিমধুর এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি, বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ স্থানীয় ইতিহাস, সংস্কৃতির সঙ্গে মানানসই নামকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশব্যাপী এ রকম নেতিবাচক ভাবার্থসংবলিত নাম পরিবর্তন করা হবে।

রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পাবেন না ঋণখেলাপিরা

ঢাকা অফিস

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতা শনাক্ত করতে পৃথক ইউনিট গঠনের নির্দেশনা দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। চলতি বছরের ৩০ এপ্রিল এ ইউনিট গঠনের নির্দেশনা দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এ ছাড়া ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতা কোনো রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বা সম্মাননা পাওয়ার যোগ্য হবেন না। ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গাড়ি, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট ইত্যাদির নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হবে।

অনন্য এক বিকেল

শেষ পৃষ্ঠার পর

থাক এসব কথা... ২৭ মার্চের কথা বলি। বেলা ২টা পর্যন্ত কাজ করে বাসায় আসলাম। কোন রকম জামা পাল্টে উডসাইডে ফরিদা আপার বাসায় পৌঁছলাম সোয়া চারটায়। সেখানে শাড়ি পরলাম; প্রথম আলোর লগো সমৃদ্ধ শাড়ি। সাথে করে সব প্রস্তুতি নেওয়াই ছিলো ফলে শাড়ি পরে সাজগোজ সেরে পাঁচটার আগেই পৌঁছে গেলাম অনুষ্ঠানস্থলে। আগে থেকেই সেখানে আছেন সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী ও নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক। শুরু হলো তাঁদের আন্তরিক অভ্যর্থনা সেই সাথে পূর্ব ও নতুন পরিচিতদের সাথে ফটোসেশন।

এই মিলনমেলায় আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় বিষয় মনে হয়েছে এখানে স্টেজে কোন চেয়ার ছিলো না, সেই অর্থে কোন প্রধান বা বিশেষ অতিথির বাড়াবাড়ি ছিলো না। রোজার দিনের বিকেল বেলা সেই ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে যেটুকু কথা না বললেই নয় সেটুকুই কথা হয়েছে। আর ছিলো সময়ানুবর্তিতা। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় অনুষ্ঠান শুরুর কথা ছিলো ঠিক সে সময়েই প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার লেখক, সাংবাদিক রহমান মাহবুবের আমন্ত্রণে পত্রিকাটির সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী ও নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক মঞ্চে উপস্থিত হন।

কথা ছিলো অনুষ্ঠান অলংকৃত করবেন সিটি মেয়র এরিক অ্যাডাম। কিন্তু ওজন পার্কে পুলিশের হাতে একজন বাংলাদেশি তরুণ গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ফলে সিটি মেয়রকে সেখানে চলে যেতে হয়। তাঁর পরিবর্তে মেয়র অফিসের এথনিক ও কমিউনিটি মিডিয়া বিষয়ক নির্বাহী পরিচালক হোজে বয়েনা, মেয়র অফিসের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর বাশার, কারেকশন অফিসারদের সাংগঠনিক প্রধান কাজী হাসান এই অনুষ্ঠানে মেয়রের প্রতিনিধিত্ব করেন ও তাঁর শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে দেন।

মেয়রের প্রতিনিধিবৃন্দ, নিউজার্সি রাজ্যের একমাত্র বাংলাদেশি নির্বাচিত প্রতিনিধি কাউন্সিলউওম্যান শিফা উদ্দিনসহ বিশিষ্ট সকলেই এই পত্রিকায় নারীদের অংশগ্রহণের প্রশংসা করেন। ভবিষ্যতে টেলিভিশন চ্যানেল এবং পত্রিকা উভয়ের জন্যই তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করেন।

বর্তমান সময়ে নারীরা অনেক জায়গাতেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন। তারপরও অনেকের মধ্যেই যে সুপ্ত প্রতিভা আছে সুযোগের অভাবে তা প্রকাশিত হয় না। 'প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা' উন্মুক্ত সুযোগ দিয়ে এরকম বহু নারী লেখক, কবি, উপস্থাপক ও সংগঠক তৈরি করেছেন— এ অনুষ্ঠানে তাদের সান্নিধ্য ও কর্মতৎপরতা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছে। নিজেকে বিকশিত করার পথে যা পাথেয় হয়ে থাকবে।

সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরি তাঁর বক্তব্যে এই পত্রিকার আদিকথা স্মরণ করেন কৃতজ্ঞ চিত্তে। সম্পাদক মতিউর রহমান এবং ট্রান্সকম গ্রুপের প্রয়াত চেয়ারম্যান লতিফুর রহমানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন তিনি। প্রথম আলো যেমন কমিউনিটিকে নিয়ে, কমিউনিটির জন্য কাজ করছে; তেমনিভাবে সকলের সহযোগিতা নিয়ে সিবিএন টিভিও কাজ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পত্রিকাটি নানা প্রতিবন্ধকতা ও চড়াই উতরাই পেরিয়ে বর্তমান জায়গায় আসার জন্য তিনি তাঁর কর্মী বাহিনীর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এ পর্যায়ে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ দুইজন সহকর্মিকে সম্মাননা জানানো হয়। এরমধ্যে একজন হচ্ছেন পত্রিকাটির সাহিত্য সম্পাদক এইচবি রিতা এবং অন্যজন হচ্ছেন রিপোর্টার রুদ্র মাসুদ। স্বীকৃতি মানুষের কর্মস্পৃহাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়, আর এ দু'জন মানুষ প্রথম আলোর জন্য যা যা করেন তাঁদের এই মূল্যায়ন অন্যরকম আপ্লুত করেছে আমার মতো অনুষ্ঠানে আগত অনেককেই।

তবে ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে অনুষ্ঠানে এইচবি রিতার অনুপস্থিতি অনেকের মতো আমারও হৃদয়ে রক্তক্ষরণ করেছে। তিনি অনুপস্থিত থেকেও দৃশ্যত ছিলেন প্রতিটা মানুষের অন্তরে, আলেচনায়। এটাকে এই অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বড় অপূর্ণতা মনে হয়েছে, অন্তত আমার কাছে।

প্রথম আলোর সাপ্তাহিক লাইভ অনুষ্ঠান 'টক অব দ্যা উইক' এর উপস্থাপকদের মধ্যে সোহানা নাজনীন, ফরিদা ইয়াসমীন এবং রোকেয়া দীপা কথা বলেছেন। কথা বলেছেন প্রথম আলো পত্রিকার বিন্যাসের শাড়ির সাজে অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রথম আলো পরিবারের নারী লেখক ও সাংবাদিকদের মধ্যে আরো অনেকেই। কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, রাজনীতিবিদ, নারী সংগঠক, বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরাও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পুরনো পত্রিকা ও নতুন পথচলা টিভি চ্যালেনকে। তবে কেউই মাইক্রোফোন হাতে আগত অতিথিদের বিরক্তির কারণ হননি। সম্পাদক যাকেই ডেকেছেন বলেছেন এক মিনিটে কথা শেষ করতে, বেশিরভাগই মিনিট শেষ হওয়ার আগেই কথা শেষ করেছেন। এরকম শৃঙ্খলা বা ভদ্রতা বাঙালি কমুউনিটিতে খুব কম দেখা যায়। আর বিশেষ করে এসব কারণে আমাদের পরের প্রজন্ম আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে।

যাই হোক, সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়েই ঘনিয়ে আসে ইফতারের সময়। ইমাম কাজী কাইয়্যুম এসময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও কোরআন তিলাওয়াতের পর আজান দেন। ইফতার ও নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে বলতে ইচ্ছা করছে আর তা হলো এখানকার ইফতার পার্টিগুলোতে প্রচুর খাবার নষ্ট করার প্রবণতা দেখা যায়। এই অনুষ্ঠানও তার ব্যতিক্রম ছিলো না। অনেকেই অনেক বেশি খাবার প্লেটে নেন অথচ তার অর্ধেকও খান না। বিশেষ করে, ইফতারের পর খিচুড়ি ও মাংস যা নিজেরাই পরিবেশন করেছেন তাও অনেকে অপচয় করেছেন, যা সত্যিই অনভিপ্রেত। খাবারের ব্যাপারে আমাদের আরো সচেতনতা ও শৃঙ্খলার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।

তবে সর্বোপরি একথা বলা যায় এমন স্বতঃস্ফূর্ত অনুষ্ঠান বাঙালি কমিউনিটিতে খুব কমই হয়। অতিথি করা কিংবা চেয়ার নিয়ে টানা হেঁচড়া কিংবা বিভিন্ন বিষয়ে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি এসব কমিউনিটির অনুষ্ঠানের চিরায়ত অনুসঙ্গ। এসব বিহীন নির্মল একটা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে অনাবিল সময় কাটালাম সপরিবারে এবং এবারের রোজায় একমাত্র ইফতার পার্টি এটাই।

প্রথম আলোর উত্তর আমেরিকার সাথে আমার পথচলা বছর খানেকের। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অবস্থায় বাংলাদেশে প্রথম আলোতে কাজ করেছিলাম, দীর্ঘ বিরতির পর এই যুক্ত হওয়া নতুন মাত্রা যোগ করেছে জীবনে। আর এখানে যুক্ত হয়ে প্রথম বছরেই এরকম একটা অনুষ্ঠানের অংশ হতে পেরে অপার আনন্দ পেয়েছি তা বলাই বাহুল্য। গৎবাঁধা নিয়মের তোয়াক্কা না করে এমন চমৎকার দক্ষতা ও সতর্কতার সাথে অসতর্ক বিন্যাসে এই অনুষ্ঠান স্মৃতিতে অমলিন হয়ে থাকবে অনেকদিন।

শহরবাসীর জন্য ভালো বেতনের চাকরির সুযোগ

শেষ পৃষ্ঠার পর

মেয়র এরিক অ্যাডামস্। ১ এপ্রিল সোমবার কমিউনিটি অপ:এড-এ অ্যাডামস্ বলেন, 'মহামারী থেকে এ শহর পুনরুদ্ধার হলেও প্রতিটি নিউইয়র্কবাসী এই পুনরুদ্ধার থেকে সমানভাবে উপকৃত হয়নি। এই শহরে আমরা কৃষ্ণাঙ্গ বেকারত্বের উচ্চ হারকে চলমান হতে দিতে পারি না। এই কারণেই আমরা নিউইয়র্ক সিটিকে শ্রমিক-শ্রেণির লোকেদের জন্য বসবাসযোগ্য করে তোলতে সর্বাত্মক চেষ্টা করছি।'

অ্যাডামস্ বলেন, 'Jobs NYC-এর অংশ হিসাবে আমরা কর্মসংস্থান বৈষম্যের সম্মুখীন হওয়া এলাকাগুলোতে প্লেসমেন্ট অফিসগুলো চালু করছি। এই ইভেন্টগুলি পাঁচটি বরোর বাসিন্দাদের সরকারী এবং বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই ভাল বেতনের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করবে।'

অ্যাডামস্ একটি নতুন চাকরির পোর্টাল jobs.nyc.gov ও চালু করেছেন। চাকরিপ্রার্থীরা এখন এই নতুন ওয়েবসাইট চাকরির সন্ধান করতে পারবেন কিংবা নতুন চাকরির সুযোগ খুঁজে পেতে কেন্দিরগুলোতে সরাসরি যেতে পারবেন। অ্যাডানস্ বলেন, 'প্রতিটি নিউ ইয়র্কবাসীকে ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করাতে আমরা একসাথে কাজ করছি।'

দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই অ্যাডামস্ শহরের জননিরাপত্তা রক্ষা, অর্থনীতির পুনর্গঠন এবং নিউ ইয়র্কবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। করোনাভাইরাস মহামারী সময়কালে হারানো ৯লাখ ৪৬ হাজার বেসরকারি খাতের চাকরি পুনরুদ্ধার করেছেন। গত বছরের মতো এ বছরও শহর জুড়ে সামগ্রিক অপরাধ কমেছে এবং ৮.৩ মিলিয়ন নিউ ইয়র্কবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে এখনো কাজ করে যাচ্ছেন।

Jobs NYC এন্ট্রি-লেভেল চাকরির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তাগুলিকে কিছুটা সংস্কার করেছে, যার মধ্যে বেশ কিছু পেশার জন্য কলেজ ডিগ্রির প্রয়োজনীয়তা বাদ দেওয়া হয়েছে। অ্যাডামস্ বলেন, 'আমাদের শহরে সরকারি হাজার হাজার উন্মুক্ত চাকরি আছে, স্কুল নিরাপত্তা এজেন্ট থেকে শুরু করে প্রযুক্তির ভূমিকা পর্যন্ত শত শত পদ রয়েছে। অতীতে নিউ ইয়র্কবাসীদের কাজে অনেক বাধা ছিল। আমরা চাই নিউ ইয়র্কবাসীরা টিম নিউইয়র্কের অংশ হয়ে উঠুক। এই কারণেই নতুন সংস্কারগুলি ভাল বেতনের চাকরিগুলিকে আগের চেয়ে আরও বেশি অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলবে।'

সিটি গভর্মেন্টের জন্য কাজ করা কর্ম-শ্রেণির পরিবারগুলিকে সুবিধার অ্যাক্সেস দিতে গত মাসে অ্যাডামস্, নন-ইউনিয়ন সিটি কর্মীদের জন্য বেতনভুক্ত পেরেন্টাল লিভ এবং ফ্যামিলি লিভ-উভয়ই প্রসারিত করেছেন। অর্থাৎ ছয় থেকে বারো সপ্তাহ পর্যন্ত বেতন সহ ছুটি বাড়ানো হয়েছে, যা ১০ হাজারেরও বেশি মিউনিসিপ্যাল কর্মচারীদের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে। অ্যাডামস্ বলেন, 'আমরা এমন ব্যক্তিদের জন্য বারো সপ্তাহের বেতনের পারিবারিক ছুটির প্রস্তাবও শুরু করেছি যারা গুরুতর অসুস্থ পরিবারের সদস্যের যত্ন নিচ্ছেন।'

অ্যাডামস্ বলেন, 'আমি ইউনিউনের একজন সদস্য ছিলাম বলেই সিটি অফ নিউ ইয়র্কে লেবর সেক্টর আপডেট এবং উন্নত চুক্তিগুলি নিশ্চিত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। শহরের কঠোর পরিশ্রমী সরকারি কর্মচারীদের সুবিধা এবং উচ্চতর বেতন নিশ্চিত করতে, গত ১৩ মাসে আমরা শহরের কর্মীদের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়নগুলির সাথে চুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছি। তারমধ্যে ৯৫ শতাংশ কর্মী এবং ১০০ শতাংশ ইউনিফর্মধারী।'

একটি ভালো বেতনের চাকরি নিউইয়র্কবাসীর স্বপ্ন। এই কারণেই মেয়র অ্যাডামস্ নিউ ইয়র্কবাসীদের ভাল বেতনের চাকরি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যারিয়ার প্রশিক্ষণের সুযোগগুলিতে বিনিয়োগ করেছেন এবং শহরবাসীকে উৎসাহিত করছেন।

অ্যাডামস্ বলেন, 'নিউ ইয়র্কে যারা বসবাস করেন, বিশেষ করে যারা ভিন্নবর্ণের আশেপাশে থাকেন তাদের প্রত্যেকেরই আমাদের শহরের সমৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। চাকরিগুলি আরও সমতাবাদী নিউইয়র্ক সিটি তৈরি করবে যেখানে প্রত্যেকেরই একটি দৃঢ় চাকরির অ্যাক্সেস থাকবে, যা তাদের পরিবারকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করবে এবং মিশন ও গর্বের অনুভূতি বিকাশে সাহায্য করবে।

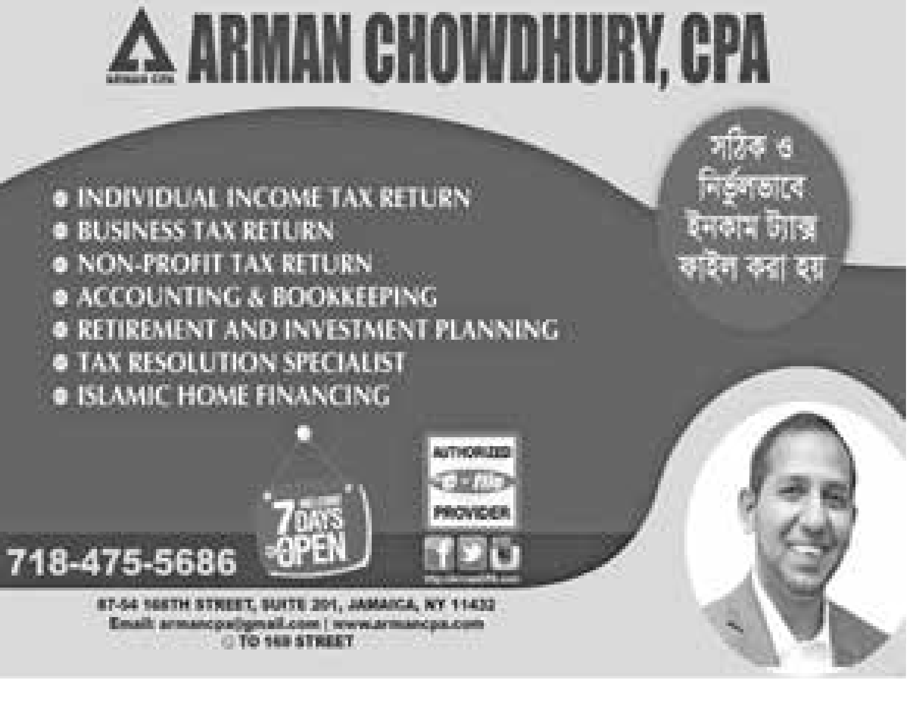

একজন নভেরা আহমেদ, একটি শহীদ মিনার ও বঞ্চিত ক্ষনজন্মা ভাস্কর

রোমেনা রোজী

নভেরা আহমেদকে বাংলাদেশের আধুনিক ভাস্কর্যশিল্পের অন্যতম অগ্রদূত বলা হয়। তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথম বাংলাদেশি আধুনিক ভাস্কর এবং শহীদ মিনারের অন্যতম নকশাকার ছিলেন। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে ভাস্কর হিসেবে নিজের একটা দৃঢ় অবস্থান তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন তিনি।

নভেরার জন্ম সুন্দরবনে ১৯৩৯ সালের ২৯ মার্চ। তবে পৈতৃক বাড়ি ছিল চট্টগ্রামে। বাবার চাকরিসূত্রে কলকাতায় অবস্থানকালে সেখানকার লরেটো স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন তিনি। এরপর চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন। পরে আইন পড়ার জন্য লন্ডনে যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি ১৯৫১ সালে ভর্তি হন 'ক্যাম্বারওয়েল স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস'-এ, 'ডিপ্লোমা ইন মডেলিং ও স্কাল্পচার' কোর্সে। সেখান থেকে ডিপ্লোমা শেষ করার পর তিনি ইতালির ফ্লোরেন্স ও ভেনিসে ভাস্কর্য বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবন শেষে ১৯৫৬ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। সে সময়ে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মাণের কাজ চলছিল। বিষয়টি এতটাই স্পর্শকাতর ছিল যে কোন নকশা আহবান বা টেন্ডার খবরের কাগজে বের করা হয়নি। পূর্ব পাকিস্তান এর তখনকার মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান জয়নুল আবেদিন কে সরাসরি ডিজাইন দিতে বলেছিলেন। এই সময়ে জয়নুল আবেদীন এর স্নেহধন্য হামিদুর রহমান ও নভেরা আহমেদ একই সাথে শিক্ষাজীবন শেষ করে দেশে ফেরেন। তারা যাবার সময়েও একই সাথে গিয়েছিলেন। জয়নুল আবেদিন হামিদ এর কাছে স্কেচ ও মডেল সহ ডিজাইন আহবান করেন ব্যাক্তিগতভাবে। শহীদ মিনারের ডিজাইন নভেরা এবং হামিদুর রহমান মিলেই করেছিলেন। এবং এর উৎসাহ এসেছিল নভেরার seated woman নামের দুটি ভাস্কর্য থেকে। সেখানে মাতৃ প্রতিকৃতি ও আনত সন্তানের সম্পর্ক ছিল যেটা শহীদ মিনারের মূল উপজীব্য। তবে বর্তমান শহীদ মিনার থেকে নভেরা বা হামিদ কারো ডিজাইন ই বর্ননা করা সম্ভব নয় কারণ তাঁদের মূল ডিজাইন এর একটি বড় অংশ পরে আর বাস্তবায়িত হয় নি। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হলে শহীদ মিনারের কাজ সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। পরে দায়সারা ভাবে জিনিসটা শেষ করা হলেও মূল নকশা আর বাস্তবায়িত হয় নি। তবে তার চেয়েও আশ্চর্যভাবে স্থপতি হিসাবে নভেরা আহমেদ এর নাম বাদ পড়ে যায়। এর পেছনে কারণ কী এ নিয়ে অনেক মতবাদ আছে। অনেকে বলেন শহীদ মিনারের মূল স্তম্ভ গুলোর নকশা করেছিলেন হামিদুর রহমান। আর সাথে প্রচুর ভাস্কর্য ছিল যার পেছনে ছিলেন নভেরা। যেহেতু ভাস্কর্য গুলো পরে তোলা হয় নি তাই তাঁর নাম ও গেজেটে দেয়া হয় নি। যুক্তিটা কতটা খেলো আর সংকীর্ন তাতে না গিয়ে যদি প্রশ্ন করা হয় "কেন ভাস্কর্য গুলো তোলা হল না?" অর্থাভাব বা ধর্মীয় অনুভূতি জাতীয় শব্দ এনে আপনার মনকে বিষিয়ে দেবার কাজটি পাকিস্তান সরকার করেছিল অত্যন্ত সূচারুভাবে। অনেকে বলে থাকেন ধর্মীয় ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে থাকা পাকিস্তান সরকার সেই রক্ষনশীল সময়ে একজন প্রগতিশীল নারী ভাস্করকে একটা উটকো ভেজাল বলে মনে করেছিলেন। উড়িয়ে দেয়া যায় না কথাটা।

১৯৭৩ সালে দেশ ত্যাগ করার পর প্যারিসে বসবাসকালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি স্বেচ্ছা নির্বাসনে চলে যান। বিয়ে করেছেন তাঁরই এক বন্ধু গ্রেগোয়া দ্য ব্রুনসকে। সেখানে নিভৃতে কাজ করে গেছেন। বিশেষ করে বাঙালিদের সংসর্গ এড়িয়ে চলেছেন।

ঔপনিবেশিক ভারতের রক্ষণশীল সমাজে জন্ম নভেরা আহমেদের। কিন্তু তুমুল প্রতিভাবান এবং ক্ষুরধার ব্যক্তিত্বের অধিকারী নভেরা সমাজের চেয়ে দু কদম আগে হেঁটেছেন সবসময়। কিন্তু এই গুণী শিল্পীকে স্বীকৃতি এবং সম্মান দিতে বরাবরই কার্পণ্য করেছে রাষ্ট্র। চার দশক ধরে নভেরার ভাস্কর্যগুলো এখানে ওখানে অবহেলায় পড়ে থেকে নষ্ট তো হয়েছেই, তাকে বঞ্চিত করার সবচেয়ে বড় উদাহরণ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের স্থপতি হলেও আজ পর্যন্ত স্থপতির স্বীকৃতি না দেওয়া। ভাস্কর নভেরা আহমেদের ভাস্কর্যও এই প্রতিক্রিয়াশীলতার রাজনীতিতে শহীদ মিনারে আর ঠাঁই পায়নি। আরও যে ভয়াবহ ব্যাপারটি ঘটেছে, শহীদ মিনারের স্থপতি হিসেবে পুরোপুরি মুছে দেওয়া হয়েছে নভেরা আহমেদের নাম। এখন আমরা কেবল হামিদুর রহমানের নামটিই জানি। গুণীজনদের অভিমত

সমাজের চিরন্তন পুরুষতান্ত্রিকতার শিকার হয়েছেন নভেরা আহমেদ।

নভেরা আহমেদের স্বেচ্ছা নির্বাসনের কারণ কেউই স্পষ্টভাবে বলতে পারেন না। তিনি নিজেও কাউকে বলে যাননি, ঠিক কী কারণে তিনি মাতৃভূমি থেকে দূরে ছিলেন। শুধু দূরেই নয়, রীতিমতো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্তরালে ছিলেন। অনেকে বলেন, দমবন্ধ সামরিক শাসন, রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থায় একজন স্বাধীনচেতা, দুঃসাহসী নারী

হিসেবে মানিয়ে নিতে পারেননি তিনি। অনেকের ধারণা, শহীদ মিনারের স্থপতি হিসেবে স্বীকৃতি না পাওয়াই তার সবচেয়ে বড় ক্ষোভ। আবার অনেকের মতে, কোনো ব্যক্তিগত হিসাব-নিকাশ নভেরাকে স্বদেশ বিমুখ করেছে।

১৯৯৭ সালে সরকার নভেরাকে একুশে পদক প্রদান করে কিন্তু নভেরা সে পদক গ্রহণ করেননি। পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে তৎকালীন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে যোগ্য সম্মান দিয়ে পদক গ্রহণে আমন্ত্রণ জানানোর কথা বলেন। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে তা আর সম্ভব হয়নি। নভেরা আহমেদ প্রধানমন্ত্রীর নিকট মহান মুক্তিযুদ্ধের বীরাঙ্গনাদের নিয়ে বিশাল একটি ভাস্কর্য তৈরির স্বপ্নের কথা জানিয়েছিলেন। নভেরার মৃত্যুতে সে সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু লক্ষ্যণীয়, এত নিস্পৃহতার মধ্যেও শিল্পীর দেশপ্রেম এবং রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পর্কে বিস্মৃত হননি তিনি।

আধুনিক সময়ে স্থাপত্য শিল্পে নভেরা আহমদ এক কিংবদন্তির নাম। এই নভেরাই যে আমাদের দেশের প্রথম আধুনিক ভাস্কর তা আমরা সবাই কমবেশি জানি; কিন্তু তাঁর জীবন ও শিল্পকর্মের কতটুকুইবা জানা সম্ভব? অথচ তাঁকে নিয়ে বিদগ্ধ বাঙালি সমাজে আগ্রহের শেষ নেই। ১৯৯৪ সালে সাপ্তাহিক বিচিত্রার ঈদসংখ্যায় হাসনাত আবদুল হাইয়ের নভেরা নামে একটি উপন্যাস ছাপা হলে প্রায়-বিস্মৃত এই শিল্পীর জীবনের কিছু অধ্যায় নিয়ে চারদিকে হইচই পড়ে যায়। 'কালো ট্রাউজার, কালো ব্লাউজ, গলায় কালো রুদ্রাক্ষের মালা। চোখের নিচে ভ্রূর আদলে দীর্ঘ মেকআপের কালো বাঁকা একটা রেখা টানা।' এভাবেই নভেরার রূপের বর্ণনা করেছেন কথা সাহিত্যিক হাসনাত আবদুল হাই। ১৯৫৫ সালে নভেরা লন্ডনের ক্যামবারওয়েল কলেজ অব আর্টস থেকে মডেলিং এবং ভাস্কর্য বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করে হামিদুর রহমানের সাথে দেশে ফিরে শহীদ মিনার নির্মাণের কাজে হাত দেন। নভেরা আহমেদ একটি রহস্যময় নাম—আধুনিক সময়ের কিংবদন্তি। এর কিছুটা তাঁর নিজের সৃষ্টি আর কিছু অংশের স্রষ্টা তাঁর বিহ্বল বন্ধুরা। ১৯৬০ সালে নভেরার এক প্রদর্শনীর পুস্তিকায় শিল্পাচার্য জয়নুল তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, "আজ এখানে নভেরা যা করছেন, তা বুঝতে আমাদের অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে"। তিনি ঠিকই বলেছিলেন, আমরা কি আজো তাকে বুঝতে পেরেছি?

২৯ মার্চ কিংবদন্তি ভাস্কর নভেরা আহমেদের ৯০তম জন্মবার্ষিকী।

নভেরার প্রথম একক ভাস্কর্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬০ সালের ৭ আগস্ট ঢাকার কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে। দ্বিতীয় একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালে ব্যাংককে। এই প্রদর্শনী ছিল ধাতব ভাস্কর্যের প্রথম মুক্ত প্রদর্শনী। এরপর ১৯৭৩ সালের জুলাইয়ে তাঁর তৃতীয় একক প্রদর্শনী হয়েছিল প্যারিসের রিভগেস গ্যালারিতে। সর্বশেষ ২০১৪ সালে সব কাজ নিয়ে ১০০ দিনব্যাপী একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্যারিসে।

নভেরার ভাস্কর্যের মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে 'চাইল্ড ফিলোসফার', 'মা ও শিশু', 'এক্সটার্মিনেটিং অ্যাঞ্জেল', 'পরিবার', 'যুগল', 'ইকারুস', 'জেব্রা ক্রসিং' ইত্যাদি। এ ছাড়া ১৯৭৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্যারিসে তিনি বেশ কিছু ছবি এঁকেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর ৪৩টি চিত্রকর্মের খোঁজ পাওয়া যায়।

আজ পর্যন্ত রাষ্ট্র তার কর্মের যথাযথ মূল্যায়ন করেনি। এমন অবস্থায় নৈবেদ্য শোভা পায় না, রাষ্ট্রের কাছে শুধু আকুল আবেদন জানানো যায়, নভেরা আহমেদকে শহীদ মিনারের স্থপতি হিসেবে স্বীকৃতি দিন, তার সৃষ্টিগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করুন। বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, পাবলিক লাইব্রেরি ও চারুকলা চত্বরে তিনি যে ভাস্কর্য করেছিলেন সেগুলো অযত্নে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ছিল। রাষ্ট্র, সমাজ, এমনকি শিল্পীরাও তার ভাস্কর্যকে অবহেলা করেছেন, যেজন্য এ অপূর্ব ভাস্কর্যের অনেকটাই প্রায় পুরো নষ্ট হয়েছে। কিছু কিছু ভাস্কর্যের অংশবিশেষ নষ্ট হয়েছে। দীর্ঘদিন পর গত শতকের নব্বই দশকে নভেরা আহমেদের ভাস্কর্য, শহীদ মিনারের সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা ইত্যাদি আবার গুরুত্ব পেতে থাকে। শিল্পকলা একাডেমি ও জাদুঘর নভেরার ভাস্কর্য সংরক্ষণে বেশ উদ্যোগ নেয়।

সেই পঞ্চাশের দশকে যখন এ দেশে শিল্পকলার প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা হাঁটি হাঁটি পা পা করছে সে সময় একজন নারীর ভাস্কর হিসেবে বিকশিত হওয়া সহজ কথা নয়। তার ভাস্কর্য দেখলে তার জীবন সম্পর্কে কৌতূহল জাগবেই।

নভেরা আহমেদ চলে গেছেন, কিন্তু তার ভাস্কর্যগুলো চিরকাল বলে যাবে, সময়ের চেয়ে অগ্রগামী এক শিল্পী জন্মেছিলেন, তার নাম নভেরা। তিনি ছিলেন... আছেন... থাকবেন... শিল্পীর মৃত্যু নেই।

ইস্তাম্বুলে ব্লু মসজিদ

আফতাব চৌধুরী

মসজিদের শহর ইস্তাম্বুল। এ মহানগরীতে শত শত নয়, হাজার হাজার দৃষ্টিনন্দন মসজিদ রয়েছে সুউচ্চ মিনার সমেত। ইস্তাম্বুলে মসজিদসমূহ বিশ্বের কাছে প্রসিদ্ধ। বিশেষ করে এমন কয়েকটি মসজিদ রয়েছে যে মসজিদগুলো স্থাপত্য শিল্পের বিস্ময়কর অবদান মনে করি। তৎমধ্যে অন্যতম একটি হল “সুলতান আহমদ মসজিদ” প্রকাশ ব্লু মসজিদ।

ইস্তাম্বুলে অসংখ্য সুবিখ্যাত মসজিদসমূহের মধ্যে সোলেমানী মসজিদ ও ব্লু মসজিদই প্রধান। তোপকাপি যাদুঘর তথা ওসসমানি সুলতানগণের প্রাসাদের সম্মুখভাবে এ ব্লু মসজিদ যা বিশ্ববিখ্যাত হাঘিয়া-সোফিয়া জাদুঘরের নিকটে।।

তুর্কি জনগণ ইস্তাম্বুলে শ্রেষ্ঠতম সুন্দর এবং বিশাল মসজিদগুলোর মধ্যে এটিকে অন্যতম মনে করে। এ মসজিদ প্রথস সুলতান আহমদ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২০ বছর ছিল । সুলতান হাঘিয়া-সোফিয়া গীর্জাকে মসজিদ-এ রুপান্তরিত করার পরেও পরিতৃপ্ত হচ্ছিলেন না। ফলে অত্র মসসজিদটি নির্মাণ করেন। শীশান-এর এক বিখ্যাত স্থপতি মুহাম্মদ আগার- এর দিক নির্দেশনায় এ মসজিদ নির্মিত হয়। মসজিদে ব্লু টাইলসের আধিক্যের কারণেই এ মসজিদটি সুলতান আহমদ মসজিদের পাশাপাশি ব্লু মসজিদ বলা হয়ে থাকে। প্রথম সুলতান আহমদ তার এ প্রিয় মসজিদটি ধর্মীয় ঘোষণা প্রদানের কেন্দ্রস্থল হিসাবে ব্যবহার করতেন। এখানে ধর্মীয় ছুটির দিনগুলো উদযাপিত হত। হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীগণ এ মসজিদ থেকে রওনা হতেন। মসিজদের গগনচুম্বী ৬টি মিনার বহুদূর থেকে দৃশ্যমান। সুলতান স্থপতিকে মিনারগুলো স্বর্ণের দ্বারা নির্মাণ করতে আদেশ করেন। স্থপতি সুলতানের কথাগুলোতে আবেগের প্রতিফলন বুঝতে পেরে তা অসম্ভব বলে মূল্যবান পাথর দ্বারা নির্মাণ সমাপ্ত করেন। আল্লাহর প্রতি প্রগাড় শ্রদ্ধা নিবেদনের নিদর্শন স্বরুপ সুলতান মসজিদের গেটে একটি ধাতব শিকল ঝুলিয়ে রাখেন। এ গেটের ভিতর দিয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করে যাওয়ার সময় সুলতান প্রতিবারই মাথা নত করতেন। মসজিদের মূল কক্ষ ৬৪ মিটার, ৭২ মিটার। মসজিদের বারান্ধা ৩০টি ছোট ছোট গম্বুজে আবৃত। মসজিদের উঠানে রয়েছে ৮ কোণাকৃতির একটি বিশেষ ঝর্ণা। মসজিদের ২৬০টি জানালায় সেকালের অতি মূল্যবান রঙ্গিন কাঁচ ছিল। এ কাঁচ মসজিদকে দিনরাত আলোকিত করে রাখত। নীল ও সাথে সবুজ টাইলস এবং ফ্লোরে লাল কার্পেট আলোতে উজ্জ্বল হয়ে থাকত। তখন মসজিদের ভিতরের অংশকে মোহনীয় দেখাত। মসজিদের কেন্দ্রীয় তথা মূল গুম্বুজটি ৪৩ মিটার তথা ১৩০ ফুটের চেয়ে অতি উচ্চতায় অবস্থিত। শুধু তাই নয় বিশ্বখ্যাত এ গম্বুজটির ব্যাসার্ধ হল ২৪ মিটার তথা ৭০ ফুটের চেয়ে বেশী। মার্বেল পাথরের প্লেট দ্বারা আবৃত ৩টি

গোলাকৃতি বিশিষ্ট পিলার গম্বুজটিকে উর্ধ্বে তুলে রেখেছে। মসজিদের দেয়ালকে আবৃত করা হয়েছে বর্ণিল অলংকরণের দ্বারা যার প্রধান বর্ণ হচ্ছে নীল। চমৎকার হস্ত লিপির ক্যালিগ্রোফি তথা আরবীয় নকশা রয়েছে এতে । মেহরাব এবং জুমার খুৎবার মিম্বর সাদা মর্মর পাথর দ্বারা নির্মিত যা তুর্কি সুলতানগণ কর্তৃক নির্মিত মসজিদে নববীর সাথে অনুকরণীয় বলা যেতে পারে। মসজিদের উঠান এবং চতুষ্পার্শের বাগান এর সৌন্দর্যকে বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। তুরস্কের মসজিদগুলোতে মেহরাবে দাঁড়িয়ে বা মিম্বরে বসে ওয়াজ নছিহত করার বিধান নেই। মসজিদের কোন এক পার্শ্বে একটি বিশেষ মঞ্চের মত রয়েছে ওয়াজ নছিহত করার উদ্দেশ্যে। তুরস্কের মসজিদের ইমামগণের বিশেষ লেবাস রয়েছে, তারমধ্যে মাথায় রুমি টুপি, তা অবশ্য লাল অথবা সবুজ। টুপিটি চারপার্শ্বে সাদা কাপড়ে পেঁচানো যা আমাদের দেশে সাদা পাগড়ী পরিধানের মত। গায়ে আবৃত গোড়ালীর উপর পর্যন্ত আমাদের দেশীয় ওভারকোট অথবা রেইন কোটের মত। ইমাম সাহেবের কক্ষে এরকম একাধিক টুপি ও একাধিক পোশাক রক্ষিত থাকে। তুর্কি পোশাক তথা প্যান্ট-শার্ট পরে এসে ঐ কক্ষ থেকে উক্ত পোশাক পরিধান করে ইমাম সাহেব ইমামতি করতে যান। নামাজান্তে উক্ত পোশাক তার খাস কক্ষে খুলে রাখবেন। নামাজের পর ইমাম পোশাক খোলার পর উনি যে একজন আলেম ও মসজিদের ইমাম তা বুঝার উপায় থাকেনা। ইমাম সাহেব আরবিতে কোরআন শরীফ ও হাদিস শরীফ পড়ে খুৎবার সুচনা করলেও কয়েক মিনিটের ব্যবধানে তুর্কি ভাষায় খুৎবা দেয়া শুরু করে দেন। খুৎবা দেয়া সমাপ্ত হলে খতীব সাহেব মিম্বরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে মুয়াজ্জিন মাইকযোগে সুলতানের মাগফেরাত কামনা দোয়া ও সুরা ফাতেহা পড়তে থাকেন। সাথে সাথে উপস্থিত হাজার হাজার মুসল্লী সমন্বয়ে মুয়াজ্জিনের অনুকরণ করে সুরা ফাতেহা পড়ে সুলতানের জন্য দোয়া করেন। অতঃপর মুয়াজ্জিন একামত দিলে খতীব সাহেব নামাজ পড়িয়ে দেন। অবশ্য নামাজে আরবী ভাষা ব্যবহার করা হয়। খতীব সাহেব সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করার পর পর মুয়াজ্জিন মাইকযোগে ‘আল্লাহুম্মা আন্তাচ্ছালাম ওয়ামিনকাচ্ছালাম তারাবাকাত রাব্বানা ওয়াতায়া আইকা এযাজালজালালি ওয়াল ইকরাম’। মুয়াজ্জিনের মুখে মুখে উপস্থিত সমস্ত মুসল্লী সমস্বরে এ দোয়াটি পড়তে থাকেন। অতঃপর সুন্নাত নামাজ পড়া হয়। সুন্নাতের পর খতীব সাহেব কেবলা পিছ দিয়ে মুসল্লীগণকে সামনে রেখে দু‘হাত তুলে মুনাজাত করেন। তারপর অনেক মুসল্লী খতীব সাহেবের সাথে করমর্দন বা মুসাফাহা করেন।

বাংলাদেশের দক্ষিণ চট্টগ্রামের চন্দনাইশে এ ‘ব্লু’ মসজিদের আদলে একটি মসজিদ নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে। চন্দনাইশ উপজেলায় জুয়ারা ইউনিয়নের ফতেনগর গ্রামে এডভোকেট বদিউল আলমের পারিবারিক মসজিদটি পুনঃ নির্মান করতে গিয়ে ইস্তাম্বুলের ‘ব্লু’ মসজিদের ৬টি মিনারকে পরিহার করে মসজিদের চারকোণে চারটি ছোট গম্বুজ দেয়া হচ্ছে। মসজিদের নির্মান কাজ সমাপ্ত হলে যারা ইস্তাম্বুল গমনে অক্ষম তাদের জন্য কিছুটা হলেও দেখার খোরাক হতে পারে।

বস্তুত: ইস্তাম্বুলের ‘ব্লু’ মসজিদ বিশ্বখ্যাত। এ মসজিদের আদলে আরেকটি মসজিদ রয়েছে কয়েক কি.মি দুরত্বে পাহাড়ের উপর। ঐ মসজিদকে সুলায়মানী মসজিদ বলা হয়। এটাও বিশ্বখ্যাত মসজিদগুলোর অন্যতম একটি। ইস্তাম্বুলে এমন আরও কয়েকটি মসজিদ রয়েছে যেগুলোও দেখার মত। ব্লু মসজিদটি ইস্তাম্বুলের একদম নাভিতে অবস্থান করছে। হাঘিয়া-সুপিয়া জাদুঘর, তোপকাপিসহ প্রায় ৪/৫ বর্গ কি.মিটারের মধ্যে তুরস্কসহ ২ হাজার এর মত বিদেশী পর্যটটকগণের আনাগোনা থাকে। এখানে মসজিদের আশেপাশের চতুরগুলো বাগানাদিতে ভরপুর। বাগানের ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে খোলামেলা অসংখ্য রেষ্টুরেন্ট। এগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্টারমানের। দেশি বিদেশি পর্যটকদের কাছে ইস্তাম্বুলের প্রধান প্রধান কয়েকটি আকর্ষণীয় স্থাপনার মধ্যে এ ব্লু-মসজিদটি একটি।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
শনিবার সকল শাখা খোলা, রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স খোলা
› আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
› আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
› আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
› আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনা পাশাপাশি সকল ব্যাংকের একাউন্টে আরও ২.৫০% প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা
৫% বোনাস

সম্মানিত গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়াদের শুভেচ্ছা
blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
ASTORIA 718-777-7001
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MANHATTAN 212-808-0790
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

বসন্ত ঋতুকে স্বাগত জানাবেন কিভাবে?

সোহানা নাজনীন

জীবনকে নবায়ন এবং পুনঃবৃদ্ধি করতে বসন্ত ঋতু একটি যাদুকরী সময়। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আপনিও এর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, তাই না? ঋতুটি কেবল উষ্ণ আবহাওয়া নিয়ে আসে না, এটি জীবনের একটি নতুন চক্র শুরুর সংকেত দেয়। আপনি যখন এই সুন্দর ঋতুর সুখী এবং রঙিন স্পন্দনগুলি উপভোগ করবেন, তখন অবশ্যই মনে প্রশ্ন জাগবে – 'আমি কীভাবে ঋতুকালীন এ সময়টাকে স্বাস্থ্যকর করতে পারি?' বসন্ত মানেই আবার কর্ম জগতে ফিরে আসা! আমরা সবাই উষ্ণ আবহাওয়াকে স্বাগত জানাতে এবং বাইরে বেরুতে উন্মুখ হয়ে থাকি। তাই জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনতে এবং শারীরিক শক্তি তৈরি করতে হাইকিং, বাইক চালানো এবং সাঁতারের মতো কাজগুলো উপভোগ করার উপযুক্ত সময় এটা। আপনার শরীরের প্রয়োজনীয় সমস্ত ভিটামিন এবং পুষ্টির জন্য এই ঋতুর তাজা ফল এবং শাকসবজি খাওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে সদ্ব্যবহার করে জীবনকে সুস্থ এবং সুখী করার দুর্দান্ত সময় এটি।

যেহেতু বসন্ত আমাদের দোরগোড়ায় উপস্থিত, তাই এই আসন্ন ঋতুতে স্বাস্থ্যকর সুবিধা সহ কীভাবে নিজেকে ঝরঝরে রাখা যায়, তা নিয়ে কার্যকরী টিপসগুলো আমাদের জানা দরকার।

নিচে বর্ণিত কিছু টিপস আপনাদের জন্য কার্যকরী হতে পারে।

নিজের জন্য সময় দিন

দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়ে কাজ কি আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলছে? বসন্ত হল সেই সময় যখন আপনি নিজের জন্য সময় দিতে পারেন এবং সুস্থতার দিকে মনোনিবেশ করতে পারেন। রিচার্জ এবং রিসেট বাটনের মতোই এই ঋতু আপনাকে সতেজতায় ফিরে আসতে দিবে। যেমন, প্রতিদিন প্রকৃতির মাঝে হাঁটা, ত্বক ও শরীরের যত্ন, মনের যত্নে সামাজিক যোগাযোগ, শিল্প সংগীত বা বই পড়া, লেখালিখির মতো কাজগুলো করতে কিছুটা সময় নিজের জন্য রাখা। এই উপভোগ্য কাজগুলো আপনার জন্যে সবচেয়ে ভালো ফল আনতে পারে। কারণ এটি আপনাকে চাপ কমাতে, নিজের প্রতি ফোকাস বাড়াতে এবং সামগ্রিক মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে সাহায্য করবে। নিজের জন্য সময় আলাদা করে নিজেকে অনুপ্রাণিত, কর্মক্ষম এবং সৃজনশীল রাখতে আপনি নতুন এই ঋতুকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করতে পারেন।

নিয়মিত ব্যায়ামের সময় বাড়িয়ে দিন

ব্যায়াম রোজকার একটি উপকারী অভ্যাস হতে পারে। বসন্তকাল ব্যায়াম করার আরো উপযুক্ত সময়। নিয়ম করে দৈনিক ব্যায়াম, আপনার শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক সুস্থতা উন্নত করতে সাহায্য করবে। যোগব্যায়াম একটি দুর্দান্ত ব্যায়াম যা আপনার শরীর ও মনের সাথে সংযোগ স্থাপনের সর্বোত্তম উপায়। নিজেকে রিচার্জ করার সাথে সাথে সূর্য নমস্কার, প্রাণায়াম এবং ধ্যানের শক্তি আসনগুলো আবিষ্কার করতে পারেন। স্ট্রেচিং ব্যায়াম করতে পারেন। আমাদের জয়েন্টগুলিতে গতির পরিসীমা বজায় রাখতে যে শক্তি ও ফ্লেক্সিবিলিটির দরকার হয়, স্ট্রেচিং-পেশীগুলিকে সেই ফ্লেক্সিবিলিটি এবং শক্তি দিয়ে স্বাস্থ্যকর রাখে। স্ট্রেচিং-এর অনুপস্থিতিতে পেশীগুলি দুর্বল, সংক্ষিপ্ত এবং শক্ত হয়ে যায়। তখন আমাদের শরীর নাড়ানোতে সমস্যা হতে পারে। বেসিক ওয়ার্ম-আপ করারও উপযুক্ত সময় এটি। ওয়ার্ম-আপ বা উষ্ণতা আমাদের হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি করে এবং রক্ত প্রবাহ ঠিক রাখে। এটি আমাদের পেশীগুলিতে আরও অক্সিজেন পৌঁছাতে সক্ষম করে। একটি ওয়ার্ম-আপ স্নায়ু এবং পেশীর মধ্যে সংযোগগুলিকে সক্রিয় করে এবং প্রাইম করে, যা নড়াচড়ার দক্ষতা উন্নত করে। জগিং, খেলা, হাঁটা, সিঁড়ি ডিঙ্গানো, চলতি পথে হাতের নড়াচড়া, কিক করা, দৌড়, সামান্য স্কোয়াট.. বসন্ত ঋতুতে এগুলো হতে পারে আনন্দ-বিনোদনেরও উৎস। বসন্ত ঋতুর বয়ে আনা কিছু মজার ক্রিয়াকলাপের জন্য আপনি নিশ্চয়ই প্রস্তুত আছেন?

বসন্ত ঋতুকে স্বাগত জানাবেন যেভাবে

- নিজের জন্য সময় দিন।
- নিয়মিত ব্যায়ামের সময় বাড়িয়ে দিন।
- স্বাস্থ্যকর খাবার খান।
- নিয়মিত ঘুমের চক্র বজায় রাখুন।
- ডিজিটাল ডিটক্স।

স্বাস্থ্যকর খাবার খান

সারা বছর ধরেই স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। তবে বসন্তকালে যখন তাজা খাদ্য সামগ্রী চারিদিকে সহজলভ্য, তখন কেন আপনি এর সর্বোচ্চ ব্যবহার করবেন না? ফল, শাকসবজি, চর্বিহীন প্রোটিন এবং আঁশওয়ালা সুষম খাদ্য আপনার শক্তির মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করবে। একটি স্বাস্থ্যকর বসন্তের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে আপনি নিজেই রান্নার কাজে যুক্ত হতে পারেন। ফল এবং শাকসবজি থেকে সদ্য তৈরি ঠান্ডা-ফ্রেস জুসের একটি দুর্দান্ত মিশ্রণ আপনাকে নিমিষেই চাঙ্গা করে তুলতে পারে।

নিয়মিত ঘুমের চক্র বজায় রাখুন

শীতকালে তাপমাত্রা সাধারণত ঠান্ডা থাকে, যা ঘুমিয়ে পড়া এবং ঘুমিয়ে থাকার জন্যে সহজ। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের ঘুমের ধরনও পরিবর্তিত হয়। এমনকি জীবনের দৈনন্দিন ব্যস্ততার মধ্যেও, প্রতি রাতে কমপক্ষে ৭ ঘন্টা ঘুমানোর চেষ্টা করুন। প্রতিদিন একই সময়ে বিছানায় যাওয়া এবং একই সময়ে জেগে ওঠা নিশ্চিত করুন। ঘুমের অভাবের ফলে দুর্বলতা, ক্লান্তি, বিরক্তি এবং সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষমতা দেখা দিতে পারে। অল্প কিছুক্ষণ হলেও ল্যাভেন্ডার তেল দিয়ে ম্যাসেজ করতে পারেন। এই ম্যাসাজ আপনাকে আরও ভালো ঘুমাতে সাহায্য করবে। ন্যাপের অভ্যাস থাকলে ন্যাপ নিতে পারেন।

ডিজিটাল ডিটক্স

ডিজিটাল ডিটক্স আপনাকে সতেজ এবং রিচার্জ হতে সহায়তা করবে। আগত বসন্তে যে কোন ডিজিটাল ডিভাইস থেকে দূরে থাকা বা সীমিত থাকার সিদ্ধান্ত নেয়া উত্তম বিবেচনা হতে পারে। আপনার ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলি থেকে মাত্রারিক্ত নজর ও আগ্রহ সরিয়ে ফেলুন, এর পরিবর্তে আপনার নতুন কার্যকলাপ বা শখগুলোর উপরে ফোকাস করুন। তা হতে পারে কোন নতুন খেলা, কিংবা কোন নতুন স্বাস্থ্যকর অভ্যাস। স্ক্রিন টাইম বাড়ানোর প্রাথমিক কারণ হচ্ছে শক্তি, ইচ্ছা ও ফোকাসের অভাব। প্রযুক্তি থেকে দূরে রাখার মাধ্যমে আপনি নিজেকে আরও উৎপাদনশীল করে তুলতে পারেন। যোগব্যায়াম, ধ্যান এবং নিরাময় থেরাপিতে নিযুক্ত থাকা আপনাকে কেবল ডিজিটাল ডিটক্সের সাথেই নয়, বরং আপনার শরীরের জমে থাকা সমস্ত বিষাক্ত অপসারণেও সহায়তা করবে।

বসন্ত একটি চমৎকার ঋতু, এটি আমাদের চারপাশে নতুন জীবন এবং নতুন রঙ নিয়ে আসে। এমনকি আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক জগতও জীবন্ত হয়ে ওঠে। পুরানো জড়তা এবং একঘেয়েমি জীবনযাত্রা ঝেড়ে ফেলে আবার নতুন রূপে পুনর্জন্মের জন্য বসন্তকে আমাদের সঠিক ভাবে গ্রহন করা উচিত। বন্ধু এবং পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে তাদের সাথে সময় উপভোগের মাধ্যমে স্মৃতি তৈরি করার জন্য বসন্ত ঋতু একটি দুর্দান্ত সময়। তাই এই বসন্তে প্রয়োজনীয় সুস্থতার মাধ্যমে আপনার জীবনকে পুনর্গঠন এবং পুনরুজ্জীবিত করুন, বসন্ত ঋতুর শক্তির সদ্ব্যবহার করুন, দীর্ঘায়ু হোন।

বৈশাখ ও বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস

মাজহার মান্নান

সকল ধর্মের সকল বর্ণের
মানুষের পদরেণু
বৈশাখের ঐ পরব লগ্নে
বাজে সাম্যের বেণু।

বৈশাখ বাঙালি সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস বহু পুরানো। প্রায় চার হাজার বছরের পুরাতন এই সংস্কৃতির রয়েছে বহুমাত্রিক ধারা। বাঙালি দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, প্রথা, উৎসব খুবই সমৃদ্ধ। বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে দর্শন, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য, খাবার, পোশাক, শিল্প, নন্দনতত্ব, কাব্য, সাহিত্য, চলচিত্র, উৎসব, খেলাধুলা, গণমাধ্যম, পারিবারিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। বাংলা অঞ্চলে বর্তমানে সাতটি অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। এগুলির মধ্যে ঐতিহ্যবাহী বাউল সঙ্গীত, মঙ্গল শোভাযাত্রা, নববর্ষ, দুর্গাপুজা ও ইসলামী মূল্যবোধ অন্যতম। বাঙালির সংস্কৃতির প্রাণ হল লোকসংস্কৃতি। এই লোকসংস্কৃতির ভিত্তিমূলে রয়েছে আদিবাসী সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হল মরমী গান ও নবান্ন উৎসব। পরবর্তীতে নগর সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে থাকে। তবে নগর সংস্কৃতি যতই অগ্রগামী হোক না কেন বাঙালি সংস্কৃতির পরিমাপক সব সময় গ্রামীন সমাজ। কৃষি জীবন ও নদ নদী বাংলার সংস্কৃতিকে নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রন করে থাকে। গ্রাম বাংলা সংস্কৃতির উৎস। লোক দর্শন, লোকশিল্প, লোকবিশ্বাস, সম্প্রীতি, গ্রামীন পালা পর্বন, সহ অবস্থান, সৌহার্দ, বঙ্গ লোকাচার, প্রবল জীবন প্রবাহ, প্রতিবাদী চেতনা, ধর্ম নিরপেক্ষতা, মানবিকতা বাঙালি সংস্কৃতির মৌলিক উপাদান বা বৈশিষ্ট্য। তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে বাঙালি সংস্কৃতি অনেকটাই ধর্ম নিয়ন্ত্রিত। সনাতন ধর্ম ও ইসলামী মূল্যবোধে আচ্ছাদিত বাঙালি সংস্কৃতির ধাঁচ। বিভিন্ন পুজা-পর্বন, মঙ্গল শোভাযাত্রা, পীর দরবেশদের দরগায় মানত, বন্দনা, ভক্তি, সমর্পন ইত্যাদি ধর্মীয় অনুশাসনে সিদ্ধ। বাঙালি সংস্কৃতিতে পোশাক অনন্য ভূমিকা পালন করে। এখানে ধর্মীয় প্রভাব দেখা যায়। ধুতি, লুঙ্গি, চাদর, গামছা, ফতুয়া, পাঞ্জাবি, শাড়ি বাঙালি পোশাকী ঐতিহ্য। বিভিন্ন খেলাধুলায় বাঙালি সংস্কৃতির ছাপ স্পষ্ট। নৌকা বাইচ, লাঠিখেলা, কুস্তি, হাডুডু ইত্যাদি বাঙালি সংস্কৃতির নির্দর্শন। বাঙালি সংস্কৃতি গ্রামীন প্রধান হওয়ায় এবং কৃষিভিত্তিক হওয়ায় এখানে প্রচলিত হয়েছে বিভিন্ন রসালো ধাঁধাঁ, প্রবাদ, প্রবচন, মরমী সংগীত, কবি গান, মানব বন্দনা। লোকসংস্কৃতির ভিতর দিয়েই বাঙালির আত্ম পরিচয়ের সন্ধান মিলে। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তার ঋত্বিক। লোক সংস্কৃতির নানা উপাদান নিয়ে তিনি গড়ে তুলেছিলেন তার ব্রতচারী আন্দোলন। দীনেশচন্দ্র সেন, চন্দ্রকুমার দে, আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ, জসীমউদ্দীন, আশুতোষ ভট্টাচার্য বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতির সত্তার স্বরুপ উদঘাটনে অনন্য ভূমিকা রেখেছিলেন। বাউল সম্প্রদায়ের অনবদ্য কীর্তি বাঙালি সংস্কৃতির উন্নয়নে মহীরুহ হিসাবে কাজ করেছে। " আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি" -- এই গানটির জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শিলাইদহের গগন হরকরার বাউল গানের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। চারণ কবি মুকুন্দ দাশের স্বদেশি যাত্রা ও গান বাঙালিকে মুক্তি পাগল করেছিলো। আমাদের দেশের নানা সংগ্রাম ও আন্দোলনের পশ্চাতে বাঙালি সংস্কৃতির অনন্য প্রভাব দৃশ্যমান। লৌকিক সমাজের কবি ও গায়কদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এসব আন্দোলন আর সংগ্রামে। ভাষা আন্দোলনের গান বেঁধে এক বাউল কবি মহিন শাহ পুলিশের হাতে লাঞ্চিত হয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধেও এদের অসামান্য অবদান রয়েছে। বঙ্গবন্ধু এসব চারন কবি, গায়ক ও লেখকদের খুব সম্মান করতেন।

সরলতা, প্রেম,দয়া, দানশীলতা, সহনশীলতা, আতিথিয়তা, মরমী চেতনা, প্রাকৃতিকতা বাঙালি সংস্কৃতির এক ধ্রুপদী ধারা। একটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে বাউল দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন, হিন্দু দর্শন বাঙালি সংস্কৃতির পিলার বা স্তম্ভ হিসাবে কাজ করেছে। মধ্যযুগে ইসলামের আগমনের ফলে সুফী দর্শন বিকশিত হতে থাকে যেটা মরমী চেতনায় সমৃদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে সুফীবাদ বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারাকে নিয়ন্ত্রন করেছে। রামকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, মহাপ্রভূ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তদেব, মহাবীর, শ্রীধর ভট্ট, সুফী সাধক শাহজালাল, বড়পীর, সৈয়দ আহমেদ শেরওয়ানি বাঙালি সংকৃতির মহীরুহ হিসাবে অবদান রেখেছেন। ইসলাম প্রসারের সাথে সাথে মুসলিম কবি, সাহিত্যিক, নেতা ও শাসকেরা বাঙালি সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার শুরু করে। বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হল পহেলা বৈশাখ। এটি বাঙালিদের জাতীয় উৎসব, সার্বজনীন লোক উৎসব। পহেলা বৈশাখ উদযাপন শুরু হয়েছিলো পুরান ঢাকার মুসলিম মাহফরাস সম্প্রদায়ের দ্বারা। মুসলিম সম্রাট আকবর বাংলা নববর্ষ বা বাংলা সন চালু করেছিলেন। বাংলাদেশে ১৪ এপ্রিল এবং ভারতে ১৫ এপ্রিল পহেলা বৈশাখ উদযাপন করা হয়। বাঙালি দিনপঞ্জির সাথে বৈশাখের নিবিড় বন্ধন রয়েছে। অনেকের মতে এটি শশাঙ্কের হাত ধরে এসেছে। তবে মুসলিম মোঘল সম্রাট আকবর এক্ষেত্রে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। তার নেতৃত্বে ১৫৫৬ খ্রিঃ ১০ মার্চ বা ৯৯২ হিজরিতে বাংলা সাল গননা শুরু হয়। আকবরের সময় থেকেই মূলত পহেলা বৈশাখ উদযাপন শুরু হয় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে। তবে পহেলা বৈশাখ উৎসবটি ঐতিহ্যগত। আধুনিক নববর্ষ পালনের খবর প্রথম পাওয়া যায় ১৯১৭ সালে। আদিবাসীরা বর্ষবরণ (পানি উৎসব) করে থাকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে যা বৈসাবী উৎসব নামে পরিচিত।

হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, এবং মুসলিমেরা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় উৎসব গুলি অত্যান্ত ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উদযাপন করে থাকে। কিন্তু এই সবগুলি ধর্মের মানুষ একত্রে একটি উৎসবে যোগদান করে আর সেটা হল পহেলা বৈশাখ। যেহেতু সকল ধর্ম বর্ণের মানুষ এই উৎসবে যোগদান করে তাই এটিকে সার্বজনীন বা সাম্যবাদী উৎসব বলা যায়। এক মহা ভাতৃত্বের বন্ধন রচিত হয় বৈশাখী মঞ্চ থেকে। আমাদের সংস্কৃতির এক বিরাট সংযোজন হল পহেলা বৈশাখ। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমতাসাধক, ধারক এবং বাহক হল এই বৈশাখ।

বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলিম, হিন্দু
নাহি ভেদ, নাহি ছেদ যেন একবিন্দু।

কিন্তু এই বৈশাখী উৎসব নিয়ে কিছু গোড়া, অন্ধ এবং উগ্রবাদী গোষ্ঠী অপপ্রচার দৃশ্যমান যেটা অত্যান্ত দুঃখজনক। রমনার বটমূলে হামলা শুধু বৈশাখী উৎসবের উপরেই ছিল না, এটি ছিল সাংস্কৃতিক সমতার উপরে এক বিরাট আক্রমন। যে সাম্যবাদকে বৈশাখ ধারণ করে সেটাকে ভিন্ন খাতে পরিচালিত করা চেষ্টা বারবার দেখা গেছে। কিন্ত কেন? বৈশাখতো একটি শান্তিপূর্ণ উৎসব। এই উৎসবটি রাষ্ট্রের সকল মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছে। এই উৎসবটি হাজার প্রতিকূলতার মাঝেও প্রমাণ করে দিয়েছে মানুষের সাথে মানুষের বৈষম্য নেই। বৈষম্যহীন দর্শনই যে বৈশাখের প্রাণ। বৈশাখকে আপাতত দৃষ্টিতে একটি উৎসব বা বিনোদন মনে হলেও এর রয়েছে আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব। বৈশাখকে ঘিরে গ্রাম বাংলার কুটির শিল্পে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। বৈশাখী মেলায় বিভিন্ন পন্যের বিক্রি হয়ে থাকে যা আমাদের অর্থনীতির চাকার গতিকে আরো মসৃণ করে। বৈশাখী উৎসবের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই রাষ্ট্রীয়ভাবে সরকারী চাকুরিজীবিদের বৈশাখী ভাতা চালু করা হয়েছে। এর ফলে চাকুরিজীবিরা আর্থিকভাবে কিছুটা হলেও সুবিধাপ্রাপ্ত হোন। উৎসব ভাতার এই টাকা চলে যায় মার্কেটে। বৈশাখী নানান সাজের পোশাক শিশু, কিশোর ও মহিলারা কিনে থাকে। বৈশাখী মেলায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা কিছু অর্থ উপার্জনের সুযোগ পান। এছাড়াও হালখাতা করে গ্রামের ব্যবসায়ীরা তাদের বকেয়া তুলে নেন। দেনাদারকে মিষ্টিমুখ করিয়ে বকেয়া আদায়ের এই উদার সংস্কৃতি তো বৈশাখেরই উপহার। খাবার ব্যবসায়ীরাও দারুণ ব্যবসা করার সুযোগ পান এই দিনে। এটাতো গেলো বৈশাখের আর্থিক দিক। বৈশাখের সামাজিক মূল্য অপরিসীম। একটি সমাজে বিভিন্ন বয়সের মানুষ, বিভিন্ন আদর্শের মানুষ বাস করে। কিন্তু বৈশাখ এমন একটি উৎসব যেখানে শিশু, কিশোর, নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, বনিতা, ধনী, গরীব সকলে একসাথে একই উদ্দেশ্য নিয়ে যোগদান করে। ধনী, গরীব, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ শিশুরা একই নাগরদোলায় চড়ে দোল দেয় এবং একই সুরে আনন্দ চিৎকার করে। এর ফলে সামাজিক বন্ধন দৃঢ হয়। বৈশাখের সকালে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয়। মঙ্গল শোভাযাত্রা নিয়ে অনেক ভিন্নমত পোষণ করেন কিন্তু এর মাঝে যে সাম্যের সুর লুকিয়ে আছে সেটাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। মঙ্গল শোভাযাত্রা একত্বের প্রতীক, সমতার প্রতীক, ঐক্যবদ্ধ সংস্কৃতির প্রতীক। বৈশাখ বছের একবার আসে কিন্তু এটি সারা বছরের গণ আনন্দকে ত্বরান্বিত করে। বৈশাখের সাহিত্য মূল্য বহুমাত্রিক। বৈশাখ নিয়ে রচিত কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, গান বাংলা সাহিত্যের একটি ক্রনিক সংযোজন। এই দিবস এবং উৎসবকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনন্য কাব্য ও গান রচনা করেছেন। বৈশাখ এমন একটি উৎসব যেটাকে রাজনীতিকীকরণের সুযোগ নেই। এটি গণমানুষের উৎসব। পান্তা ইলিশ দিয়ে সকাল শুরু করার রেওয়াজ বহু পুরোনো। বাঙালি যে আনন্দ করতে জানে শত কষ্টের মাঝেও বৈশাখ তার বড় প্রমাণ। সকল কষ্টকে পিছে ঠেলে আনন্দস্রোতে ভাসতে চায় বাঙালি। বৈশাখ মনের কষ্টকে একদিনের জন্য হলেও ভুলিয়ে দেয়। বৈশাখের বহুমাত্রিক অবদান বাঙালি জীবনকে করে তোলে অর্থবহ এবং প্রাণরসে ভরপুর। সম্রাট আকবর এই দিবসটি চালু করেন বাঙালি সংস্কৃতিকে অধিকতর সমৃদ্ধ করতে। বৈশাখের সাথে বাংলা ভাষার এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। বাংলা ভাষাভাষী মানুষেরা বাংলা নববর্ষ উদযাপন করে নতুন কিছু হওয়ার আশা নিয়ে। ভারত ও বাংলাদেশের বাংলাভাষী মানুষের কাছে এই দিন বড়ই আনন্দের। ভাষা একটি সংস্কৃতিকে ডোমিনেট করে। বাংলা ভাষা তাই বৈশাখের প্রাণ।মাতৃভাষায় রচিত লোকসঙ্গীত বৈশাখকে দিয়ে থাকে এক ভিন্ন রূপ। বৈশাখে বাংলার ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। মিষ্টি আর পিঠা তৈরির ধুম পড়ে যায়। বৈশাখে অতিথি আপ্যায়ন করা বাঙালিদের একটি বড় রেওয়াজ। বৈশাখের প্রায়োগিক দিক যেমন আছে তেমনি আছে এর প্রতীকি দিক। বৈশাখের সাথে ধর্মের কোন বিরোধ নেই। যদিও কেউ কেউ বিরোধ খুঁজার চেষ্টা করে থাকেন। এ ধরণের লোক সব কালেই থাকে। দুধ ভাতেও কাঁটা খুঁজার কিছু লোক থাকে। তাতে কিছু যায় আসে না। বৈশাখ শান্তির প্রতীক, সাম্যের প্রতীক, শুদ্ধতার প্রতীক। বৈশাখ এমনই এক আয়োজন যেটার মূল সুর হল সবার উপরে মানুষ সত্য। বাংলাদেশের অন্য কোন উৎসব সব মানুষকে একত্র করতে পারে না, কিন্তু বৈশাখ সেটা খুব সহজেই পারে। বৈশাখ একটি অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন লোক উৎসব। বৈশাখ আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করে তুলেছে।২০১৬ সালে ইউনেস্কো মঙ্গল শোভাযাত্রাকে " মানবতার অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য" হিসাবে ঘোষণা করে। ইউনেস্কো এটিকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করে। শোভাযাত্রায় গ্রামীন জীবন এবং আবহমান বাংলাকে ফুটিয়ে তোলা হয়। বৈশাখ বাঙালি সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। ১৯৪৭ এ পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল সাম্প্রদায়িক চেতনার উপর ভিত্তি করে। কিন্তু কিন্তু অসাম্প্রদায়িক বৈশাখ সেই সাম্প্রদায়িক চেতনার মূলে আঘাত হানে। পাকিস্থান রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচারকে নিষিদ্ধ করে সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু বাঙালি সেটা মানেনি। বৈশাখ উদযাপন করে সেটার প্রতিবাদ করেছে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজিয়ে এর প্রতিবাদ করা হয়। ১৯৬৫ সালে ছায়ানট ১৫ এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান, " এসো হে বৈশাখ, এসো এসো বাজিয়ে এবং গেয়ে বৈশাখকে বরণ করে নেয়া হয়। আর এর মধ্য দিয়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রকাশ পায়। হিন্দু - মুসলিম সংস্কৃতির এক দারুন মেলবন্ধন তৈরি হয়। বৈশাখ নিয়ে অপপ্রচার কম হয়নি কিন্তু বৈশাখের গায়ে এটি একটুও আঁচড় কাটতে পারেনি। বৈশাখ কখনোই গোষ্ঠী চেতনায় বন্দি হয়নি। কবির ভাষায়---

বৈশাখ এনেছে সাম্য
চেতনায় এনেছে তুষ্টি
কখনো সেতো বন্দি হয়নি
মানে নি কোন গোষ্ঠী।

মুক্ত চেতনার ধারক ও বাহক হিসাবেই থেকে গেছে। যাহোক বাংলা বর্ষবরণ বাঙালি ঐতিহ্যের একটি বড় অংশ। মহাসমারোহে, সাড়ম্বরে, উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মাধ্যমে এই দিনটিকে বাঙালি স্মৃতির পাতায় রেখে দিতে চায়। নতুন বছরের উদযাপনের সঙ্গে গ্রামীন জীবন, কৃষ্টি, সংস্কৃতির নব নব বন্ধন তৈরি হয়। উৎসবের এই দিনে ঘর সাজানো, নতুন পোশাক পরা, বিভিন্ন ধরণের পিঠা, পায়েস, মিষ্টি আর খাবার তৈরি করা, আপ্যায়ন করা, দলবেধে মেলায় যাওয়া, অনুষ্ঠান উপভোগ করা, খেলার আয়োজন করা সহ বিভিন্ন রীতি আর রেওয়াজে প্রাণবন্ত হয়ে উঠে বাংলা মাসের এই প্রথম দিনটি। নৌকা বাইচ, লাঠি খেলা, কুস্তি সহ নানান খেলায় মেতে উঠে গ্রামের মানুষ। আদিবাসীরা বর্ষবরণ একটু ভিন্ন আঙ্গিকে করে থাকে। তারা বৈসাবি উৎসব করে থাকে। মারমা সম্প্রদায় বৈশাখে পানি উৎসবে মেতে উঠে। যাহোক সমগ্র বাংলায় বৈশাখী মেলা ভাতৃত্বের এক নব ব্যঞ্জনা তৈরি করে। অনেকে আবার টক ও তিতা ব্যঞ্জন ভক্ষণ করে সম্পর্কের সকল তিক্ততা বর্জন করে প্রতীকিভাবে। ছোটরা বয়ঃজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করে এই দিনে যার ফলে তৈরি হয় শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালোবাসা আর সম্প্রীতির বন্ধন। শুধু বাংলাদেশ আর ভারতেই নয়, প্রবাসী বাঙালীরা বৈশাখ উদযাপন করে বিশ্বের নানা প্রান্তে বসে। বিদেশীরা প্রবাসীদের এই উৎসবে যোগ দেয় এবং বাংলা সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত হয়। বৈশাখ আমাদের সবার। কোন ধরণের হীনস্বার্থে আমরা যেন এর গায়ে কলঙ্ক না লাগাই। কবির ভাষায়---

বছরান্তে বৈসাবের দেখি সর্বরূপ
ভেদাভেদ ভুলে, ঐক্যের টানে
শান্তিতে থাকি খুব।

বাবার আদেশ ‘অমান্য’ করে মার্কেজের শেষ উপন্যাস প্রকাশ করলেন ছেলে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ তাঁর ছেলেদের বলে গিয়েছিলেন, তাঁর শেষ লেখা যেন প্রকাশ করা না হয়। এমনকি মার্কেজ চেয়েছিলেন, তাঁর সেই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি ধ্বংস করা হোক। কিন্তু বাবার সেই আদেশ মানেননি ছেলে। ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া মার্কেজের শেষ লেখা উপন্যাস ‘আনটিল আগস্ট’ প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

মার্কেজ মারা গেছেন এক দশক হয়ে গেল। মৃত্যুর আগে তিনি স্মৃতিভ্রংশ বা ডিমেনশিয়া রোগে ভুগছিলেন। তবে লেখা বন্ধ করেননি। সে সময়ও তিনি একটি উপন্যাস লিখেছিলেন, তবে তা প্রকাশ করেননি। উল্টো ছেলেদের বলেছিলেন, তাঁর সেই পাণ্ডুলিপি ধ্বংস করা হোক।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কেজের ছেলেরা তাঁদের বাবার আদেশ অমান্য করার বিষয়টিকে তাঁর সঙ্গে ‘বিশ্বাসঘাতকতার’ সঙ্গে তুলনা করেছেন। তবে তাঁরা ‘আনটিল আগস্ট’ নামে বইটি প্রকাশ করতে পেরে বেশ আনন্দিতও।

মার্কেজের লেখা শেষ উপন্যাস ‘আনটিল আগস্ট’ এখন পর্যন্ত পাঠকের কাছ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছে।

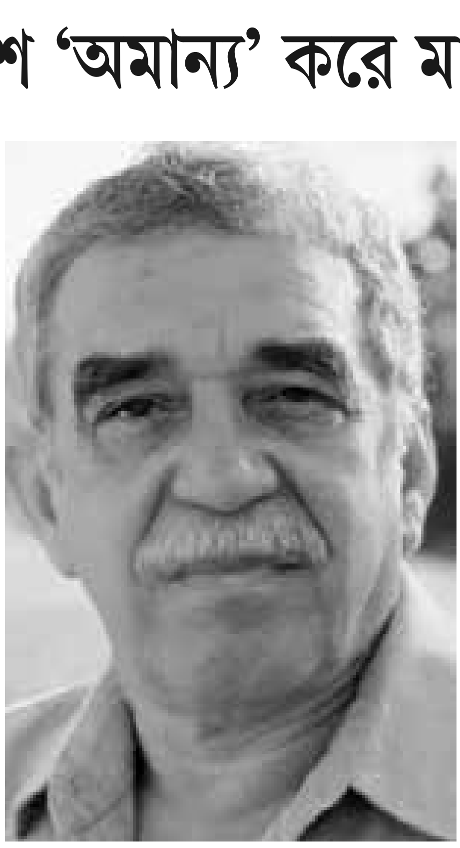

গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ

মৃত্যুর এক দশক পর প্রকাশিত হলো মার্কেজের শেষ উপন্যাস। ছবি: সংগৃহীত

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের সাহিত্য সমালোচক লুসি হিউ-হ্যালেট এই উপন্যাসকে ‘একটি সাধারণ খসড়া’ বলেই আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘এই খসড়া বেশ অস্পষ্ট এবং আর দশটা খসড়ার মতোই ত্রুটিপূর্ণ।’

লুসি আরও বলেছেন, ‘তবে তাঁর মতো একজন কুশলীর কাছ থেকে এই অস্পষ্ট খসড়াও স্বাগত।’ পুরো উপন্যাসের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘১০০ পৃষ্ঠার বইটি একটি বিবর্ণ স্মারকের মতো। চটকদার কিন্তু অসাধারণ পরাবাস্তব জগতের সঙ্গে এর সংযোগের জন্য এটি মূল্যবান। মার্কেজ তাঁর জীবনের সবচেয়ে দারুণ সময়ে যে ধরনের সৃষ্টিশীলতা দেখিয়েছেন, এটি তার মতোই।’

কলাম্বিয়ার লেখক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ ২০১৪ মারা যান। তিনি তাঁর রচনায় জাদুবাস্তবতা ব্যবহারের মুনশিয়ানার জন্য ব্যাপকভাবে পরিচিত। তাঁর লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে ‘নিঃসঙ্গতার ১০০ বছর’, ‘কলেরার দিনগুলিতে প্রেম’। তাঁর এই বই দুটি সারা বিশ্বে ৫ কোটি কপির বেশি বিক্রি হয়েছে।

নিজের বাবার শেষ ইচ্ছার অবাধ্য হয়ে বই প্রকাশের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে গঞ্জালো গার্সিয়া বার্সা বিবিসিকে বলেছেন, ‘লেখক তাঁর কাজ মূল্যায়ন করার অবস্থায় ছিলেন না। কারণ তিনি কেবল তাঁর ত্রুটিগুলোই দেখতে পেতেন। কিন্তু সেখানে থাকা চমৎকার বিষয়গুলো তিনি সে সময় দেখতে পাননি।’

অপবাদ

শর্মিষ্ঠা মিত্র সেনগুপ্ত

কয়েকটা সকাল এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকে
তাদের গায়ে লেপ্টে মধ্যরাত্রির কুটিলতার কলঙ্ক
এইসব সকাল বেশ জড়সড়
ঠাঁই নাড়া হতে হতে শুধু এইটুকু চেয়ে ক্লান্ত -
অজস্র কাটাকুটির দাগ গোপনীয় থাক।
সেইসব আর্তি চৈত্র বাতাসে হইহই করে পাক খেয়ে
আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে
সদরে ঝুলে থাকে আশঙ্কার পাঁশুটে করোটি।

আমরা অনভ্যস্ত আঙুলে ছাই চাপা দুঃখ ঝেড়ে ফেলার
চেষ্টা করি। শরীরে শরীরে কতখানি ফাঁক আছে
জেনেও ঝিমঝিম দুপুরে আগলে রাখি রোজের যাপন
প্রাণপণে নিষিদ্ধ করি ভেজা বকুলের এক ঝলক
সুগন্ধী বাতাস, অথবা পুরনো প্লাস্টিকে মোড়া
হলদেটে কাগজে বুনে রাখা অবিন্যস্ত স্বপ্ন।

আমাদের অস্থি মজ্জায় জটিল থেকে জটিলতর
সমীকরণ প্রতিদিন পাল্টে যায়
আমরা অসহায়ের মত দেখতে থাকি-
নিরাপদ লোহার জালিকার ভেতর আমাদের
দুর্গন্ধযুক্ত
গলিত জীবাশ্ম বেঁচে আছে।
আমরা ভুলে যাই বকুল বাতাস আর অমানুষ হওয়ার অপবাদ।

ঘর

নিলয় গোস্বামী

আমাদের দেখা হলো পথে
চোখেরা পড়েছে কত ভাষা
আমাদের মন ভিজে কিসে
নির্বাক থাকে ভালোবাসা!

আমাদের মন ভাসে রোদে
মেঘের জবাব ঢাকে রাত
তুমি চুপ থাকো প্রতিশোধে
আমি বুঝি মিষ্টি আঘাত।

মনে মনে হাঁটি বহুদূর
দুজনের মোহ আজ ভার
আমি শুধু খুঁজি সেই ভোর
কখন হবো যে একাকার।

আমাদের সুর জানে পাখি
আকাশ দেখে রাখে ঘর
তোমার ইচ্ছে ছুঁয়ে থাকি
হাসিরা হলো স্বার্থপর।

আবার দুজন ফিরি চোখে
কথারা বেরুনো বড় দায়
ঠোঁটের চাওয়ারা আলগোছে
হৃদয় দিচ্ছে কতো সায়।

আলোর নোঙর

ফারহানা নীলা

দশকের পর কত দশক পেরিয়ে যাচ্ছি
হয়তো ফুরিয়ে যাচ্ছি একটু একটু করে
অস্তমিত সূর্যের আলোটা চোখে জ্বালা ধরায় ভীষণ
জোছনারা বিবাগী চাঁদের ছায়া ভাঙে

নিজের ভেতর নিজেকে দিয়েছি নির্বাসন
এই পরবাসে ভালোবাসি কথাটা কাকে যে বলি?
এখানে সাগর ছোটে জল ঈশারায়
এখানে বিরূদ্ধ প্লাবনের ভয়
পরবাসে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায় অভিমান,অভিযোগ

দিন ফুরানোর গল্পে কেবল ফুরিয়ে যাই
পরবাসী বাতাসের গায়ে গিঁট দিই
আয়ুরেখা বরাবর হাঁটে আরশোলা
সব রেখা পড়া হয়ে গেলে বাকি থাকেনি কিছুই
কুশির মতন গজিয়েছে রেখা, সেসব রেখায় বসে
পরবাসী জীবনের ক্ষত-কিছু সুখ, কিছু দুখ আর
নিতান্ত অবিবেচক এক ভবিতব্য

ঝরে গেছে ফুলের পাপড়ি-উড়ে গেছে হুহুপাখি
মরা ডালে তবু ঝুলে আছে স্মৃতি
পরবাসী ব্যথা জমটুপিতে খুঁজছে আলোর নোঙর।

একদিন বেড়াতে যাবো ময়মনসিংহ

শেখ জলিল

একদিন বেড়াতে যাবো ময়মনসিংহ-
রাতে থাকবে ঝড়-বাতাস, মুষল ধারে বৃষ্টি
পরদিন শুভ্র সকালে বাগমারা থেকে গুলকিবাড়ি
রেললাইন ধরে ধরে হাঁটবো একাকী আমি।

তোমাকে নিয়ে আনন্দমোহন কলেজ হয়ে
যাবো সাহেব পার্ক, জয়নুলের সংগ্রহশালা;
তারপর রিক্সায় সোজা চলে যাবো এগ্রি ভার্সিটি
প্রিয় ক্যাম্পাস ঘোরাঘুরি শেষ হলে অনেকক্ষণ
বসে থাকবো ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে।
বোটানিকাল গার্ডেনে গিয়ে চুপি চুপি
মালির চোখ ফাঁকি দিয়ে ছিঁড়বো লাল গোলাপ
তোমাকে হঠাৎ করে বলবো সেই মনের কথাটি।

একদিন বেড়াতে যাবো ময়মনসিংহ-
সাথে করে নিয়ে আসবো প্রথম প্রেম
আমার যত না-পাওয়া বিরহ জ্বালা!

অসহ দুপুর বেলা

জয়িতা চট্টোপাধ্যায়

দুপুর মাখা একটা বিছানা
এলোপাথাড়ি লন্ডভন্ড শরীর
ঠোঁটে ঠোঁটে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ

বুঝি কীভাবে সাহস পেখম মেলে
চারদেয়ালের আকাশ থেকে নির্মোহ মেঘ সরে যায়
দুমড়ে মুচড়ে ওঠা যন্ত্রণায়

উত্তপ্ত বিছানায়
ফুটে ওঠে রক্তাক্ত শান্তি
পিছল জমিতে ক্রমাগত লেখা হয়
রাতের জন্মময় ইতিহাস

উরুর ঘর্ষণে পুড়ে যায় পুরনো ভালোবাসা
আকাশ নেমে আসে ঘরের ভেতর
আণবিক এক বিস্ফোরণ
তোমার চূড়ান্ত অভিকর্ষ ছুঁয়ে
তবু লুকোতে পারা যায় না শোক
রাতের ক্ষতস্থান যত্ন করে তুলে রাখি
তুলে রাখি দিনাবসানে আমার নির্মোক।

বিরহ

দেওয়ান নাসের রাজা

আমার উঠোনে চামেলির সৌরভ কোথায়
বহুদিন আগের বেগুনি হলুদ ক্রোকাস!
এখনও শীতের মৌসুম
চেরিগুচ্ছ ফোটেনি, মধ্য দুপুর বয়ে যায়।

তুমি আসোনি বহু বছর গেলো
গোলাপও তাই মেলেনি পাপড়ি, সুরমা লাগানো
ধূসর মেঘের মতো উড়ে গেলে আফ্রিকায়
শুধু রয়ে গেলো অগণিত কবুতর
তোমাকে খুঁজতে তারা ঘুরেফিরে বসে আঙ্গিনায়।

দিগন্ত জুড়ে বেগুনি ল্যাভেন্ডার যেন শুষ্ক ম্লান।
পার্কের বেঞ্চিতে, নুয়ে পড়া ঘাসের ওপর
ওক বৃক্ষের ডালে কাঠবিড়ালিও শ্লথ, অচঞ্চল
গোল্ড ফিঞ্চ হেলডনের গহীনে হারায় বেদনায়।

তুমি বিহনে আমার মেঘলা আকাশ কাঁদে সারাক্ষণ
শুধু অগণিত কবুতর পাহাড় পেরিয়ে এসে আকুল তাকায়
আমার পৃথিবী জুড়ে বিবর্ণ সময় যায় স্তব্ধতায়
বরফ শীতল করা সমুদ্রের জল টলমল
কবরের নিঃসঙ্গতা চেপে ধরে থমথমে এসময়
ম্লান চোখ মনে পড়ে কবেকার- অলিন্দে হাহাকার
এই মলিন দুপুরে।

জেগে উঠছো তুমি

আহসান জামান

জেগে উঠছো তুমি আঙিনায়
মৃত্তিকার বাঁধন ছিঁড়ে
মেলেছো কোমল সজীবতায়; যেনো
এইমাত্র শিশুর আবিষ্ট ঘুম ভেঙে
খেলছো আনমনে হাওয়াদের সাথে।

সূর্য ছড়িয়েছে রোদ্দুরের দ্যুতি;
তুমি বেণীদোলে উড়ালে
পাতার বাহারী নাচ।

তুমি রঙকরা হরেক ফুলের
সমারোহ। ফাল্গুনী হাওয়ায় হাওয়ায়
এপ্রিলের উঁকি। তোমাকে ভেবে ভেবে
দীর্ঘ হচ্ছে দিন, উনুনের চায়ের কেটলির
হিস হিস শব্দে তুমি বলেছো আজ
বসন্ত এসে গেছে
জাগো হে দামালের দল
সম্মুখে অনেক পথ বিস্তর।

আধ্যাত্মিক ময়ূর

সাকিব জামাল

জ্বলজ্বল করে অলৌকিক জল। মস্তিষ্কজুড়ে
নাচে
যমুনার প্রেম। হাওয়াকুঞ্জে অভিসার বাসনা।
অনাগত অনুজের আহ্বানে, সপ্তর্ষি মন্ডলে
গান তোলে
আধ্যাত্মিক ময়ূর- অক্লান্ত যৌবনের
আয়োজনে!

প্রকৃতির পুঁথি পাঠ চলে- নদী, পাহাড়,
সমতলে।
গুহা সভ্যতা আনন্দে হাসে। আগামী গ্রহিক
সভ্যতার
স্বপ্ন দেখে আধুনিক সমকাল।
আমি স্থানান্তরিত করি আমাকে অন্য জনমে!
বিনিময়ে, তুমিই আমার আনন্দময়ী সেই
সত্তরটি ফুল!

তোমাদের যা বলার ছিল, বলছে কি তা বাংলাদেশ?

শেখর ভট্টাচার্য

একাত্তরের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি মাস। বাস করি নিতান্ত মফস্বল শহর সিলেটে। ঢাকা থেকে আন্দোলনের ঢেউ বহু গুণ হয়ে আছড়ে পড়েছে ছোট ছোট শহর, বন্দরে। ক্ষমতা হস্তান্তরের তাল বাহানা চলছে। স্কুল কলেজে লাগাতার হরতাল। আমাদের ছোট শহরটি মিছিলের শহরে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তানি শাসকদের কর্ণকুহরে পৌঁছার জন্য স্লোগান দেয়া হচ্ছে, "তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা, যমুনা।"

"পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা, ঢাকা-।"

দেয়ালে দেয়ালে নতুন বার্তা। বাঙালি কবিরা সারাবাংলার দেয়ালে উঠে এসেছেন। রবিঠাকুর, নজরুল, জীবনানন্দ এমন কী সুকান্ত পর্যন্ত দেশ প্রেমিকদের চেতনার আধার। সিলেট মেডিকেল কলেজে ছাত্র ইউনিয়নের খুব প্রভাব। ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা দেয়ালে দেয়ালে সুকান্তের কবিতা লিখে দিয়েছেঃ "বন্ধু তোমার ছাড়ো উদ্বেগ সুতীক্ষ্ণ করো চিত্ত, বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।"

কারা দুর্বৃত্ত? ক্লাস সিক্সের ছাত্র হলেও বুঝতে অসুবিধা হয়না। কী এক অভূতপূর্ব জাতীয় ঐক্য। হাজার বছরেও এরকম ঐক্য, সংহতি বাঙালি দেখেনি। ভাষা, সংস্কৃতি কেন্দ্রিক বাঙালির সংহতি ছিলো মধ্য যুগ থেকে। আদি যুগ থেকে ৬ দফা আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালির নিজস্ব স্বাধীন ভূখণ্ডের স্বপ্ন দেখেনি। সত্তরের নির্বাচনের পর মানুষের সামনে স্বপ্ন ধীরে ধীরে বিমূর্ত থেকে মূর্ত রূপ ধারণ করছে। পাড়ায় পাড়ায় সারাদিন ছোট ছোট দলে নানা বয়সের মানুষদের রাজনৈতিক আড্ডা। সন্ধ্যে হলে বিবিসি, আকাশবাণীতে কান পাতা। ভুট্টো কী ইয়াহিয়াকে বঙ্গবন্ধুর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে দেবে? ছোট, ছোট জমায়েতে সবার মত "দিতে হবে, দিতে হবে।"

না দিলে আমরা দেখিয়ে দেবো। সারা দেশ জুড়ে তখন স্বাধীনতাকামী মানুষেরা এক জোট। কে আওয়ামী লীগ, কে ন্যাপ, কেইবা ভাসানী অনুসারী। শহরের বড় বড় নেতাদের দেখি বিভিন্ন সমাবেশে। দেশ প্রেমিক নেতাদের চোখগুলো জ্বল জ্বল করছে। চোখের ভেতর স্বপ্ন। স্বাধীনতার স্বপ্ন তখন তারা ছড়িয়ে দিচ্ছেন মানুষের মধ্যে।

নেতারা যখন ভাষণ দিতেন মনে হতো দেবদূতেরা আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন।

নেতাদের দেশপ্রেম, দেশের প্রতি নিবেদনের কথা সব মানুষ জানে। প্রয়োজনে তারা জীবন বিসর্জন করবেন। আমাদের ছোট শহরটির সব মানুষ মিলে মিশে যেন একটি পরিবার। পরিবারের সবার খবর যেমন সবাই জানে, আমাদের শহরের প্রতিটি পরিবারের খবর আমরা জানতাম।

পুরো বাংলাদেশ তখন স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর। বঙ্গবন্ধুর সাথে ইয়াহিয়া, ভুট্টোর গোল টেবিল বৈঠক শুরু হয়নি। নানা মত, নানা পথ, নানা দল মিলেমিশে তখন একটি দল। স্বাধীনতার স্বপ্নকে বহন করছে সবাই। রাজনৈতিক দলগুলো যা'ই করুক না কেনো, ছাত্র নেতারা এবার স্বাধীনতার দাবি থেকে ফিরে আসবেনা। ছাত্র নেতাদের উপর ভরসা সবার। এক একটি নাম তখন বহুল আলোচিত আমদের ছোট শহরটিতে। মকসুদ ইবনে আজিজ লামা, সবার মুখে তখন লামা ভাইয়ের কথা। দিলদার হোসেন সেলিম, সদর উদ্দিন চৌধুরী, গুলজার হোসেন তখন ডাক সাইটে নেতা। এই নেতারা আমাদের স্বপ্নের বন্দরে পৌঁছে দেবেন। স্বপ্নের বন্দরের ঠিকানা সবার জানা। স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন গন্তব্য নেই।

জাতীয় ভাবে স্থানীয় ভাবে এতো ঐক্য কোন কালে কেউ কখনো দেখেনি। নিরস্ত্র, নিরীহ একটি জাতি। যদি হানাদার বাহিনী নেমে আঘাত করতে শুরু করে, কী দিয়ে প্রতিরোধ করবে?

মানুষের হৃদয় ভরা দেশপ্রেম। দেশ প্রেমকে হাতিয়ার করে বুক চিতিয়ে দাড়িয়ে যেতে প্রস্তুত পুরো জাতি। দেশ প্রেম কি ভাবে কামানের গোলা কে ফিরিয়ে দেয় আমরা তা' দেখেছি।

কোথায় সেই দেশ প্রেম? কোথায় সেই ইস্পাত দৃঢ় ঐক্য? বহমান সময়ে আমাদের বিভক্তি কী রোধ হবে কখনো? স্বাধীনতার মাসে আমরা কী স্বপ্ন দেখতে পারি? আমরা আবার ঐক্য বদ্ধ হবো। নাকি স্বপ্ন দেখাও অলীক কোন বিষয়। আসুন স্বপ্ন দেখি কোন একদিন শহীদের স্বপ্নের কথা আমরা বলবো। আসাদ চৌধুরীর কবিতার ভাষায়-

ফুলের গন্ধ পরাজিত
স্লোগান আসে ধেয়ে
তোমার যা বলার ছিল
বলছে কি তা বাংলাদেশ?

M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

SARAH CARE USA
CDPAP & HOME CARE SERVICES
CDPAP/ PCA/ HHA
No Certificate Required
Highest pay With Benefit
We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole
Dr.Gee Cee pat
Vice President
Dr.Shajadi Parvin
CEO/President
NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949
WITH Best income Up to $85.000 Annually
LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply
WORK AT HOME
আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP
Corporate Office:
37-18-73rd Street, Suit 301, Jackson Height, NY 11372
Jamaica Office:
170-05 Hillside Ave, NY 11432
185-08, Hillside Ave, NY 11432
Brooklyn Office:
2033 Bath Ave, Brooklyn NY 11214
Bronx Office:
2148 Starling Ave, Bronx, NY 10482
Buffalo Office:
3685 Harlem RD Cheektowaga, NY 14215
We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country
cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 347-919-5256, 347-919-5254 | www.sarahcareusa.com

ঈদ মুবারক
এক মাস সিয়াম সাধনা ও আত্মশুদ্ধির প্রয়াসের পর ঈদুল ফিতর আমাদের মাঝে শৃংখলা, ক্ষমা, মানবতা ও ভাতৃত্বের এক মাহেন্দ্রক্ষণ। ঈদ মানে আনন্দ। সে আনন্দ বিভেদ ও ব্যবধানহীন। এই পবিত্র সময়ে সকল বঞ্চিতের গ্লানি মুছে যাক। সকল নিপীড়িতের মুক্তি হোক। সকল অত্যাচারির বোধোদয় ঘটুক। ভেঙে যাক সকল শোষণের বেড়াজাল। জয় হোক মানবতার। ঈদ মুবারক।
বীর মুক্তিযোদ্ধা স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ
গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর
প্রেসিডেন্ট এণ্ড সিইও
646 769 0966, netlake111@gmail.com
ALEGRA HOME CARE INC.
CDPAP
PEOPLE UNITED PROGRESS
AZM CENTRE
FZM
Abu Zafar Mahmood Group
জয় বাংলাদেশ
Monthly News Magazine in Bangla
JBTV
JOY BANGLADESH TELEVISION
The Bay Wave
Monthly News Magazine in English

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
4 April 2024, Thursday, Issue 368
৪ এপ্রিল ২০২৪, ২১ চৈত্র ১৪৩০, ২৫ রমজান ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার ৮ম বর্ষপূর্তি

অনন্য এক বিকেল

কুলসুম আক্তার সুমী

২৭ মার্চ, ২০২৪ বুধবার। মোহময় ঘোরের মধ্যেই যেনো একটা স্বপ্নযাত্রায় শামিল হলাম। মাস কয়েক আগে 'টক শো' লাইভের শেষে নিজেদের মধ্যে কথোপকথনের সময় সঞ্চালক এইচবি রিতা বলেছিলেন, মার্চে 'প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা'র বর্ষপূর্তী অনুষ্ঠান। সময় মতো তারিখ এবং স্থান ঘোষণা করা হবে এবং সে অনুষ্ঠানে তোমাকে উপস্থিত থাকতে হবে। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠানের মধ্যেই সে ঘোষণা এলো। ২৭ মার্চ গুলশান টেরেজে প্রথম আলোর বর্ষপূর্তী, কমিউনিটি টিভি চ্যানেল CBN TV USA এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান এবং ইফতার। সেই থেকে এই অনুষ্ঠানে যুক্ত হওয়ার মানসিক প্রস্তুতি চলতে থাকে প্রাণপণ।

বিশেষ কারণে আমাদের বিকল্প কর্মসময়। আমার ছুটির দিনে বরের কাজ, তাঁর ছুটির দিনে আমার কাজ। তাই ইচ্ছে থাকলেও সব অনুষ্ঠানে আমাদের যাওয়া হয় না। আমাদের কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা করতে হয় সুক্ষ্ণ হিসেব নিকেষ করে।

কুলসুম আক্তার সুমী

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

বর্ষপূর্তি ছিল মন-মুগ্ধকর

রুপা খানম

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পত্রিকাটি হাঁটিহাঁটি পা পা করে তার অষ্টম বছরে পদার্পণ করেছে। ২৭ মার্চ গুলশান টেরেজে প্রথম আলোর বর্ষপূর্তি, কমিউনিটি টিভি চ্যানেল CBN TV USA এর উদ্বোধন সহ অনুষ্ঠানটিতে ইফতারের আয়োজন করা হয়। আমি সে আয়েজনে যুক্ত হই প্রথম আলো'র লগো দিয়ে সাজানো কালো-লাল পাড়ের সাদা শাড়িতে। চমৎকার একটি মুহূর্ত। সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী ও নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক আন্তরিক অভ্যর্থনার সাথে অনুষ্ঠানটি শুরু করলেন। লেখক, কবি, পাঠক, সাংবাদিক, সম্পাদক, বিভিন্ন পেশার লোকজন ও ব্যবসায়ীদের উপস্থিতিতে মনে হল প্রথম আলো পত্রিকাটির প্রকৃত শক্তির উৎসই এইসব কমিউনিটির লোকদের আন্তরিকতা ও ভালোবাসা।

রুপা খানম

নিউজার্সি স্টেটের কাউন্সিলউওম্যান শিফা উদ্দিন যুক্ত হোন অনুষ্ঠানে। জরুরি এক দুর্ঘটনায় মেয়র এরিক অ্যাডামস্ এর আসা হয়নি তবে তাঁর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে দেন তাঁর অফিসের এথনিক

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

কমিউনিটি অপ :এডে মেয়র

শহরবাসীর জন্য ভালো বেতনের চাকরির সুযোগ

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

গত সপ্তাহে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্ Jobs NYC-এর একটি পদক্ষেপ নিয়েছেন। সুবিধাবঞ্চিত উপেক্ষিত সম্প্রদায়ে কর্মজীবন প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে এটি একটি সরকারী উদ্যোগ। নিউইয়র্ক শহরে কৃষ্ণাঙ্গ বেকারত্বের হার এখনো অনেক বেশি বলে জানান শহরের

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

বদলে গেল শ্রুতিকটু ২৪৭ বিদ্যালয়ের নাম

ঢাকা অফিস

শ্রুতিকটু ও নেতিবাচক অর্থ দাঁড়ায় এমন ২৪৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। বুধবার মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ কবির উদ্দীনের স্বাক্ষর করা এক প্রজ্ঞাপন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রজ্ঞাপনে দেখা যায়, বিদ্যালয়গুলোর তালিকায় প্রথমেই আছে রাজশাহীর তানোর উপজেলার নটীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেটির নাম পরিবর্তন করে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় করা হয়েছে। একইভাবে রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার বীরকুৎসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম বীরগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নাটোরের বড়াইগ্রামের খাকসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে বনলতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় করা হয়েছে। মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার চোরমর্দ্দন বালক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম জ্ঞানপ্রদীপ বালক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং চোরমর্দ্দন বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম জমিদারবাড়ি বালক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় করা হয়েছে।

খুলনার কয়রা উপজেলার খাসিটানা উদয়ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

নিউইয়র্ক বিএনপি নেতা জসীমউদ্দীনের সদস্যপদ বাতিল দাবি

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সদস্য জসীমউদ্দীন ওরফে ইমদাদুল ইসলামের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় আসন্ন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি সম্মেলন-২০২৪ থেকে সদস্যপদ বাতিল ও ভোটাধিকার থেকে নামকর্তনের দাবি জানিয়েছেন ১১ জন প্রার্থীর ৬ জনই। ৩০ মার্চ শনিবার নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি সম্মেলনের নির্বাচন কমিশন বরাবর পাঠানো এক চিঠিতে তাঁরা এই দাবি জানান। নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২১ এপ্রিল। জ্যাকসন হাইটসের কাবাব কিং পার্টি হলে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

প রি বে শ

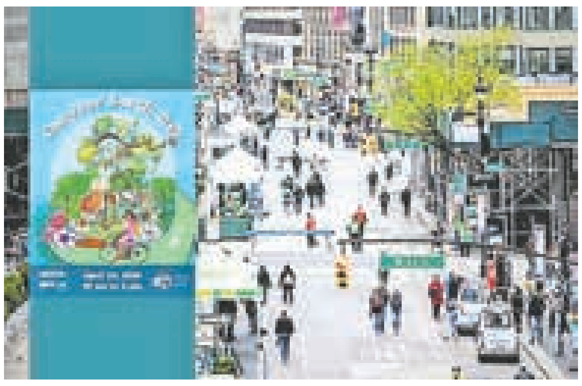

নিউইয়র্কে আর্থ ডে উপলক্ষে ৫৩ রাস্তা গাড়ি-মুক্ত থাকবে

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রান্সপোর্টেশনের (এনওয়াইসি ডট) বার্ষিক আর্থ ডে উদযাপনের অংশ হিসাবে চলতি মাসের শেষের দিকে নিউইয়র্ক সিটিজুড়ে কয়েক ডজন রাস্তা এক দিনের জন্য গাড়ি মুক্ত রাখা হবে। গাড়িহীন একটি দিন প্রচারের জন্যই এই আয়োজন কর্তৃপক্ষের। এছাড়া ৪৬টি সংগঠন এদিন বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করবেন।

২ এপ্রিল মঙ্গলবার সিটির পরিবহন কমিশনার ইডানিস রড্রিগেজ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আর্থ ডে উদযাপন উপলক্ষে আগামী ২০ এপ্রিল এক দিনের জন্য নিউইয়র্কের ৫৩টি রাস্তা গাড়িমুক্ত থাকবে। এদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা রাস্তাগুলো বন্ধ থাকবে।

এক সংবাদ সম্মেলনে রড্রিগেজ বলেন,আমরা এই দিনটির মাধ্যমে নিউইয়র্কবাসীকে যতটা সম্ভব তাদের যানবাহন বাড়িতে রেখে যেতে এবং ট্রানজিট, বাইক চালানো বা হাঁটার মতো পরিবহন ব্যবহারে উৎসাহিত করি। শহরের সর্ববৃহৎ গাড়ি-মুক্ত আর্থ ডে উদযাপনের অংশ হিসাবে এদিন নিউইয়র্ক সিটির আশেপাশের কয়েক ডজন গাড়িমুক্ত রাস্তায় প্রোগ্রামিং, সঙ্গীত এবং অন্যান্য কার্যকলাপের আয়োজন করা হবে। এতে নতুন এবং আস্থায়ী 'পাবলিক শিল্পী'রা তাদের প্রদর্শনীর মাধ্যমে পৃথিবীকে রক্ষায় সচেতনতামূলক বার্তা দিবেন।

এ সময় তিনি কার্বন নিঃসরণ কমাতে এবং পরিবেশ রক্ষায় সকলকে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে আহ্বান জানান।

জানা গেছে, ২০১৬ সালে আর্থ ডে উদযাপনের অংশ হিসেবে রাস্তায় পরিবহন সীমিত করার বিষয়টি চালু হয়। ধীরে ধীরে এই উদযাপন সংস্কৃতিতে পরিণত হয়। তখন থেকে প্রতিবছর এই আয়োজন করা হয়। গত বছর ৩০টি সড়ক গাড়িমুক্ত রাখা হলেও এবার তা বেড়ে হয়েছে ৫৩টি।

অ্যাডভোকেসি গ্রুপ বাইক নিউইয়র্কের সিইও কেন পডজিবা বলেছেন, ৮ বছর আগে এই কর্মসূচি চালুর পর এখন অনেক প্রসার হয়েছে। মানুষ অনেক বেশি সচেতন হয়েছে। যেখানে সেখানে গাড়ির পরিবর্তে মানুষ হেঁটে বা বাইক ব্যবহার করে যেতে পারেন। এক্ষেত্রে মানুষের স্বাস্থ্যও ঠিক থাকবে, দূষণও কম হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৬

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com